# আমার য়ূরোপ-ভ্রমণ

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ
বাহাদুরের "Impressions" অবলম্বনে লিখিত

১৩২১

মূল্য পাঁচসিকা।

PRINTED BY SURYYA KUMAR BHATTACHAYYA, AT THE PARAGON PRESS
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA
AND
PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJI OF MESSRS. GURUDAS CHATTERJI & SONS
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

# আমার নিবেদন।

বৰ্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের "আমার য়ূরোপ ভ্রমণে"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। আরও দুইখণ্ডে ইহা শেষ হইবে বলিয়া আশা করি।

এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশের সহিত আমার একটু সম্বন্ধ আছে। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের Impressionsর অনুবাদ কতকটা যে আমি করি নাই তাহা বলিতে পারি না; তবে তিনিও যে এ অনুবাদে একেবারেই হস্তার্পণ করেন নাই; তাহা নহে। আসল কথা এই,—তিনি এবং আমি দুইজনেই ভাগাভাগি করিয়া অনুবাদ করিয়াছি। কিন্তু মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহার প্রাপ্য যশঃ বা নিন্দা উভয়ই নিস্বত্ব ভাবে আমাকে দান করিতে চান; তাঁহার এ দান অবনতমস্তকে গ্রহণ করা ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই। এখন এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জনাদর লাভ করিলে আমি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যথেষ্ট অবসর লাভ করিতে পারি।

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩২১

শ্রীজলধর সেন।



বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্তাব্
কে,সি,এস,আই; কে,সি,আই,ই; আই,ও,এম
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর।
( ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড গমন সময়ের আলোক-চিত্র হইতে গৃহীত )

Printed by
K. V. SEYNE & Bros.

# ভূমিকা

যাঁহারা আগ্রহের সহিত "ভারতবর্ষে" "আমার য়ুরোপ ভ্রমণ" পড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার এই কয়ছত্র দিল্লীর লাড্ডু গোছ হইবে কি না জানি না। তবে যখন "আমার য়ুরোপ ভ্রমণ" পুস্তকাকারে পরিণত হইতেছে, তখন সত্য কথাটা বলিয়া ফেলাই ভাল। এই ভ্রমণ-কাহিনী আমার "Impressions" অবলম্বনে লিখিত, বা তাহার অনুবাদ বলিলেই হয়। তবে অনুবাদক ঠিক আমি নহি—বঙ্গের প্রিয় সুলেখক মদীয় বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়। যখন এতটাই বলিলাম, তখন ইহাও বলি যে, জলধর বাবুর চেষ্টাতেই এই ভ্রমণ-কাহিনী বাহির হইল। নিজে এক ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়া অন্য ভাষায় তাহার অনুবাদ করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা বা উৎসাহ ছিল না। তবে যখন জলধরবাবু অনুরোধ করিলেন যে, নূতন মাসিকপত্র "ভারতবর্ষে" আমার কিছু একটা দেওয়া চাই-ই, তখন তিনি আমার "Impressions" অনুবাদ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া যখন ফর্ম্মার পর ফর্ম্মা জলধরবাবু আমার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিতেন "মহারাজ, আপনি না দেখিয়া দিলে, ইংরাজীর সহিত না মিলাইলে, আপনার ইংরাজীর ভাবগুলি ঠিক অনুবাদিত হইতেছে কি না, ইহা না বলিয়া দিলে আমি আর কিছুই করিব না," তখন কাজেকাজেই তাঁহার অনুরোধে সেই অনুবাদে আমার চোখ বুলাইতে হইত;—এই অনুবাদ কার্য্যে আমার এইটুকু মাত্রই সম্বন্ধ। প্রকৃত পক্ষে "আমার য়ুরোপ ভ্রমণ" জলধর বাবুর শ্রমে ও যত্নেই অনুবাদিত হইয়াছে। একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে পাশ্চাত্য সভ্যতার শিষ্টাচার অনুসারে "grateful thanks" লেখাটা যত্তপি বন্ধুত্বের অবমাননা না মনে করিতাম, তাহা হইলে তাহাই লিখিতাম। ফলে জলধর বাবুর সুলেখনী-নিঃসৃত পুস্তকগুলি প্রত্যেক বাঙ্গালীরই আদরনীয়; সেই সাহসে আশা করি যে, তাঁহার অনুবাদিত "আমার য়ুরোপ ভ্রমণ" বঙ্গসাহিত্যসেবীদিগের প্রীতিকর হইবে। তাহা হইলেই আমার জন্য জলধর বাবুকে যে শ্রমস্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা সফল হইল, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব এবং বিশেষ ধন্য মনে করিব।

বর্দ্ধমান রাজবাটী
ফাল্গুন, ১৩২১

# আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ

## আয়োজন

আমাদের বর্দ্ধমানের জনসাধারণ যখন জানিতে পারিলেন যে, আমি য়ুরোপ-ভ্রমণের কল্পনা করিয়াছি, তখন এই সংবাদে সহরের চারিদিকে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। অবশ্য রাজবাড়ীর লোকদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে আন্দোলন-আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু যাহারা কোন দিন আমার কোন ব্যাপার সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব লওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই, তাহারাও আমার য়ুরোপ-ভ্রমণের কল্পনার কথা শুনিয়া বিশেষ আগ্রহভরে এই কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল, আমার জন্য তাহাদের মাথাব্যথা অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইল।

দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ সহরের ছোট বড় সকলেই অবগত হইলেন—সংবাদটি তাঁহাদের মধ্যে একটা বিশেষ আন্দোলন তুলিয়া দিল। অধিকাংশ লোকেই আমার এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন—প্রায় সকলেই বলিতে লাগিলেন, আমি অতি গর্হিত সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহার পর আমার নিকট যে কত পত্র আসিয়াছিল, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না; সকল পত্রেই এই ভ্রমণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল; অনেক অনুরোধ উপরোধ, অনেক আবেদন নিবেদনও আমাকে শুনিতে হইয়াছিল; সকল-গুলিরই সার মর্ম্ম এই যে, আমি অতি অন্যায় কার্য্য করিতে যাইতেছি—সুধু অন্যায় নহে, আমার এই কার্য্যকে অনেকে গুরুতর পাপকার্য্য বলিয়া অভিহিত করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। য়ুরোপ-যাত্রার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকার প্রতিকূল মতের সহিত আমাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

যাক্, এ সকল আমার ব্যক্তিগত কথা;—ইহার বিশেষ বিবরণ প্রদান করার প্রয়োজন নাই। তবে এই স্থানে দুইটি কৌতুককর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার বর্দ্ধমান ত্যাগের পূর্ব্বে উত্তর-ভারতের একজন প্রধান হিন্দু মহারাজার নিকট হইতে আমি একখানি স্নেহ ও বাৎসল্যপূর্ণ পত্র পাইয়া-ছিলাম। তিনি সেই পত্রে আমাকে য়ুরোপে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে য়ুরোপ গমন অত্যন্ত অহিন্দু কার্য্য; কিন্তু রহস্যের বিষয় এই যে, সেই পত্রেরই শেষাংশে তিনি বলিয়াছিলেন যে, হাঁ, যদি সম্রাটের অভিষেক বা জুবিলি উপলক্ষে এই বিলাত-গমনের আয়োজন হইত, তাহা হইলে 'কালাপানি' পার হইবার যথেষ্ট উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ তাহা হইলে আমার এই ভ্রমণের সঙ্কল্প কোন অপরাধের বা পাপের কারণ হইত না। একই পত্রে এই দুই প্রকার অভিমত দেখিয়া আমি বিশেষ আমোদ অনুভব করিয়াছিলাম এবং একজন হিন্দু মহারাজার মতের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

তাহার পর আর একটি ঘটনার কথা বলি। আমি যে দিন যাত্রা করিব, সেই দিন প্রাতঃকালে শুনিলাম আমার য়ুরোপ-যাত্রার একজন সঙ্গী—আমার পার্শ্বচর—ইংরেজিতে যাহাকে A. D. C. বলে,—তিনি নিরুদ্দেশ। তিনি আমার একজন আত্মীয়। শুনিলাম, পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন; অথবা সোজা কথায় বলিতে হইলে, তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর আমি জানিতে পারিলাম যে, মনের দৌর্ব্বল্য ও প্রিয়তমা পত্নী ও আত্মীয়-স্বজনের বিরাগের ভয়ই তাঁহাকে এই পলায়ন-কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। যাত্রার দিন এই অতর্কিত অন্তর্দ্ধান আমাকে একটু বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং সে জন্য কিঞ্চিৎ অধিক অর্থব্যয়ও করিতে হইয়াছিল। আরও একটা কৌতুকের কথা আছে। সেই দিনই স্থানীয় একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রে একটি মনোহর মন্তব্য প্রকাশিত হইল। সম্পাদকপ্রবর আমার পলায়িত পার্শ্বচর মহাশয়ের এই ভীরুতার অশেষ প্রশংসাবাদ করিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন যে, এই মহাত্মা হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ম্লেচ্ছদেশে গমনে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সংবাদপত্রখানি ত এই পর্য্যন্ত বলিয়াই লেখনীকে বিশ্রামদান করিলেন, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা আরও একটু অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা চারিদিকে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যেহেতু আমার পার্শ্বচর মহাশয় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন, সেই জন্য আমি য়ুরোপ-ভ্রমণের সঙ্কল্প সেই দিন ত্যাগ করিয়াছি। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিতেন যে, সেই দিন সন্ধ্যার মেল-গাড়ীতে আমি যাত্রা করিব; তবুও তাঁহারা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, আমি গমনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি।

তাহার পর যখন সন্ধ্যা সমাগত হইল, আমার দ্রব্যজাত রেল-ষ্টেসনে প্রেরিত হইতে লাগিল, আমি যথাসময়ে সদলবলে ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট সেলুন-গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, আমি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করি নাই; পরকুৎসাপ্রিয় ব্যক্তিগণও তখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের ঘোষণা অমূলক প্রতিপন্ন হইল। তখন এই মহারথীবৃন্দ আর এক সুরে গান ধরিলেন।

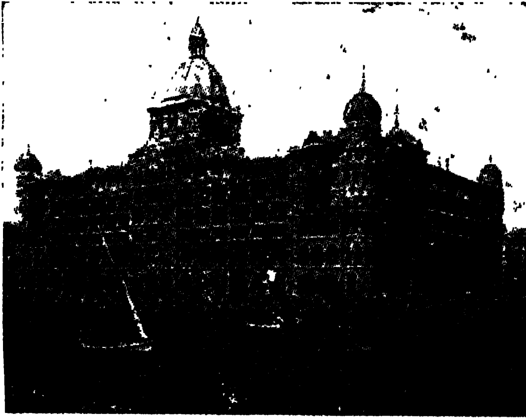
গাড়ী ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দেখিলাম যে, রেল-ষ্টেসনে আমার আত্মীয়গণ, রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ, এবং আমার দেশীয় ও ইংরাজ বন্ধুগণ আমার বিদায়-সংবর্দ্ধনার জন্য সমবেত ত হইয়াছিলেনই, পরন্তু ইতঃপূর্ব্বে এই প্রকার ব্যাপারে যাঁহারা কখনও যোগদান করেন না, এমন অনেক ব্যক্তিকে ষ্টেসনে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, কৌতুকও অনুভব করিলাম।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখটি আমার বহুদিন মনে থাকিবে। কারণ, বহুকাল হইতে আমাদের রাজ-পরিবার হিন্দু-সমাজের একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেই পারিবারিক রীতি-পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করিয়া, এবং শত সহস্র বাধা ও আপত্তিতে বিচলিত না হইয়া, এই দিনে আমি আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলাম। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, আমি এত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আমার সঙ্কল্পচ্যুত হই নাই। তাহার পর আমি য়ুরোপ-ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছি এবং আমার ভ্রমণ-কাহিনী—নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছি, যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, যে উপকার লাভ করিয়াছি,—তাহারই পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অবশ্য এ বিবরণ যে নিখুঁত নয়, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি।

# প্রথম অধ্যায়

## যাত্রা

নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার রাত্রির মেল-গাড়ীতে আমি বর্দ্ধমান ত্যাগ করি। পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আমরা বোম্বাইয়ে গিয়া জাহাজে উঠিব। আমার সঙ্গে চলিলেন আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আমার চিকিৎসক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে লইয়াছিলাম ছয়জন ভৃত্য—তিনজন হিন্দু, আর তিনজন মুসলমান। এত লোকজন লইয়া য়ুরোপে যাওয়ার যে কোনই প্রয়োজন হয় না, তাহা আমি পরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত লোকজন লইয়া সত্য সত্যই আমাকে একটু বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল; আমার এই ভ্রমণপথে কয়েকদিন তাহাদের জন্য আমাকে অনেকটা অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভৃত্যগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিলেও তাহারা কিন্তু এ ভ্রমণের যে একটা আনন্দ, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। তাহাদের অজ্ঞতার দোষই এই আনন্দ-উপভোগের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।



তাজমহল হোটেল

বর্দ্ধমান হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেল-পথে ভ্রমণ, আর এ ভ্রমণও আমার পক্ষে এই নূতন নহে; সুতরাং তাহার আর কি বর্ণনা করিব?—আর পথে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটে নাই। আমরা ১৯এ এপ্রিল বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণকালে বোম্বাই সহরে পৌছিলাম এবং ষ্টেসন হইতে বরাবর তাজমহল হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এ হোটেলটি আমার অপরিচিত নহে, পূর্ব্বে এখানে আসিয়া আমি এই হোটেলেই ছিলাম। তাজমহল হোটেলে আমাদের কোন অসুবিধাই হইল না; হোটেলের ভাল এক অংশের ভাল কতকগুলি ঘর পাইয়া আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত গোছগাছ করিয়া লইলাম। আমি কিন্তু এখানে হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইলাম না। হোটেলে পৌছিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া, আমি কুক্ কোম্পানীর জাহাজের আফিসে আমাদের জাহাজের ক্যাবিন্ প্রভৃতি ঠিক করিবার জন্য গমন করিলাম। আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত মালপত্র ছিল, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই জাহাজে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। তাহার পর আর এক ব্যাপার ছিল,—ডাক্তারের পরীক্ষা। স্বাস্থ্য-পরীক্ষক

মহাশয় যাহাতে হোটেলেই আসিয়া তাঁহার মামুলী কার্য্য শেষ করেন, তাহার ব্যবস্থাও সেই দিনই আমি করিয়া আসিলাম। সেই রাত্রিতে আমরা দুইটি বন্ধুকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলাম; সমুদ্র-যাত্রার পূর্ব্বে বন্ধু কয়টির সহিত প্রীতি-ভোজনে মিলিত হইয়া বিশেষ প্রীতি অনুভব করিলাম। বোম্বাইয়ের প্রথম দিন এই সকল ব্যাপারেই কাটিয়া গেল।



আমাদের পার্টি।

দ্বিতীয় দিনটা যাওয়ার ব্যবস্থা ও বোম্বাইয়ের বাজার হইতে কিছু জিনিসপত্র ক্রয় করিতে অতিবাহিত হইল। এই দিন অপরাহ্নকালে শ্রীযুক্ত টাটা এণ্ড সন্‌স্ কোম্পানীর মিঃ পাদশা নামক জনৈক ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে একটি লৌহের কারখানা খুলিবার আয়োজন করিতেছেন। তিনি এই সম্বন্ধে লিখিত কাগজ-পত্র ও অনুষ্ঠানপত্রাদি আমাকে দেখাইবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময় আমি যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম; তাই তাঁহাকে বলিলাম যে, এখন এই বিষয়ের পর্য্যালোচনার সময় আমার নাই। তবে আমি তাঁহাকে তাঁহাদের উদ্যমের সাফল্য বিষয়ে শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। দুঃখের বিষয় এইরূপ উদ্যমের দৃষ্টান্ত বড় কম; কারণ যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনে সদাই অগ্রসর, তাঁহারা কথার স্রোত কমাইয়া কর্ম্মের স্রোত প্রবাহনে তৎপর হইলে মাতৃভূমির প্রকৃত উপকার সাধিত হয়, সন্দেহ নাই।

২১এ এপ্রিল শনিবার আমাদের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় দিন;—এই দিন সন্ধ্যায় সমুদ্র-যাত্রার জন্য আমরা পি, এণ্ড ও কোম্পানির 'পেনিনসুলার' নামক জাহাজে আরোহণ করি। আমাদের ভারি ভারি মালপত্র-গুলি আমরা অনেক পূর্ব্বেই—কলিকাতা হইতেই, লণ্ডনে চালান দিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে সেই জন্য বড় বেশী জিনিষপত্র ছিল না;—এই সুদীর্ঘ পথের জন্য যাহা প্রয়োজন বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাই আমরা সঙ্গে লইয়াছিলাম। কিন্তু পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, যাহা লইয়াছিলাম তাহার অর্দ্ধেক লইলেও চলিত।

স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয় এই দিন প্রাতঃকালে হোটেলে দর্শন দিলেন। ভদ্রলোক বৃদ্ধ এবং খুব আমুদে। তিনি হোটেলে আসিয়া আমাদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার মত যাহা হয় কিছু করিলেন এবং আমোদ করিয়া এবং এক আধটু টেপাটিপি করিয়া যথারীতি ছাড়পত্র লিখিয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কুক্ কোম্পানির লোকেরা আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য একটা ছোট লঞ্চ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা জাহাজ ছাড়িবার অনেক পূর্ব্বেই ঘাটে গিয়াছিলাম। আমরা জাহাজে উঠিবার একঘণ্টা

পরে অন্যান্য যাত্রীরা উঠিতে আরম্ভ করিল। আমাদের ভৃত্যগণ আমাদের সঙ্গে আসিতে পায় নাই; তাহাদিগকে ব্যালার্ড পিয়ারে যাইতে হইয়াছিল এবং সেখানে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাহারা অন্যান্য যাত্রীর সহিত জাহাজে আসিয়াছিল।

কুক্ কোম্পানীর লোকেরা আমাদের জন্য উপরের ডেকে ভাল দুইটি ক্যাবিন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা সেই দুই ক্যাবিনে অল্প কয়েকদিনের জন্য গৃহস্থালী গোছাইয়া লইলাম;—অল্প কয়েকদিন বলিবার কারণ আছে; এই 'পেনিন্সুলার' ষ্টীমারখানি তেমন বড় নহে। ইনি আমাদিগকে এডেন্ বন্দর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এডেনে আমরা অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় 'মর্ম্মরা' জাহাজে আরোহণ করিব, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমাদের জাহাজের অধ্যক্ষ—কাপ্তেন্ পামার্—অতি ভদ্রলোক; জাহাজের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের অধিকাংশই বেশ ভদ্র ও বিনয়ী। তবে সকল লোকেই যে সমান হয় না, তাহার প্রমাণ সেই দিনই পাইয়াছিলাম। জাহাজ ছাড়িবার একটু পূর্ব্বে পি, এণ্ড ও কোম্পানির একজন যুবক ইংরাজ কর্ম্ম-চারী জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সামান্য একটু ক্ষমতা পাইলেই যাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া মনে করেন এবং সেই ক্ষমতা জাহির করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, এই যুবকটি সেই শ্রেণীভুক্ত। ইনি আসিয়াই আমার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ও ডাক্তার বাবু যে ক্যাবিন্ দখল করিয়াছিলেন, সেই ক্যাবিন্ হইতে তাঁহাদিগকে বাহির হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমার সঙ্গীদিগকে সেই ক্যাবিন্ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া সেই স্থানে তাঁহার একটি বন্ধুর স্থান করিবেন। এই ক্যাবিন্‌টি আমার



বোম্বাই—এপলো বন্দর। ৬

ক্যাবিনের পার্শ্বেই ছিল। আমি ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাকে টিকিট ও ক্যাবিনের নম্বর দেখাইলাম। তাহার পর দুই চারিটি মিষ্ট বচন প্রয়োগ করিতেই সমস্ত গোল মিটিয়া গেল, যুবকটি স্থানান্তর অন্বেষণে চলিয়া গেলেন।

আমার মনে হইল যে, পি, এণ্ড ওর ন্যায় এত বড় একটা কোম্পানী যাত্রীদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ভার এমন বে-আদব যুবক কর্ম্মচারীদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া ভাল কাজ করেন নাই।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় আমাদের জাহাজ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিল—আমাদের সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ হইল।



এডেন্ বন্দর।

যখন সাতটা বাজিল, তখন তীরভূমি আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইল—আমরা অকূল সাগরে পড়িলাম। আমার ভৃত্যগণ ডেকযাত্রী; কিন্তু কাপ্তেন সাহেবকে ধন্যবাদ, তিনি তাহাদের জন্য একটা ঘেরা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তাহাদের কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই; কিন্তু তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাকে একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল; ইহাতে তাহাদেরও কিঞ্চিৎ বোকামি ছিল। সে যাহাই হউক, তাহারা 'মর্ম্মরা' ও 'ওসেরিস্' জাহাজে আহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করে নাই।

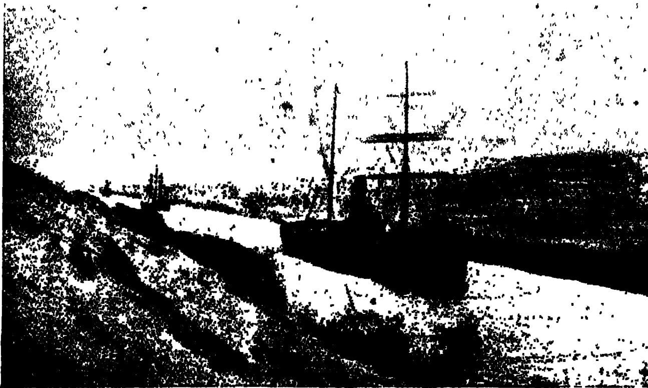
জাহাজে কতকগুলি 'লালকুর্ত্তি' অর্থাৎ সৈনিক পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল; ইহারা সকলেই যুবক। ইহাদের সহিত ইতঃপূর্ব্বে জব্বলপুরে আমার দেখা হইয়াছিল। জাহাজে কলিকাতা হইতে আগত আরও কয়েকটি ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল। এই জাহাজে একজন ইংরাজ মহিলাও যাইতেছিলেন। তিনি মন খুলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া বিধিমতে যুবক সৈনিক পুরুষদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

ইহার পর কয়েকদিন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ বা ডেকের উপর অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন, কেহ বা উপন্যাস পাঠে মনোনিবেশ করিলেন, কেহ বা ব্রিজ্ খেলা বা চাকা নিক্ষেপ প্রভৃতি ক্রীড়ায় মত্ত হইলেন; কখন কখন বা পাঁচ সাত জন জাহাজের ডেকের এক পার্শ্বে একত্র হইয়া সমুদ্রের মধ্যে উড্ডীয়মান মৎস্যের গতিবিধি দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতে

লাগিলেন। জাহাজের উপর এই ভাবে মিলিয়া মিশিয়া বেশ আনন্দে সময় কাটিয়া যায়। তিমি মাছগুলি সমুদ্রের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছে এবং ঊর্দ্ধে জলধারা উৎক্ষিপ্ত করিতেছে; নূতন সমুদ্র-যাত্রীর নিকট এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর! আরব সাগরে আমরা অনেক তিমি মৎস্য দেখিয়াছিলাম।

জাহাজে যে ঘড়ি ছিল, প্রথম দিনের পর তাহার কাঁটা চল্লিশ মিনিট সরাইয়া দেওয়া হইল; তাহার পর প্রতিদিন দশ মিনিট করিয়া সরাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। আমি প্রথমে ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই; কিছু পরেই ঠিক বুঝিলাম যে, এমন করিয়া ঘড়ির কাঁটা সরাইয়া না দিলে প্রকৃত সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে না;—কারণ, গ্রীনিচ্ ও কলিকাতার মধ্যে সময়ের তারতম্য পাঁচ ঘণ্টারও অধিক।

২৫এ এপ্রিল রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের জাহাজ এডেন্ বন্দরে পৌছিল। দূর হইতে বন্দরটি অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। আমরা সেই রাত্রিতে 'পেনিন্সুলার্' জাহাজ ত্যাগ করিয়া 'মর্ম্মরা' জাহাজে উঠিলাম।—এখানি পি, এণ্ড ও কোম্পানির একখানা বড় জাহাজ। এই জাহাজখানি অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়া আমাদিগকে তুলিয়া লইবার জন্য এই বন্দরে অপেক্ষা করিতেছিল; সুতরাং এই জাহাজে অনেকগুলি অষ্ট্রেলিয়াবাসী ভদ্রলোক ও মহিলা ছিলেন। আমরা যখন বোটে চড়িয়া এই জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন দেখিলাম জাহাজের আরোহীদিগের অনেকেই সেই গভীর রজনীতে ডেকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের জাহাজের যাত্রিদলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই সমবেত হইয়াছিলেন; মহিলাগণও ডেকের উপর উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেখিলাম অনেকে বেশ পরিবর্ত্তনও করেন নাই; তাঁহারা কেহ বা পায়জামা পরিয়া, কেহ বা রাত্রিবাসের গাউন্ পরিয়াই ডেকের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। আমাদের বোট জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইতেই আমাদের ঔপনিবেশিক বন্ধুগণ আনন্দধ্বনি করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া, স্বাগত—here is a cheer for the Indian gentleman!—বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন! আমাদের এই ঔপনিবেশিক বন্ধুগণ এমন আনন্দপূর্ণ স্বরে অভ্যর্থনা-ধ্বনি করিলেন এবং তাঁহাদের এমন সহৃদয় দেখা গেল যে, 'পেনিন্সুলার্' জাহাজ হইতে আগত আমরা সকলেই এই বন্ধুগণের সদ্ভাবপূর্ণ অভ্যর্থনায় অতিশয় প্রীত হইলাম। আমরা পরে তাঁহাদের সহিত আলাপ, পরিচয় ও ব্যবহারে বুঝিতে পারিলাম যে, এই ঔপনিবেশিক ভদ্রলোকদিগের আদবকায়দা বিলাতী এংলো-সাক্সন্ জাতির আদবকায়দা হইতে নানা বিষয়ে বিভিন্ন। বিশেষতঃ আমি বেশ দেখিতে পাইলাম যে, অষ্ট্রেলিয়ার পুরুষগণ একটু মোটামুটি সোজা রকমের মানুষ; তাহারা এমন দিল্-দরিয়া ও আমুদে যে, তাহাদের সেই ঔপনিবেশিক কেমনতর ভাবগুলি যদি একটু সহিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মোটের উপর তাহাদের বেশ লোক বলিয়া মনে হইবে। আমার ত ইহাদিগকে বেশ ভাল লাগিয়াছিল।



সুয়েজ।

'পেনিনসুলার' জাহাজ হইতে 'মর্ম্মরা' জাহাজে দ্রব্যাদি ঢোলাই কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যেই হইয়া গেল রাত্রি বারটার সময় আমরা এডেনে পৌছিয়াছিলাম ; রাত্রি দুইটার সময়ই 'মর্ম্মরা' জাহাজ আমাদিগকে লইয়া বন্দর ত্যাগ করিল—প্রাতঃকাল পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিল না। 'মর্ম্মরা' জাহাজেও আমরা বেশ ভাল ক্যাবিন্ পাইয়াছিলাম। তাহার পর তিন দিন ক্রমাগত লোহিত-সাগরের মধ্য দিয়া চলিলাম—এই পথটুকু অতিক্রম করিতে প্রথমে আমার একটু কষ্ট বোধ হইয়াছিল ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শেষ পর্য্যন্ত বাতাস ছিল, সাগরও স্থির ছিল এবং উপরে নীল আকাশ শোভা বিস্তার করিতেছিল, মধ্যে মধ্যে দূরে তীরভূমি অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।



পোর্ট সৈয়দ্।

এডেন্ আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। এডেন্ ত্যাগ করিবার পরই আমরা ভারত-সাম্রাজ্যের সীমানার বাহিরে গেলাম ; তখন আমরা আরব ও মিসর দেশের তীরভূমির মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম। ২৯এ এপ্রিল রবিবার আমরা সুয়েজে পৌছিলাম। এই স্থানে 'মাল্টা' নামক জাহাজের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। এই জাহাজখানি আমাদের জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে ১১ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিল। এই জাহাজে আমার কয়েকজন ইংরাজ বন্ধু ছিলেন। তখনও আমাদের জাহাজ একটু দূরে ছিল ; আমি দূরবীক্ষণ আঁটিয়া সেই জাহাজের আরোহীদিগকে দেখিতে লাগিলাম এবং আমার ইংরাজ বন্ধুগণকে বেশ চিনিতে পারিলাম। তাহার পর রুমাল নাড়িবার ধুম পড়িয়া গেল ;—আমরা রুমাল উড়াইয়া মাল্টা জাহাজস্থিত বন্ধুগণের অভ্যর্থনা করিলাম ; তাঁহারাও তাহাই করিলেন।

আমরা সুয়েজে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াছিলাম, কারণ এখান হইতে সকলেই কিছু খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। দেশী জেলে-নৌকা করিয়া ব্যবসায়িগণ নানা দ্রব্যপূর্ণ বাক্স, ঝুড়ি প্রভৃতি লইয়া আমাদের জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল বিক্রেতা যে কত রকম জিনিস আনিয়াছিল, তাহা আর বলা যায় না। তাহারা খরিদ্দার ঠকাইয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে জানে! একজন বিক্রেতা এক বাক্স জঘন্য সিগারেট দিয়া আমার এক বন্ধুর নিকট হইতে চারি শিলিং আত্মসাৎ করিয়াছিল।

সুয়েজের চারিদিকের বালুকা-স্তূপ এবং দূরবর্ত্তী পুরাতন বাইবেল-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি এক অভিনব চিন্তা হৃদয়ে টানিয়া আনে। তাহার পর সুয়েজ খাল ;—ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা সর্ব্বপ্রধান পূর্ত্ত-কীর্ত্তি, ইহার তুলনা হয় না! তখন মনে হইল সেই প্রসিদ্ধ ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ডি, লেসেপ্সের কথা। কি অক্ষয়, আশ্চর্য্য কীর্ত্তি এই ইঞ্জিনিয়ার রাখিয়া গিয়াছেন! এই সুয়েজ খালের জন্য য়ুরোপের রাজ্যগুলির রাজনীতি ও বাণিজ্য-নীতির কি উন্নতি ও পরিণতি হইয়াছে! এই খালের প্রসাদে ইংরাজ-রাজের কত উপকার হইয়াছে, তাহা

আর আমায় বলিতে হইবে না, সে কথা সকলেই জানেন। সভ্যজগতের বর্ত্তমান বংশীয়গণ ত লেসেপ্সের নিকট কৃতজ্ঞ আছেনই, ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণও এই মহাত্মার বরণীয় ও স্মরণীয় কার্য্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিবেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও এক মহাত্মার নাম ইংরাজমাত্রেই স্মরণ করিবেন—সে নাম ইংলণ্ডের তদানীন্তন মহানুভব প্রধান মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ রাজনীতিক বেন্‌জামিন্ ডিস্‌রেলি। ইনিই পরে আর্‌ল অব্ বিকন্‌স্‌ফীল্ড হন। একদিন সমস্ত য়ুরোপ শুনিয়া অবাক্ ও বিচলিত হইল যে, কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়াই, এমন কি মন্ত্রিবর্গকেও না জানাইয়া, সুয়েজখাল নির্ম্মাণের জন্য যে যৌথ-ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল ডিস্‌রেলি ইংলণ্ডের রাজার পক্ষ হইতেই তাহার অনেকগুলি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচারিত হইবামাত্র ইংলণ্ড ও য়ুরোপে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল; তাঁহার এই কার্য্যের বিরুদ্ধ-সমালোচনা আরম্ভ হইল। কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ, ছোট বড় সকলেই একবাক্যে 'ডিজির' ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ও রাজনীতি-জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন!

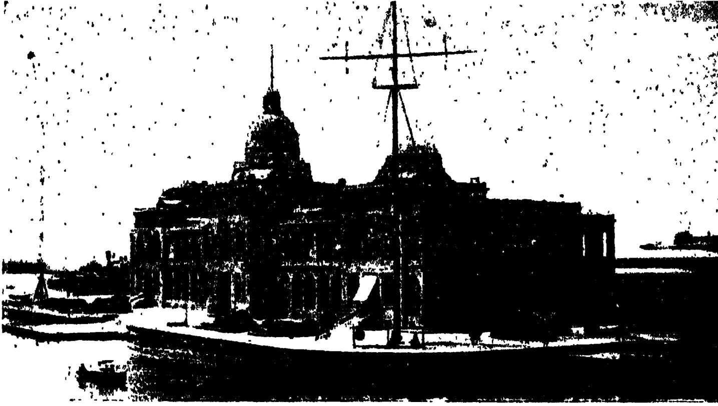
সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা সুয়েজ ত্যাগ করিয়া খালের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাদের দুই পার্শ্বে সুধু বালুকা-স্তূপ; তাহারই মধ্য দিয়া প্রবাহিত এই ক্ষুদ্র জলধারা বাহিয়া আমাদের জাহাজ চলিতে লাগিল। আমরা দুই দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি মাটিকাটা ষ্টীমার অবিশ্রান্ত এই খাল হইতে মাটি কাটিয়া তুলিতেছে। পরে শুনিলাম যে, যদি দুই দিনের জন্য এই মাটিকাটা ষ্টীমারগুলির কার্য্য বন্ধ থাকে, তাহা হইলে এই খালের অধিকাংশ বালুকাপূর্ণ হইয়া যাতায়াতের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

৩০এ এপ্রিল তারিখে পূর্ব্বাহ্ন নয়টার সময় আমরা পোর্ট সৈয়দে পৌছিলাম।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## পোর্ট সৈয়দ হইতে ব্রিন্দিসি

পোর্ট সৈয়দেই আমরা ইজিপ্টের যাহা কিছু দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এই স্থান হইতে একটি রেলপথ কায়েরো পর্য্যন্ত গিয়াছে। তীরভূমিতে কয়েকটি সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। খালের প্রবেশপথের পার্শ্বেই প্রসিদ্ধ স্থপতি ডি লেসেপ্সের একটি প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমাদের জাহাজ তীর-সংলগ্ন হইবামাত্র আরবদেশীয় দ্রব্যবিক্রেতৃগণ নানা রকম দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য তাড়াতাড়ি জাহাজের উপর আসিতে লাগিল। আর একস্থানে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর এজেণ্টগণ সেই সেই কোম্পানীর নাম ধরিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। তখন চারিদিকে একটা গোলমাল, একটা চলাফেরার ধুম পড়িয়া গেল। আমাদিগকেও এই স্থানে 'মর্ম্মরা' জাহাজ ত্যাগ করিয়া পি এণ্ড ও কোম্পানীর আর একখানি জাহাজে উঠিতে হইবে। এই জাহাজের নাম 'ওসিরিস।' আমরা তখন উক্ত জাহাজে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম; এ কয় দিন যাঁহাদের সহিত সুখে কাটাইয়াছিলাম, তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নূতন জাহাজে চড়িয়া বসিলাম!



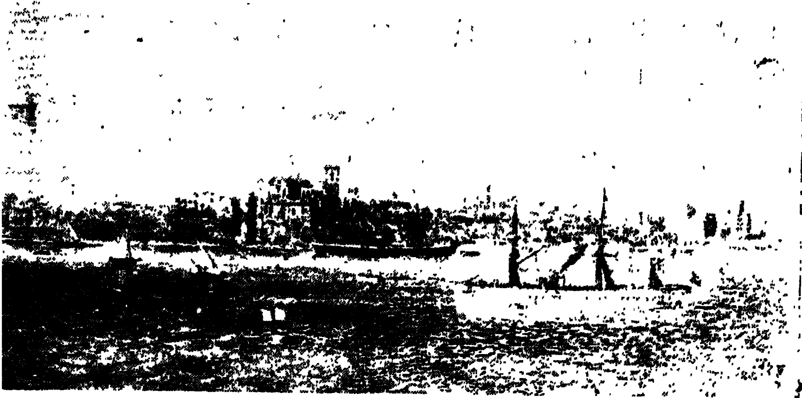
পোর্ট সৈয়দ।

এই স্থানে একটি কথা বলিতে হইতেছে। বোম্বাই হইতে এই পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত একটি ভদ্রলোক আমাদের সহযাত্রী ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আমি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। ইনি নাগপুরের বিশপ বা খৃষ্টধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড আয়ার চ্যাটারটন্ মহোদয়। জাহাজের উপরই ইঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। ইনি একটি মানুষের মত মানুষ; ইঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলে ইঁহার মহত্ত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়। খৃষ্টধর্ম্মযাজকেরা ভারতবর্ষের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল সুন্দর মত সযত্নে পোষণ করিয়া থাকেন, ইনি তাহা করেন নাই দেখিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইঁহার ধর্ম্মমত অতি উদার ও সার্ব্বজনীন; আমাদের হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইঁহার মত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নহে। পোর্ট সৈয়দে ইঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পর এমারেল্ড আইলে ইঁহার বাসভবনে পুনরায় ইঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ

হইয়াছিল। জাহাজে অল্প কয়েক দিনের আলাপ পরিচয়েই আমরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। জাহাজের উপর যে কয়েকদিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম, সেই সময়ে প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা ভারতের ধর্ম্মসমস্যা সম্বন্ধে বন্ধুভাবে বাদানুবাদ ও আলোচনা করিয়াছি। বোম্বাই হইতে পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত ভ্রমণের কথা মনে হইলেই এই মহদাশয় বিশপমহাশয়ের কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে।

বেলা এগারটার সময় আমাদের জাহাজের লঙ্গর উঠিল; অল্পক্ষণ মধ্যে আমরা ভূমধ্যসাগরে আসিয়া পড়িলাম। জাহাজ ছাড়িবামাত্রই তাহার ঝাঁকুনি ও হেলন-দোলন দেখিয়া বুঝিলাম যে, ইনি মন্থরগামী নহেন। একটু পরেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এ জাহাজ বা বোটখানি তেমন বড় নহে; তাহা হইলেও যে পঞ্চাশজন যাত্রী ইহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। একদিন সন্ধ্যার পরেই আমরা সর্ব্বপ্রথম উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়াছিলাম; ভূমধ্যসাগর এই রাত্রিতে তরঙ্গভঙ্গে যাত্রীদিগকে বিশেষ ক্লিষ্ট করিয়াছিলেন, আমরা সকলেই বেশ নাড়াচাড়া খাইয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, ইহাতে আমি তেমন কাতর হইয়া পড়ি নাই, কারণ এই নাগোরদোলার নর্ত্তনে আমার সুনিদ্রা আসিয়াছিল, তবে প্রথমটা এই রকম দোলানী ও তজ্জনিত নাড়াচাড়ায় আমার নিদ্রার যে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সমুদ্রের নর্ত্তনে সমুদ্রযাত্রীদের যেরূপ অবস্থা ঘটে, সেই অবস্থায় অন্য নানাবিধ শব্দ পার্শ্বের ক্যাবিনগুলি হইতে আমাকে ত্রস্ত করিয়াছিল এবং আমার সঙ্গীগণও সেই ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; আমি কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া যাওয়ায় আমার বিশেষ অসুখ করে নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে ১লা মে তারিখে আর কোন গোল ছিল না। শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াই আমি সুন্দর প্রাতঃকালকে সানন্দে অভিনন্দন করিয়াছিলাম। পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলাম, অদূরে ক্রীট দ্বীপ আমাদিগের জন্য সুসজ্জিতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ক্রমাগত ছয় ঘণ্টা আমরা এই দ্বীপ দেখিতে পাইয়াছিলাম। ক্রীট দ্বীপের দৈর্ঘ্য প্রায় দেড়শত মাইল। এই দ্বীপ লইয়াই বিগত গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই দ্বীপের



ব্রিন্দিসি

মধ্যে অবস্থিত কয়েকটি তুষারশীর্ষ পর্ব্বত অতি সুন্দর দেখাইতেছিল; আর তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ 'আইডা' (৮ হাজার ফিট উচ্চ) অদূরে আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সমুদ্র সমস্ত দিনই অস্থির ছিল,

মধ্যে মধ্যে খুব তুফানও উঠিয়াছিল। ২রা মে বুধবার অপরাহ্ন দুইটার সময় আমরা এড্রিয়াটিক সাগরে প্রবেশ করিলাম এবং সেই দিনই পাঁচটার সময় আমাদের জাহাজ ব্রিন্দিসিতে পৌছিল।

দূর হইতে এই ব্রিন্দিসি বন্দরের দৃশ্য অতি মনোরম। রোমকেরা পূর্ব্বে এই বন্দরকে ব্রুন্দুসিয়ম বলিত। বন্দরের নিকটেই একটি দুর্গ আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। আমরা কয়েকখানি ইটালিয়ান টর্পেডো বোটের নিকট দিয়া গেলাম। এইগুলিকে দেখিয়া আমাদের একজন সহযাত্রী বলিয়া উঠিলেন, "এগুলি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য আসিয়াছে।" বন্দরে অনেকগুলি শ্বেতকায় কুলী দেখিলাম। ভারতের মলিনবর্ণ কঠোর পরিশ্রম-নিরত কুলিদের পর এ দৃশ্য অভিনব বলিয়া মনে হইল।

টমাস কুক এণ্ড সন্সের দ্বারাই আমাদের ভ্রমণের সকল ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাই সেই কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ আমাদের সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক হইবার জন্য একজন ইটালিয়ান ভদ্র-লোককে এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ভদ্র লোকটির নাম মিঃ ফ্রান্সিস্ ম্যান্টেলি। আমাদের জাহাজ তীরসংলগ্ন হইবামাত্র এই ভদ্রলোকটি জাহাজে আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ কথোপকথনেই বুঝিতে পারিলাম যে, যদিও তিনি জাতিতে ইটালিয়ান এবং তাঁহার বাড়ী টিউরিণে, তবুও তিনি বিদেশীর পক্ষে যতটুকু ইংরাজী জানা দরকার তাহা বেশ জানেন। ইনি সঙ্গে থাকাতে আমাদের বড়ই সাহায্য হইয়াছিল। বোধ করি ইনি না থাকিলে য়ুরোপের কন্টিনেণ্টের বহুস্থান ভাষাজ্ঞানের অভাবে আমাদের দেখা হইত না। ইনি বেশ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আমাদের মালপত্র ও দ্রব্যজাত শুল্ক আফিসের হস্ত হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দিলেন। আমাদের সহযাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা সোজা লণ্ডনে চলিয়া যাইবেন, তাঁহারা তখনই ব্রিন্দিসি পেরিস-ক্যালে-ডোভার রেলে চড়িলেন। ইঁহারা চুয়ান্ন ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনে পৌছিবেন।

আমাদের সে দিন ব্রিন্দিসিতে অপেক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল; তাই আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া একখানি ফিটন ভাড়া করিলাম। গাড়োয়ান অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদিগকে "ইণ্টারন্যাসনেল গ্রাণ্ড হোটেলে" পৌছাইয়া দিল। এইটেই এখানকার সর্ব্বপ্রধান হোটেল। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই এই হোটেলের একটি ভাল ঘর দখল করিয়া বসিলাম।



ব্রিন্দিসি।

এই স্থানে এদেশের 'শুল্ক আফিস' (Custom House) সম্বন্ধে দুই একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সকল শুল্ক আফিসে যাত্রীদিগের বাক্স পেটারা বোচ্‌কা বুচ্‌কি সমস্ত খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কোন যাত্রী কোন প্রকার নিষিদ্ধ দ্রব্য বা বিক্রেয় দ্রব্য গোপনে লইয়া যাইতেছে কি না, তাহাই অনুসন্ধান করা এবং তাহার সম্বন্ধে আইনানুসারে ব্যবস্থা করাই এই আফিসের উদ্দেশ্য। আমার পথপ্রদর্শক মহাশয়ের কার্য্যতৎপরতা ও ব্যবস্থার গুণে এই আফিসের কর্ম্মচারীরা আমাদের বাক্স পেটারা প্রভৃতি কিছুই খুলিয়া দেখিল না; কিন্তু আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম যে, আমাদের সহযাত্রী অনেকেরই বাক্স ব্যাগ প্রভৃতি খুলিয়া উলট-পালট করিয়া পরীক্ষা করা হইতে লাগিল। শুনিলাম কেহ নিজের ব্যবহারের জন্য ৫০টির অধিক চুরুট বা সিগারেট লইয়া যাইতে পারিবে না; কাহারও ব্যাগে বা বাক্সে যদি ঐ সকল দ্রব্য অধিক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শুল্ক প্রদান

করিতে হয়; আর নিষিদ্ধ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় এবং অপরাধীরও দণ্ড হয়। এ প্রকার অনুসন্ধানের যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু অনেক স্থলে দেখিয়াছি, আসল কাজ কিছুই হয় না, মধ্য হইতে যাত্রীদিগের হয়রাণ মাত্রই সার হয়। সে যাহা হউক, আমার পথপ্রদর্শক মহাশয়ের কুশলতায় কোন স্থানের কোন শুল্ক আফিসে কোন কর্ম্মচারী একদিনও আমাদের একটি বাক্স বা একটি বোচ্‌কা খুলিয়া দেখেন নাই।

হোটেলে পৌঁছিয়া আমরা হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করি নাই। আমাদের দ্রব্যজাত যথাস্থানে রক্ষিত হইলে আমরা সহর দেখিতে বাহির হইলাম;—অবশ্য পদব্রজে নহে, গাড়ী করিয়া। সহরটা আমার মোটেই ভাল লাগিল না; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এ সহরে মোটেই দেখিলাম না। স্থানীয় লোকেরাও তেমন পরিচ্ছন্ন নহে। বন্দরে যে সমস্ত মলিন বেশধারী ও অপরিচ্ছন্ন কুলী দেখিয়াছিলাম, রাস্তার লোকেরাও তাহাদের অপেক্ষা ভাল নহে। আমরা একটা রাস্তা দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর কোচম্যান পথের পার্শ্বে আমাদের গাড়ী থামাইল। আমরা দেখিলাম যে, সুসজ্জিত একদল সৈন্য শোভাযাত্রা করিয়া আসিতেছে; তাহাদের পশ্চাতেই একদল সামরিক বাদ্যকর এবং সর্ব্বশেষে একদল রাজকর্ম্মচারী পদোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, এই সহরে সে দিন একটা কৃষিপ্রদর্শনী খোলা হইবে; উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ সেই শুভকার্য্যে যোগদান করিবার জন্য এই শোভাযাত্রা করিয়াছেন।

এখানকার পথগুলি পাথর দিয়া বাঁধান; মেটে রাস্তা আমরা মোটেই দেখিতে পাইলাম না। এখানকার পুরাতন রোমান বুরুজ ( Tower ) একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বতন রোমানদিগের আমলে রোম হইতে ব্রিন্দিসি পর্য্যন্ত যে প্রকাণ্ড রাজপথ বিস্তৃত ছিল, যাহাকে লোকে 'এপিয়ান পথ' ( Appian way ) বলিত, সেই পথ এই স্থানে শেষ হওয়ায় রোমানগণ এই স্থানে বুরুজটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বিদেশে অপরিচিত, ভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে প্রথম আসিয়া পড়িলে কেমন যেন একটা বাধ বাধ ঠেকে, একটু অসাচ্ছন্দ্য বোধও হয়। তাহার পর আমাদের মত লোক দেখিয়া সেখানকার লোকেরা কেমন হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে; দুষ্ট বালকেরা আমাদিগকে দেখিয়া বিকট মুখভঙ্গী করে; এ সকল অবশ্যই ভাল লাগে না। আমাদের সঙ্গে যদি ঐ পথপ্রদর্শক ভদ্রলোকটি না থাকিতেন, তাহা হইলে অতি সামান্য বিষয়েও যে আমাদিগকে কত অসুবিধা ও বিরক্তি সহ্য করিতে হইত, তাহা এই দিনেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি এ দেশের ভাষা জানি না, সুতরাং হাত পা নাড়িয়া ইঙ্গিত ইষারায় কিছুতেই হোটেলের ভৃত্যকে বুঝাইতে পারিলাম না যে, আমার খানিকটা গরম জলের প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার পর আর কি করিব; নিজেই খুঁজিয়া-পাতিয়া একটা স্নানাগারে প্রবেশপূর্ব্বক গরম জলের পরিবর্ত্তে এক পাত্র ঠাণ্ডা জল লইয়া আসিয়া ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

এই দিন সন্ধ্যার পর ভারি একটা কৌতুককর ব্যাপার হইয়াছিল; তখন ত সেই ব্যাপারে আমরা হাসিয়া অস্থির হইয়াছিলাম, এখনও এতদিন পরে সেই ঘটনা স্মরণ হইলে আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। হোটেলের যে কক্ষটি আমাদের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার পার্শ্বের বিস্তৃত কক্ষ হোটেলের বড় বড় ভোজে ব্যবহৃত হইত। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন সহরের প্রধান কর্ম্মচারীবৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ ইটালির পূর্ত্তবিভাগের প্রধান মন্ত্রিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হোটেলের ঐ প্রশস্ত কক্ষে একটি

ভোজ-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে ভোজ আরম্ভ হইল; আমরা আমাদের কক্ষ হইতে এই ভোজ-ব্যাপার দেখিতেছিলাম। আমার ডাক্তার বাবুও আমাদের ঘরে বসিয়াই এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। একটু পরেই তিনি আমাদের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন; আমি মনে করিলাম তিনি হয় ত কোন প্রয়োজনে কোথাও গেলেন। একটু পরেই দেখি ডাক্তার বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার মুখ শুধু শুকাইয়া যায় নাই, মুখের ভাবই বদল হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ভয় পাইলে মানুষের যে প্রকার মুখের চেহারা হয়, ডাক্তার বাবুরও মুখ তেমনই হইয়াছিল। তাঁহাকে এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমরা তাঁহার এই ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ত প্রথমে কথাই বলিতে পারেন না; তাহার পর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, তিনি যে ব্যাপারের বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া সত্য সত্যই আমাদের হাস্য সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া পড়িল। তিনি মুখ চোখ ঘুরাইয়া যথারীতি অভিনয় করিয়া ব্যাপারটি বলিলেন। ঘটনাটি এই;—আমাদের কক্ষদ্বারের সার্সির মধ্য দিয়া ভোজের ব্যাপার দেখিয়া ডাক্তার বাবুর আগ্রহ মিটে নাই; তাই তিনি আমাদের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, যে কক্ষে ভোজ হইতেছিল সেই কক্ষের দ্বারের নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ব্যাপারটি ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন মনে করিয়াই তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। সেই দ্বারে একজন সশস্ত্র দ্বাররক্ষী দণ্ডায়মান ছিল। ডাক্তার বাবুকে দ্বারের নিকট যাইতে দেখিয়া সে ইটালীয় ভাষায় বলিল "prohibito, no entrata" অর্থাৎ এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ; কিন্তু ডাক্তার বাবু ইটালীয় ভাষায় পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যদি বুদ্ধিমানের মত তখনই ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে আর কোন গোলই হয় না; কিন্তু তিনি এক মজার কাজ করিয়া বসিলেন। সান্ত্রী মহাশয় যে প্রকার ভঙ্গী করিয়া, যেমন স্বরে বলিয়াছিলেন "prohibito, no entrata" ডাক্তার বাবুও ঠিক তেমনই সুরে তেমনই ভাবে সেই কথার পুনরুক্তি করিলেন; তিনিও তেমনই ভঙ্গী করিয়া বলিলেন "prohibito, no entrata"। ডাক্তার বাবু যে সিপাহীকে অপমানিত করিবার জন্য কথাটার পুনরুক্তি করিয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি বলিলেন যে, কথাটা ও বলিবার ভঙ্গী তাঁহার নিকট এমন আমোদ-জনক বোধ হইয়াছিল যে, তিনি নির্জ্জলা আমোদ করিবার জন্যই ঐ প্রকার ভঙ্গীতে কথাটা বলিয়াছিলেন। কিন্তু রাম উল্টা বুঝিল। সান্ত্রী মহাশয় বুঝিলেন যে, লোকটা তাঁহাকে পরিহাস করিতেছে। তিনি তখন হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন এবং কি একটা শপথবাক্য উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার সেই সময়ের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ডাক্তার বাবুর আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল; তিনি তখন সময়োচিত বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিলেন,—উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার বাবুর এই কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া আমরা হাসিয়াই অস্থির হইলাম। আমাদের এই ডাক্তার বাবুটির এ প্রকার কার্য্য এই স্থানেই শেষ হয় নাই; আমাদের সুদীর্ঘ ভ্রমণকালের মধ্যে আরও অনেকবার তিনি কৌতুককর অভিনয়ের নায়ক হইয়াছিলেন। সে সকল কথা যথাস্থানে বলিব।

যে ভোজের ব্যাপার লইয়া ডাক্তার বাবুর এই অভিনয় হইয়া গেল, সে ভোজের একটা বর্ণনা না দেওয়াটা ভাল দেখায় না; বিশেষতঃ এ প্রকার ভোজ-ব্যাপার আমি এই প্রথম দেখিলাম, সুতরাং তাহার একটা বর্ণনা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভোজের প্রকাণ্ড টেবিলে খাদ্য দ্রব্য ত ছিল না বলিলেই হয়; তবে ছিল কি —সারি সারি গ্লাস ও নানা জাতীয় ইটালীয় মদ্যের বোতল। নিমন্ত্রিত অতিথিগণ যখন ভোজ-টেবিলের চারিদিকে উপবেশন করিলেন, তখন আমি চাহিয়া দেখিলাম যে, সে স্থানে একটিও রমণী উপস্থিত নাই।

পুরুষগণ নানা প্রকার বেশে সজ্জিত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। সহরের প্রধান বিচারপতি মহাশয় মহামান্য অতিথির বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পর কথাবার্ত্তা—সে এক তুমুল কাণ্ড; একজন একজন করিয়া যদি কথা বলেন, তাহা হইলে আর গোল হয় না; কিন্তু সকলেই একযোগে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; একটা হট্টগোল উঠিল। তাহার পর যখন সম্মাননীয় অতিথির স্বাস্থ্য-পানের সময় উপস্থিত হইল, তখন সকলেই এক একটা গ্লাস হাতে লইলেন এবং তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তাঁহার গ্লাসের গায়ে নিজের হস্তস্থিত গ্লাসটি ঠেকাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

এই ত গেল স্বাস্থ্য-পানের ব্যাপার। তাহার পর বক্তৃতা—সে এক ভীষণ ব্যাপার—একেবারে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড! যদিও বক্তৃতার ভাষা বুঝিলাম না, বক্তৃতার একটি শব্দের অর্থও হৃদয়ঙ্গম হইল না; কিন্তু বক্তা মহাশয়েরা যে প্রকার উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, যে প্রকার মুখভঙ্গী করিতে লাগিলেন, যে প্রকার উত্তেজিতভাবে কথা বলিতে লাগিলেন এবং প্রতি দুই সেকেণ্ড পরেই যে ভাবে টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন, তাহাতে এটা যে অভ্যর্থনা-সভা, এটা যে ভোজসভা, তাহা কাহারও মনে হইতেই পারে না। আমার ত মনে হইল, ইহারা হয় ত কোন রাজনৈতিক বিষয়ে তুমুল বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এখানকার বক্তৃতাই না কি এই রকমের। আবার বক্তৃতার মাঝে মাঝে করমর্দ্দনেরও বিরাম ছিল না।

পরদিন প্রাতঃকালেই আমরা হোটেল ত্যাগ করিয়া রেল ষ্টেসনে গেলাম। ষ্টেসনটি বাহির হইতে বেশ বড় ও সুদৃশ্য বোধ হইয়াছিল, কিন্তু ভিতরে গিয়া দেখি, সেখানেও সেই অপরিচ্ছন্নতা। আমাদের প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল। আমরা এই সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপের রেল গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, বসিবার আসনগুলি সমস্তই মুখোমুখি সাজান রহিয়াছে। এ বন্দোবস্ত আমার ভাল বোধ হইল না। য়ুরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময় নানা কোম্পানীর গাড়ীতে চড়িয়াছি, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ "ঘুমাইবার গাড়ীতেও" (Sleeping car) অনেকবার চড়িয়াছি; কিন্তু ঐ সকল রেলগাড়ীতে যত সুব্যবস্থাই থাকুক না কেন, আমার ত মনে হয়, আমাদের দেশের গাড়ীর ব্যবস্থাই ভাল। তবে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" এই যা কথা।

# তৃতীয় অধ্যায়

## নেপল্‌স

বৃন্দিসি হইতে নেপল্‌সই আমাদের য়ুরোপের স্থলপথে প্রথম যাত্রা; কাজেকাজেই বিশেষ আগ্রহের সহিত রেল গাড়ির জানালা হইতে দেখিতে লাগিলাম। গাড়ী ছাড়িবামাত্র রেল লাইনের দুইপার্শ্বে বহু দ্রাক্ষা ফলের কেয়ারী, সুন্দর সুন্দর শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও জলপাই ও বাদামের গাছ দৃষ্টিপথে আসিল। ভারতবর্ষে যেমন দুই খণ্ড জমির মধ্যে 'আল' থাকে, এখানে তাহা দেখিলাম না; এখানে সেগুলি সুন্দর পথে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে গমনাগমনের বেশ সুবিধা হয়। ইটালির দক্ষিণাংশের ক্ষেত্রসকল দেখিলে সহসাই মনে হয় যে, এ দেশে মদ ও তৈলই প্রস্তুত হয়, আর কিছুই হয় না। ইটালির দক্ষিণাংশ,—শুধু দক্ষিণাংশ কেন, সমস্ত ইটালি দেশেই, লোকেরা সহরে বা সহরতলীতেই বাস করিয়া থাকে। বৃন্দিসি হইতে নেপল্‌সের পথের মধ্যে আমি কোথাও একখানি গ্রাম বা একটা পল্লী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। চারিদিকে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র ও



পম্পিয়াই নগরের ভগ্নাবশেষ।

উদ্যান এবং তাহারই মধ্যে দূরে দূরে এক একটা গোলাবাড়ী;—গ্রাম বা পল্লী মোটেই নাই। এই কারণেই বোধ হয় সহরগুলির লোকসংখ্যা অধিক।

বৃন্দিসি হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমেই আমরা যে সহর দেখিলাম তাহার নাম বারি (Bari); ইহা এড্রিয়াটিক সাগরের তীরস্থ একটি বন্দর; লোকসংখ্যা বড় কম নহে—প্রায় লক্ষাধিক লোকের বাস। বৃন্দিসি

অপেক্ষা বারিই প্রধান বাণিজ্যবন্দর। এই বন্দরের সম্মুখেই সমুদ্রের অপর পারে, তুরস্কের উপকূলে আর একটি বন্দর আছে; তাহার নাম এন্টি-বারি ( Anti-Bari ) অর্থাৎ উল্টা বারি।



ফোরাম।

কগিয়া হইতে আমরা উত্তর পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলাম এবং আমরা যখন বোভিণো পার হইয়া গেলাম, তখন হইতেই পিরেনিস পর্ব্বতের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমাদের গাড়ী এই পর্ব্বত ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল; কয়েকটি সুড়ঙ্গও আমাদের পার হইতে হইল।

তাহার পরই আমরা বেনিভেণ্টো নামক ক্ষুদ্র সহরটি দেখিতে পাইলাম। এই সহরটি ঠিক একখানি ছবির মত; ইহা একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর স্থাপিত। সহরের কনভেণ্ট বা পাদ্‌রি-নিবাসটিই সর্ব্বোচ্চ ও সুদৃশ্য অট্টালিকা বলিয়া মনে হইল। ভারতবর্ষে আমরা কনভেণ্ট বলিতে খ্রীষ্টীয় কুমারীগণের ধর্ম্মশালা বলিয়া জানি; কিন্তু ইটালিতে কনভেণ্ট বলিলে পুরুষ ও মেয়ে উভয় দলের লোকেরই ধর্ম্মশালা বা মঠ বুঝায়। এই বেনিভেণ্টো সহর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে এবং বসিলি-কাটা প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর দলে দলে ইটালীয়ানগণ আমেরিকায় কাজ করিতে যাইয়া থাকে। দেশে তাহারা কাজ করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, আমেরিকায় গেলে তাহা অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন হইয়া থাকে; এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়াই তাহারা ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া এই দূরদেশে চলিয়া যায়। এই স্থানের এলম গাছগুলি বড়ই সুন্দর। একে গাছগুলিই ভাল, তাহার উপর আবার একটি গাছ হইতে আর একটিতে আঙ্গুরের লতা ঝুলিতেছে; এই দৃশ্য অতি সুন্দর।



রুটীওয়ালার দোকান

তাহার পর যখন আমরা কাসেরটা উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম, তখন দূরে সেই আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়স আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখনও সেই গিরির শিখরদেশ হইতে ধূম বাহির হইতেছিল। আমার জীবনে আগ্নেয়গিরি দর্শন ঘটে নাই, আর কখনও আমি এক দৃষ্টিতে বিসুবিয়স দেখিতে লাগিলাম। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার এক মাস পূর্ব্বেই বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে। এখনও তাহার চিহ্ন রহিয়াছে,—এখনও সেই মহাদৈত্যের ক্রোধের শান্তি হয় নাই;—এখনও তাহার শিখরদেশ হইতে ধূমরাশি বহির্গত হইতেছে। কে



৩

বলিতে পারে, হয় ত এখনই সে আবার সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। কাসেরটা হইতে কিছুদূরেই বুরবোন রাজগণের পুরাতন প্রাসাদ অবস্থিত। আমরা গাড়ী হইতেই সেই রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। গাড়ী আর একটু অগ্রসর হইলেই আমরা আর একটি অতি সুন্দর পয়ঃপ্রণালী দেখিলাম; বুরবোনবংশীয় একজন রাজা ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য এই পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই পথে গমন সময়ে আমি বিশেষ বুঝিতে পারিলাম যে, এস্থলের উর্ব্বরা শক্তি খুব অধিক, কারণ উপত্যকার গর্ভ হইতে আশ পাশের পর্ব্বতমালার চূড়া পর্য্যন্ত এক তিল অনাবাদী জমী নজরে আসিল না।



মদের দোকান।

ক্রমে গাড়ী নেপল্‌সের নিকট আসিল। দূর হইতে নেপল্‌স সহর অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। অদূরেই সেই বিসুবিয়স আগ্নেয়গিরি এখনও ধীরে ধীরে অগ্ন্যুদ্গার করিতেছেন; এখনও তাঁহার গাত্র বহিয়া গলিত ধাতুদ্রব্য পড়িতেছে, এখনও চারিদিকে ভস্মরাশি স্তূপাকারে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এ দৃশ্য সত্যসত্যই অভিনব ও ভীষণ।

আমরা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় নেপ্‌ল্‌স সহরে পৌঁছিলাম। সহরের বাহিরে অবস্থিত 'রয়েল ষ্ট্রেঞ্জার' নামক হোটেলে আমাদের আবাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই হোটেলটি অতি মনোরম স্থানে নির্ম্মিত। হোটেলে যাইবার সময় আমদিগকে রাজপ্রাসাদ, সেণ্ট ফ্রান্সিস এসিসির ভজনালয় এবং অনেক গুলি বড় বড় সওদাগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিকট দিয়া যাইতেহইয়াছিল। আমরা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, সহরটী অতি সুন্দর; অনেক সুদৃশ্য অট্টালিকা এই সহরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে; রাজপথগুলিও বেশ প্রশস্ত; তাহার পর পথিপার্শ্বে বা উদ্যানমধ্যে গ্যারিবল্‌ডি, ম্যাটসিনি ও ভিক্টর ইমান্নুয়েলের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিসকল দেখিতে পাইলাম। এই আমি সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপের একটি ড়ব সহর দেখিলাম। এই প্রথম দৃষ্ট স্থলের সৌন্দর্য্য আমাকে নিরাশ করিতে পারে নাই। এই সহরে বৈদ্যুতিক আলোর ও বৈদ্যুতিক ট্রাম আছে। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যে, সুধু নেপল্‌স সহর বলিয়া নহে, ইটালীর সামান্য গ্রামেও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এ দেশ কতদূর উন্নত হইয়াছে

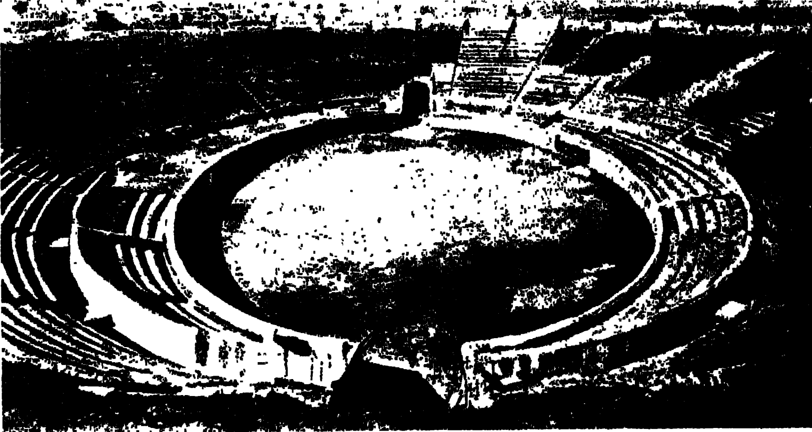


এপোলো দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

এবং এখানে যাতায়াতের সুবিধা কত অধিক। নেপল্‌স সহর বলিয়া নহে, ইটালীর সকল স্থানেই অট্টালিকা সকল প্রধানতঃ প্রস্তরনির্ম্মিত। আমরা বৃন্দিসি হইতে নেপল্‌সের রেলপথে আসিবার সময় যে সকল অট্টালিকা দেখিয়াছিলাম, এবং নেপল্‌স সহরেও যাহা দেখিলাম, তাহার প্রায় অধিকাংশই 'তুফা' নামক প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই 'তুফা' প্রস্তর ঠিক আমাদের দেশের 'বেলে' পাথরের মত; ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে চুণারে যে পাথর পাওয়া যায়, এই পাথরগুলি ঠিক সেইরূপ।

সেই রাত্রিতে হোটেলে আহারের পর আমরা নেপল্‌স দেশীয় টারাণ্টলা নৃত্য দেখিলাম। এরূপ নৃত্য আমরা কখনও পূর্ব্বে দেখি নাই বলিয়াই যে, ভাল লাগিল তাহা নহে, সত্য সত্যই এ নৃত্য একটা দেখিবার জিনিষ। বেহালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ তারের বাদ্যযন্ত্র, আবার তার সঙ্গে নানা প্রকার পরিচ্ছদে ভূষিত নেপল্‌সের নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের গান মন্দ লাগিল না; কিন্তু গান অপেক্ষা তালে তালে নৃত্যটাই মনোহর বোধ হইল। এই জাতীয় নৃত্য নেপল্‌সেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

বহুপথ রেলের গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া সে দিন আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; সেই জন্য



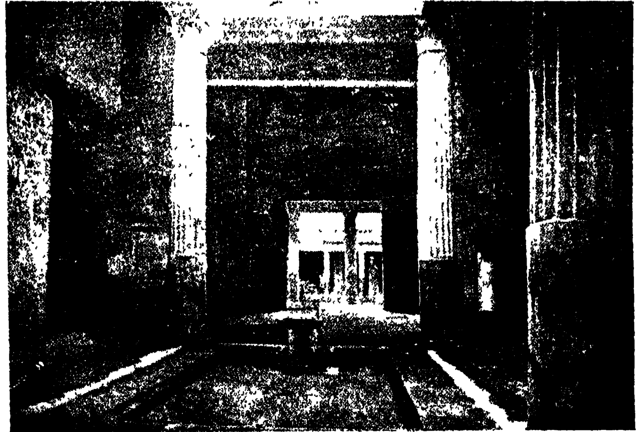
এম্ফিথিয়েটার বা ক্রীড়াভূমি।

সকাল সকালই শয্যা আশ্রয় করিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের শয্যাত্যাগের বিলম্ব হয় নাই; আমরা প্রাতঃকালেই সহর-ভ্রমণে বাহির হইলাম। তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করিয়া আমরা পথে বাহির হইলাম। আমরা প্রথমেই মুসিও নাট্‌শনেলী অর্থাৎ ন্যাশানল বা স্বদেশী যাদুঘর দেখিতে গেলাম। এখানে ইটালীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাস্করগণের নির্ম্মিত প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তিসকল রক্ষিত হইয়াছে। গ্রীক ও রোমানদিগের সময়ের অত্যুৎকৃষ্ট মূর্ত্তিসকলও সংগ্রহ করিয়া এখানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইটালীর মধ্যে যেখানে যাহা উৎকৃষ্ট পাওয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ পম্পিয়াই নগরের ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট প্রস্তরমূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই স্থানেই রাখা হইয়াছে। এখানে সুধু যে প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতিই রক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, পুরাতন গ্রীক ও ইটালীর কাচ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, তাম্র-নির্ম্মিত অলঙ্কারসমূহ, মণিমুক্তা ও রন্ধনের বাসনাদিও এই স্থানে সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাচাধারের মধ্যে পুরাতন পম্পিয়াই সহরের কত আশ্চর্য্য ও

সুন্দর দ্রব্য সকল রহিয়াছে। পম্পিয়াই নগর ধ্বংস হইবার সময় যাহা যেমন অবস্থায় ভস্মরাশির নিম্নে সমাহিত হইয়াছিল, বহু শতাব্দী পরে তাহা উত্তোলিত হইয়া এই স্থানে আনীত হইয়াছে। এ গুলি দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কতকাল পূর্ব্বে পম্পিয়াই নগর ভস্মস্তূপের নিম্নে অদৃশ্য হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই স্থানের ভস্মরাশি অপসারিত করিয়া যাহা যেমন অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই পাওয়া গেল। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পম্পিয়াই নগর কেমন সমৃদ্ধ ছিল, তখনকার লোকের আচার-ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ কেমন ছিল, তাহাদের রীতি-নীতি কেমন ছিল, এতকাল পরে তাহার চিত্র যথাযথ প্রত্যক্ষ করিয়া মনে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইল। আমি এই স্থানের সমস্ত কক্ষই ঘুরিয়া দেখিলাম; কিন্তু আমি ত এ সকল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহি; কাজেই আমি উপর উপরই দেখিলাম। যাহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা না জানি এই সকল দ্রব্য দর্শন করিয়া কত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। আমি এ সকলের সম্বন্ধে কোন প্রকার গবেষণা করিয়া অনধিকার-চর্চ্চার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ঐ মিউজিয়মে আমি যে সমস্ত মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মিনারভা, ভিনাস ক্যালিপুজী, জুনোফার্ণিস, এপোলো, টোরো ফারনিস্ ও ফারনিস্ হারকুলিসের মূর্ত্তি আমার নিকট অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পুরাতন পম্পিয়াই নগরের যে অংশ এখন বাহির হইয়াছে, এখানে তাহার একটা ছোটখাট আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। পম্পিয়াই দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে এই আদর্শটি দেখিয়া



ভায়া ডেলা ফরচুনা—একটী প্রধান রাজপথ।



একটি অট্টালিকার অভ্যন্তরভাগ।

গেলে আসল স্থান দেখিবার অনেক সুবিধা হয়। এই মিউজিয়মের একটি কক্ষে পম্পিয়ান আমলের অন্যান্য দ্রব্য ও বহুমূল্য চিত্রাদি সজ্জিত আছে। এই সকল দেখিলে সেই বহুদিন পূর্ব্বের পম্পিয়াই-নগরবাসীদিগের বিলাসিতা ও হীনচরিত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য, সত্য কথা বলিতে গেলে বর্ত্তমান সময়েও পৃথিবীর দুই চারিটি সভ্যতাভিমানী দেশে এই প্রকার বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা যে নাই, তাহা কে বলিতে পারে? এই স্থানে আর একটি দ্রব্য দেখিলাম, তাহা কতকগুলি প্রদীপ ও দীপাধার। এগুলি দেখিয়া ভারতবর্ষের তান্ত্রিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির কথা মনে হইল। এই মিউজিয়মের গৃহটি নিয়াপলিটান রাজাদিগের আমলে সৈন্যগণের বাসস্থান ছিল। এই স্থানের নিকটেই একখানি বড় দোকান আছে; সেই দোকানে এই মিউজিয়মে রক্ষিত সমস্ত দ্রব্যের আলেখ্য কিনিতে পাওয়া যায়



একটি উদ্যান-বাটিকার বহির্ভাগ

এই স্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা "দি চার্চ্চ অব্ সেণ্ট জেনুয়ারিয়স্" নামক সুপ্রসিদ্ধ ভজনালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। এই সেণ্ট জেনুয়ারিয়স পূর্ব্বতন খৃষ্টীয় আমলের একজন মহাত্মা ছিলেন এবং তিনি ধর্ম্মের জন্য শোণিত দান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লোকে নেপ্‌লস্ নগরের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়া পূজা করে। ইটালীর বড় গির্জ্জা দেখা এই আমার প্রথম; তাই ইহার অভ্যন্তরভাগের কারুকার্য্য ও সাজসজ্জা বড়ই মনোরম বোধ হইল। এই ভজনালয়ের সম্মুখভাগ নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইহা নির্ম্মিত হয় এবং অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার



ইডিলের গৃহ—নগরে সর্ব্বপ্রধান অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ

পূর্ব্বে এই স্থানে এপোলোর মন্দির ছিল ; এখনও এই স্থানে গ্রীক-পুরাণ-বর্ণিত অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ভজনালয়ের অভ্যন্তরভাগে যে কয়েকটি স্তম্ভ দেখিলাম, সেগুলি, শুনিলাম, পুরাতন এপোলো মন্দিরেরই স্তম্ভ। শুনিলাম ইটালীর অনেক খৃষ্টীয় ভজনালয়ই পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমার মনে হয় খৃষ্টীয়ানগণ ইচ্ছা করিয়াই এই কার্য্য করিয়াছিলেন। পুরাতন দেবদেবীর উপাসনাকে বর্জ্জিত করিয়া খৃষ্টানধর্ম্ম যে দিগ্বিজয়ী হইয়াছে, সেই বিজয়-গৌরব ঘোষণার জন্যই সে সময়ের খৃষ্টীয়ানগণ দেবমন্দিরসকল সমভূম করিয়া তাহাদের স্থানে খৃষ্টীয় ভজনালয়সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভজনালয়ের অভ্যন্তরভাগে ভিত্তিগাত্রে যে সকল চিত্র দেখিলাম, তাহা নিপুণ চিত্রকরগণের অঙ্কিত ; তাহারা সত্যসত্যই অতুলনীয়। চিত্রগুলি



সমাধি স্থান।

দেখিলে মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি বলিয়া সহসা ভ্রম হইয়া থাকে। চিত্রকরগণের পক্ষে ইহা সাধারণ গৌরবের কথা নহে। এই স্থানে যে কয়েকটি দেবদূতের চিত্র আছে, তাহা ইটালীর খ্যাতনামা চিত্রকর ডোমেনিচাইনোর অঙ্কিত।

এই ভজনালয়ের নিম্নদেশে বা পাতাল গৃহে মহাত্মা সেণ্ট জেনুয়ারিয়সের সমাধি-মন্দির এবং এই মন্দিরে একটি বোতল রক্ষিত আছে। সেণ্ট জেনুয়ারিয়স যখন ধর্ম্মের জন্য হৃদয়ের শোণিত দান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই সময়ে সেই শোণিত সংগ্রহ করিয়া না কি এই বোতলের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল। ইটালীর দক্ষিণ অঞ্চলবাসী অশিক্ষিত লোকেরা এই পুরাতন কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভক্তিভরে অবনতমস্তক হয় এবং তাহারা বলিয়া থাকে মহাত্মা সেণ্ট জেনুয়ারিয়সের দিব্যাত্মা এখনও এই নগরকে রক্ষা করিতেছেন। যে দিন ঐ মহাত্মা প্রাণত্যাগ

করিয়াছিলেন, সেই দিন স্মরণ করিয়া এখানে মহোৎসব হয়; সেই দিনে ঐ বোতলের শোণিতকে উত্তপ্ত করা হয় এবং সেই উপলক্ষে সমাগত সহস্র সহস্র যাত্রিবৃন্দ অনেক টাকা, বহু দ্রব্য, নানা পূজোপকরণ এই মন্দিরে উৎসর্গ করিয়া থাকে। এই উপায়ে অনেক মন্দিরেরই যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। এখানে একটি প্রস্তরে খোদিত নরমুণ্ড একটা ভিত্তিগাত্রে খোদিত আছে; ভজনালয়ের লোকেরা দর্শকগণকে ও অনভিজ্ঞ রোমান ক্যাথলিক গ্রামবাসী-দিগকে এই মুণ্ডটিকে সেকালের কোন সাধুর লিখিত যিশু খৃষ্টের মস্তক বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। এই মুণ্ডের সম্মুখে মশাল বা কোন আলো নড়াইলে বোধ হয় যেন ঐ মুণ্ডের চক্ষু দুইটির পর্দ্দা একবার পড়িতেছে, একবার উঠিতেছে। যে এই মুণ্ডটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে এই প্রকার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইবার জন্যই অতি সুকৌশলে চক্ষু দুইটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু অশিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ সাধারণ লোকে কি আর সে কথা বোঝে? তাহারা এই ব্যাপারকে অলৌকিক বলিয়া মনে করে; মন্দিরের লোকেরাও অর্থলাভের আশায় এই ব্যাপারের অলৌকিক ব্যাখ্যাই করিয়া থাকে; এবং তাহার ফলে যাত্রীরা এখানেও পূজা দেয়, দর্শনী প্রদান করে—মন্দিরের যথেষ্ট অর্থাগম হয়। এ সকলই পুরোহিতগণের কীর্ত্তি এবং যাহা পাদ্রীরা অদ্য যীশুর মূর্ত্তি বলিয়া জনসাধারণকে ঠকাইতেছে, তাহা যে প্রাচীন গ্রীক্‌দের জুপিটার নামক দেবতার আকৃতি, তাহা পার্শ্বের গ্রীক-দেশীয় মদন রতি —কিউপিড ভিনাস্ ইত্যাদির প্রতিকৃতি হইতে বেশ বুঝা যায়। প্রাতঃকালে বাহির হইয়া এই দুইটি স্থান দেখিতে দেখিতেই বেলা হইয়া গেল। তখন অন্যত্র গমন না করিয়া আমরা সে বেলার মত হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

সেই দিন অপরাহ্ণেই আবার বাহির হইলাম। আমরা প্রথমেই ভোমেরো নামক ছোট পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত সেণ্ট মার্টিণো যাদুঘর দেখিতে গেলাম। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সে দিন আকাশে একটুও মেঘ ছিল না। আমরা সেই জন্য এই স্থান হইতে নেপলস্ সহর এবং বিসুবিয়সের সুন্দর ছবি দেখিতে পাইলাম।

সেণ্ট মার্টিণোর যাদুঘরের সংলগ্ন একটী অতি মনোরম ভজনালয় আছে; ইহার ভিতরে প্রস্তরের বহুবিধ কারুকার্য্য এবং বহুমূল্য চিত্র আছে। এই স্থানেরই অপর পার্শ্বে প্রাচীন বোরবন রাজবংশের ব্যবহারের শকট-বিলাসের নৌকা ইত্যাদি দেখিবার জিনিষ আছে। এই সকল শকটের একখানির মধ্যে একটু ঐতিহাসিকতা আছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেপল্‌স ইটালি রাজ্যাধিকারে আসিলে, ঐ শকটে বসিয়া ভিক্টর ইমানুয়েল, গ্যারিবল্ডী, ম্যাট্‌সিন প্রভৃতি নগর-প্রবেশ করেন। এই স্থান পূর্ব্বে পাদরীদিগের মঠ ছিল। ইহার দেওয়ালের একপার্শ্বে কাষ্ঠের উপর খোদিত কারুকার্য্যের বিবিধ চিত্র আজও পুরাকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

এই যাদুঘর ত্যাগ করিয়া আমরা নগরের প্রধান পার্ক বা প্রমোদকানন দেখিতে গেলাম। তাহার একপার্শ্বে একটী অতি সুন্দর জলাশয় আছে। নেপল্‌স উপসাগরে যত প্রকার জলজ মৎস্যাদি পাওয়া যায়, তাহা এই স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহা একটী দেখিবার জিনিস।

এই যাদুঘরে বিখ্যাত চিত্রকরগণের চিত্রিত বহুমূল্য সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিলাম। তাহার মধ্যে একখানি চিত্র অতি সুন্দর; তাহার নাম খৃষ্টের ক্রস হইতে অবতরণ (Descent from the Cross)। এখানি ইটালীর প্রখ্যাতনামা চিত্রকর ষ্ট্যানজিওনির অঙ্কিত। চিত্রখানির স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ এই যে, সেই সময়ের আর একজন বিখ্যাত চিত্রকর বিবেরা ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া এই চিত্রখানি এমন করিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন। বিবেরার উৎকৃষ্ট চিত্র এই যাদুঘরে রহিয়াছে দেখিলাম। আর একখানি চিত্র দেখিলাম; তাহার

নাম 'জুডিথ্' ( Judith ); এখানি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর লুকা গিওরডানো ৭২ বৎসর বয়সের সময় আটচল্লিশ ঘণ্টায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালের ভোজনাদির পর আমরা বিসুবিয়স্ পর্ব্বত দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। পথে পোর্টিসি ও রেসিনা নামক দুইটি গ্রাম অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার পর পুলিয়াণো নামক স্থানে গমন করিয়া আমরা গাড়ী ছাড়িয়া ইলেকট্রিক ট্রামে আরোহণ করিলাম। কিন্তু আমরা এই ট্রামে অধিক দূর যাইতে পারিলাম না, কারণ সেবারকার এপ্রিল মাসে বিসুবিয়সের যে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল, তাহাতে খানিকটা পথ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ট্রামে যাইতে এক এক স্থান এমন উচ্চ যে, মনে হইতে লাগিল, গাড়ী হয় ত পড়িয়া যাইবে। আমরা পর্ব্বতপার্শ্বে যেখানে নামিলাম, সেইস্থান হইতে সেবারকার অগ্ন্যুৎপাতের কাণ্ড বেশ দেখিতে পাইলাম। চারিদিকে প্রায় দশ পনর ফিট পুরু হইয়া ভস্মরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। দুরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও আমরা দেখিতে পাইলাম যে, তখনও বিসুবিয়সের শিখরদেশ হইতে গলিত ধাতু নিঃসৃত হইয়া পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া পড়িতেছে। আমরা দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই দেখিলাম যে, পর্ব্বতের শিখর হইতে হঠাৎ ধূমরাশি ও অগ্নিশিখা উঠিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে একটা বড় আমোদজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া বিসুবিয়স্ দেখিতেছিলাম, তাহারই নিকট একদল আমেরিকাবাসী ভ্রমণকারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কি একজন ভারতীয় রাজা ?" এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি একটু ইতস্ততঃ করিলাম, কারণ আমি এই ভ্রমণপথে কোথাও কাহারও নিকট বিশেষ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করি নাই। কিন্তু এই ভদ্রলোকটি যে ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে আমার আত্মগোপন করা সম্ভবপর হইল না; আমি তাঁহাকে আমার পরিচয় প্রদান করিলাম। তাহার পর তিনি যাহা বলিলেন, তাহা বড় কৌতূহলজনক! তিনি বলিলেন, "শুনুন মহাশয়, ভারতীয় কোন রাজার সহিত করমর্দ্দন করিবার সুযোগ লাভ করিবার জন্য আমি কত চেষ্টা করিয়াছি। এইটি আমার জীবনের বড় সাধ। মহাশয় কি আমাকে আপনার করমর্দ্দন করিবার গৌরব লাভ করিতে দিবেন ?" ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া আমার হাস্য-সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়িল। যাহা হউক, তিনি যে ভাবে এবং যে প্রকার বিনয় সহকারে কথা কয়টি বলিলেন, তাহাতে তাঁহার "জীবনের বড় সাধ" পূর্ণ করিতে আমি ক্রটী করিলাম না। আমি মনে করি-লাম, এই স্থানেই বুঝি এ পর্ব্বের শেষ; কিন্তু তাহা হইল না। ভদ্রলোক তখন সেই দল হইতে তাঁহার ভ্রাতা, কয়েকটি ভগিনী এবং পাঁচ সাতটি খুড়া, খুড়ী, দিদিকে আনিয়া আমার সহিত পরিচিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কি করা যায়, আমি সকলের সহিত করমর্দ্দন করিয়া এবং তাঁহাদের পরিচিত হইয়া যে বিশেষ আনন্দিত হইলাম, এই প্রকার দুই একটি শিষ্টাচার-সম্মত কথা বলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলাম।

এই স্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা বিসুবিয়সের মানমন্দির ( Observatory ) দেখিতে গেলাম। সেখানে পূর্ব্বতন অগ্ন্যুৎপাতের স্মৃতিচিহ্ন সকল রক্ষিত হইয়াছে। এই মানমন্দিরের সুপারিণ্টেনডেণ্ট অধ্যাপক ম্যাটায়ুবি বড় ভদ্রলোক। তিনি আমাদিগের সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখাইলেন এবং অনেক জিনিসের বৃত্তান্ত বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, বিগত অগ্ন্যুৎপাতের সময় যখন সকলেই স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তখন তিনি এই মানমন্দির ত্যাগ করিয়া যান নাই; একাকী এই স্থানে ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, সে সময়

থাকিয়া থাকিয়া কামানের গর্জ্জনের মত শব্দ হইতে লাগিল এবং গলিত ধাতুদ্রব্য সকল কামানের গোলার মতই মানমন্দিরের চারিদিকে ও অট্টালিকার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। আমি এখানে বিশেষ আগ্রহের সহিত একটি দ্রব্য পরিদর্শন করিলাম। এই মানমন্দিরে ভূমিকম্পের বিষয় অবগত হইবার সমস্ত যন্ত্রের সন্নিবেশ দেখিলাম। অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন যে, পৃথিবীর যেখানে যত সামান্য ভূমিকম্পই হউক না কেন, এখানে তাহা এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। তিনি বলিলেন যে, এই সকল সুন্দর যন্ত্রের সাহায্যে তিনি বিগত এপ্রিল মাসে যে অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহার সংবাদ অনেকদিন পুর্ব্বেই দিয়াছিলেন এবং স্থানীয় লোকদিগকে সাবধান করিয়াও দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর যে কয়বার অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের অগ্ন্যুৎপাতই ভীষণ ও প্রবল। এবার যে ভাবে এবং যে প্রকার প্রবলবেগে ধাতুনিঃস্রাব আরম্ভ হইয়াছিল এবং ভস্মরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, যদি সেই প্রকার বেগে আর ২৪ ঘণ্টা ধাতুনিঃস্রাব এবং ভস্মরাশি বিক্ষিপ্ত হইত, তাহা হইলে এইবারই সেই সেকালের নেপ্‌ল্‌সের অদৃষ্টে পম্পিয়াইয়ের দশা ঘটিত।

এখান হইতে বাহির হইয়া এরিমো নামক স্থানে কুক কোম্পানীর একটি হোটেলে কিছু জলযোগ করিয়া আমরা পম্পিয়াই যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে টোরে-ডেল-গ্রেকো ও টোরে আন্নুনসিয়াটা নামক দুইটি ভস্মাচ্ছাদিত নগরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম আমাদের দেশে যেমন ময়দার সিমুই করে, সেইরূপ ইটালিয়ানরা তাহাদের প্রসিদ্ধ খাদ্য মাকারোণি (macaroni) সারি সারি রাস্তায় রাখিয়া দিয়াছে; সেও এক দেখিবার জিনিস।

তৎপরেই আমরা শ্মশান-নগরী পম্পিয়াই পৌছিলাম। সে দৃশ্য মনে উদাস ভাবের সঞ্চার করে। দেড়শত বৎসরের উপর হইল এই মহানগরী খনন করিয়া বাহির করা হইতেছে, তবুও অদ্যাপি অর্দ্ধেকের অধিকও বাহির হয় নাই। যে স্থান এক্ষণে খোদিত হয় নাই, তাহা খোদিত অংশ অপেক্ষা প্রায় বিশ ফুট উচ্চে অবস্থিত; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পম্পিয়াই যখন আগ্নেয়গিরির দ্বারা বিনষ্ট হয়, তখন বিশ ফিট গভীর ভস্মাদি নগরীর উপর পতিত হইয়াছিল এবং তাহাতেই পম্পিয়াইয়ের এই দশা ঘটিয়াছে। সোমাগিরি এখন সৌম্য ভাবাবলম্বন করিয়াছে; অর্থাৎ ক্রমাগত অগ্নি উদ্গার করিয়া তাহার অভ্যন্তরভাগ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। বিসুবিয়াসের পার্শ্বে ইহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন এক মহাবলশালী যোদ্ধার পার্শ্বে অপর এক যোদ্ধা রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। পম্পিয়াইয়ের ধ্বংসের পূর্ব্বে বিসুবিয়স হরকুলেনিয়মের ধ্বংস-সাধন করেন; কিন্তু এখনও উক্ত স্থানের উদ্ধারের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই; তবে ইটালিয়ান গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন হইতে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই কার্য্য-সাধন বহু সময় ও অর্থ সাপেক্ষ; আরও একটা অসুবিধা আছে, হরকুলেনিয়মের উদ্ধার করিতে গেলে বর্ত্তমান রেসিনা নামক সহরটী নষ্ট করিতে হয়।

পম্পিয়াইয়ের খনন কার্য্য যে কিরূপে প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সঠিক বলা সুকঠিন; তবে জনশ্রুতি এই যে, কতিপয় কৃষক ভূমিকর্ষণ করিতে করিতে গুটিকতক ভগ্ন স্তম্ভ দেখিতে পায়; ইহা পরে আইসিস দেবীর মন্দিরের স্তম্ভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই আবিষ্কারের পর হইতে ইটালীয় গভর্ণমেণ্ট ক্রমান্বয়ে খনন কার্য্য চালাইতেছেন এবং এই স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন বস্তুগুলি প্রায় সকলই নেপল্‌সের জাতীয় মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। যে সকল স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফোরাম, এপোলোর মন্দির ও ক্যালিগুলা এবং লিয়োর বিজয়তোরণ গুলিই প্রধান। এ স্থানের কারুকার্য্যমণ্ডিত মেঝে আজও সুন্দর অবস্থায় আছে। ইহা ছাড়া

রুটিওয়ালার গৃহ, কলুর গৃহ এবং তৈল রাখিবার প্রকাণ্ড পাত্র ইত্যাদি দেখিবার বহুতর জিনিস এই স্থানে আছে; এমন কি গণিকালয়ে যাইবার পথের চিহ্নও অদ্যাপি রাস্তার প্রস্তরে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের প্রবেশ-দ্বারে একটি ছোট যাদুঘর আছে, তাহাতে কাচের আধারের মধ্যে মৃত কুকুর বিড়াল প্রভৃতির দেহ রক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানে প্রায় তিন চারি ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া আমরা রেলে চড়িয়া নেপল্‌সে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা সন্নিহিত কাপ্রী দ্বীপ দেখিতে গিয়াছিলাম। নেপল্‌সের খাড়ি হইতে ছোট ছোট ষ্টীমারে দর্শকগণ এই দ্বীপ দেখিতে যান। ষ্টীমারখানি একেবারে ঐ দ্বীপের বন্দরে লাগে না, একটু বাহিরে থাকে। এই দ্বীপের একটি প্রধান, অথবা একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থান একটি গহ্বর। আমরা ষ্টীমার হইতে নৌকাযোগে সেই গহ্বরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। বাহির হইতে তেমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই গুহার প্রবেশ-দ্বার খুব প্রশস্ত নহে। নৌকা লইয়া যাইবার সময় অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিতে হয়। গুহার মুখ এত ছোট যে, নৌকায় বসিয়া যাইবার উপায় নাই, শয়ন করিয়া যাইতে হয়। আমাকেও সেইরূপেই যাইতে হইল; অবশ্য এমন অবস্থায় থাকা আমার পক্ষে বড় সহজসাধ্য ছিল না। গুহার ভিতরে এক



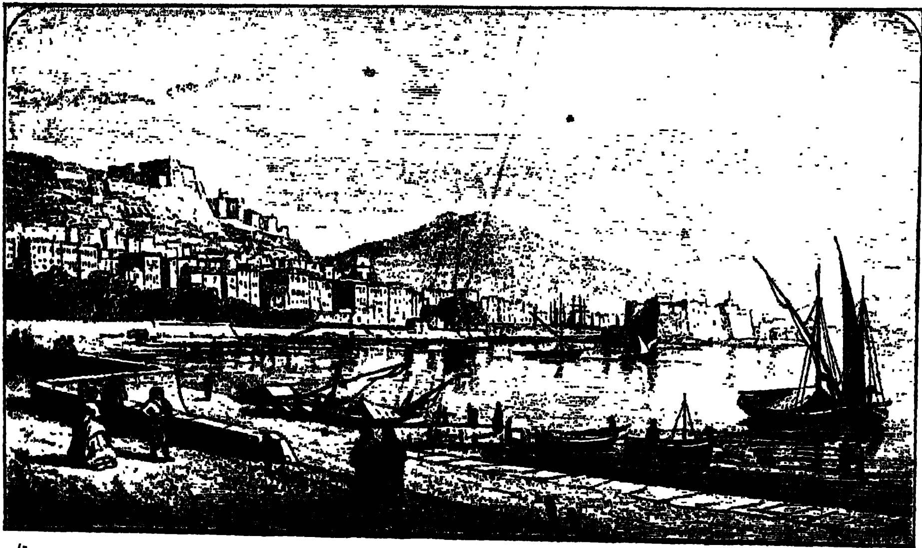
গ্রোটো।

ভৌতিক নীল আভা, জলও নীলবর্ণের; চতুষ্পার্শের পর্ব্বতের ভিতরও নীল; কিন্তু যখন জলে ডুব দেওয়া যায়, তখন ঠিক রজতময় মনে হয়। বাহির হইতে ভিতরের এই অলৌকিকত্ব বোঝা যায় না। আবার শুনিলাম, যে সময় সূর্য্যরশ্মি এই গুহার রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করে, তখন ইহা সত্য সত্যই ভূতের রাজ্য বলিয়া

মনে হয়। সমুদ্রের জল এমন প্রবল বেগে সেই গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে যে, ভিতরে যাইবার সময় কষ্ট হয় না; কিন্তু বাহির হইবার সময় বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়। আমরা গুহার মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। অদূরেই আমাদের ষ্টীমার ছিল; কিন্তু সকল যাত্রী ষ্টীমারে না উঠিলে সে ত আর নেপল্‌সে যাইতে পারে না। ইহাই মনে করিয়া আমরা যে নৌকায় গুহা-প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই নৌকা লইয়াই কাপ্‌রী সহর দেখিতে গেলাম। বন্দরে পৌছিয়া আমরা একখানি ফিটন ভাড়া করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই সহরে রোমান আমলের অনেক ভগ্নস্তূপ আছে; তাহার মধ্যে সম্রাট টাইবিরিয়সের স্নানাগারও ছিল। ইতিহাস বলে যে, উপরিউক্ত মহানুভব সম্রাট দয়াপরবশ হইয়া বন্দীদিগকে এই কাপ্‌রীর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগের ভবযন্ত্রণা শেষ করিয়া দিতেন। ইতিহাস আরও বলে যে, বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট্ নিরো না কি এই কাপ্‌রীর পাহাড়ের উপর হইতে পূর্ব্বোক্ত গুহায় যাইবার জন্য একটি সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সুড়ঙ্গ-পথে নামিয়া তিনি ঐ গুহার জলে স্নান করিতেন। উপরের সেই সুড়ঙ্গপথ এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কাপ্‌রী সহর এক সময়ে ইংরাজ-অধিকারভুক্ত ছিল। তাহার পর সম্রাট্ নেপোলিয়নের আদেশে তাঁহার সেনাপতি মুরাট ইংরাজের সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বাধা জন্মাইবার জন্য এই স্থান অধিকার করেন। এই সকল দেখিতে দেখিতেই অনেক বেলা হইয়া গেল; তখন একটা হোটেলে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আমরা ষ্টীমারে ফিরিয়া আসিলাম এবং সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই নেপল্‌সে উপস্থিত হইলাম। আসিবার সময় সোরেণ্টো নামক ক্ষুদ্র নগরীর নিকট যখন আমাদের ষ্টীমার লাগিল, তখন বিভিন্ন হোটেলওয়ালাদের বিকট চাৎকার আমার আজিও মনে আছে; ইহারা এইরূপ মধুর বুলির দ্বারাই হোটেলে লোক আকর্ষণ করে। যেমন দেশ তার তেমনি মানুষ!

নেপল্‌স্ দেখা এখন আমাদের এক প্রকার শেষ হইল সুতরাং এই স্থানে নেপল্‌সে যে দুএকটী বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি। নেপল্‌স্ সহর দেখিলেই মনে হয় যে, এটা ভজনালয়ের সহর; কারণ আমি, বোধ হয় কম করিয়া বলিলেও, প্রায় তিন শত ভজনালয় এই সহরে দেখিয়াছি। এখানকার লোক এখনও রোমের পোপের আধিপত্য স্বীকার করিয়া থাকে। এই সহরের প্রত্যেক গলিরই একজন করিয়া সেণ্ট বা পীর আছেন, এবং সেই সকল পীরের সম্মানার্থ প্রত্যেক গলিতেই গীর্জ্জা আছে। তাহা ছাড়া কুমারী মেরী মাতার মন্দিরেরও অবধি নাই। আর এখানে পাল পার্ব্বণ ত লাগিয়াই আছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে বলে "বারমাসে তের পার্ব্বণ"; এখানে বার মাসে তিন তেরং উনচল্লিশ পার্ব্বণ। আর তাহা হইবারই কথা; প্রত্যেক সেণ্ট বা পীরের আবির্ভাব তিরোভাব উপলক্ষে পার্ব্বণের অনুষ্ঠান আছে। তাহা ছাড়া মেরী মাতা, ও খৃষ্টের নানা বিষয় উপলক্ষে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে। যে দিন সে দিনই শুনিতে পাওয়া যায়, আজ অপরাহ্ণকালে বা সন্ধ্যার পর অমুক সেণ্টের শোভাযাত্রা বাহির হইবে। সুতরাং এই সহরে মহোৎসব লাগিয়াই আছে। তাহার পর দেশে বৃষ্টি হইতেছে না; পুরোহিতেরা ঘোষণা করিলেন যে, অমুক সেণ্টের অকৃপাতেই এই অনাবৃষ্টি। তখন পুরোহিতেরা পাঁতি দিলেন যে, অমুক অমুক সেণ্টের ষোড়শোপচারে পূজা দিতে হইবে, এবং এই প্রকার সমারোহে মহোৎসব ও শোভাযাত্রা করিতে হইবে। দেশের লোকেরা তখনই তাহার আয়োজনে লাগিয়া গেল। তাহার পরদিন বৃষ্টি হইল; তখন আবার পূজা, আবার মহোৎসব, আবার মহা আয়োজনে শোভাযাত্রা। আমি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছি না; আমি এ

ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধাও করি না। কিন্তু ইটালীর দক্ষিণাংশের ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে, এ দেশের লোককে সুশিক্ষা প্রদানের চেষ্টা মোটেই হইতেছে না। ইহারা অন্ধভাবে পুরোহিতগণের কথাতেই চালিত হইতেছে। কোথায় পুরোহিতগণ দেশের লোককে উচ্চ ধর্ম্মভাব শিক্ষা দিবেন; যাহাতে তাহারা জ্ঞানী ও উন্নত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন; তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা সেই সনাতন প্রথারই প্রচার করিতেছেন এবং অশিক্ষিত লোকেরা সেই এক ভাবেই চালিত হইয়া আসিতেছে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। পাঠকগণ শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে, ইটালীর দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা এখনও ডাইনীর দৃষ্টিকে এত ভয় করে যে, তাহারা সেই দৃষ্টি এড়াইবার জন্য কত তুক্‌তাক করে, গৃহদ্বারে গরুর শিং বাঁধিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস যে, দ্বারে গরুর শিং ঝুলান থাকিলে ডাইনীরা গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এমন কি অনেকে তাহাদের ঘড়ির চেনের সঙ্গে এক টুকরা গরুর শিং সোণা কি রূপার দ্বারা বাঁধাইয়া ঝুলাইয়া রাখে; ইহাতে ডাইনীর



সান এল্‌মো দুর্গ।

দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় বলিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে, ইটালীর প্রধান রাজনীতিক ক্রিস্‌পী মহাশয় যখন রাজনীতিক্ষেত্রে বিপক্ষদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যে পরাজিত হইলাম, তাহার কারণ আছে। আজ আমি আমার সেই শৃঙ্গ-সম্বলিত চেনটা পরিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" অন্যে পরে কা কথা!

এ দেশের রাস্তায় অকর্ম্মা লোক এবং দুষ্ট ছেলে বড়ই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যে বিশেষ কোন কাজকর্ম্ম করে, তাহা ত বোধ হয় না। কোন বিদেশীয় লোক, বিশেষতঃ ভারতবাসী কালা আদমী দেখিলে, এই দুষ্ট ছেলেরা তাহাদিগকে নানা প্রকারে বিরক্ত করিয়া থাকে; ইহাতে কেহ যদি বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলে ইহারা তাহাকে আরও পাইয়া বসে; আর কেহ যদি তাহাদের এই দুষ্ট ব্যবহার হাসিয়া উড়াইয়া

দেয়, তবে তাহারা নিরস্ত হয়। এত নিষ্কর্ম্মা দরিদ্র লোক এখানে কেন, আমি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। এখানে লোকে নিজেদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি না করিয়াই বিবাহ করিয়া থাকে, সুতরাং দরিদ্রের পাল বাড়িতে থাকে। আর একটি কারণ আছে, এখানে মেয়েদের অতি বাল্যকালে বিবাহ হইয়া থাকে। আমি এখানকার পথে দেখিয়াছি, আঠার উনিশ বৎসর বয়সের মেয়ে পাঁচছয়টি ছেলে মেয়ে লইয়া বিব্রত। ইহাতে দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবে না কেন? আর পথে ঘাটেই বা এত নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরে ছেলের পাল থাকিবে না কেন?

এখানকার অনেক বাড়ীতেই দেখিলাম, দ্বার জানালাগুলি দৃঢ় গরাদে দ্বারা আবদ্ধ। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এখানে বোধ হয় চোরের ভয় অত্যন্ত অধিক, তাই গৃহসকল এইপ্রকার সুরক্ষিত। তাহার পর শুনিলাম যে, এ প্রকার সুরক্ষিত গৃহের কারণ তাহা নহে। এখানে অপরের পত্নী বা কুমারী কন্যা লইয়া পলায়নের সংখ্যা নাকি অত্যন্ত অধিক। সুযোগ পাইলেই যুবকগণ কাহারও সুন্দরী কুমারীকে ভুলাইয়া লইয়া প্রস্থান করিয়া থাকে। ইহাই নিবারণের জন্য জানালা দরজা এমন করিয়া সুরক্ষিত করা হইয়া থাকে। কথাটা শুনিয়া আমি হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলাম না; আর যাহা ভাবিলাম তাহা আর বলিয়া কাজ নাই। এখানে এই প্রেমের খেলা উপলক্ষে সর্ব্বদাই মারামারি, কাটাকাটি, নরহত্যা প্রভৃতি হইয়া থাকে। তাহার বিশেষ বিবরণ আর বলিয়াও কাজ নাই, শুনিয়াও কাজ নাই।

পরদিনই আমরা নেপল্‌স্ ত্যাগ করিয়া রোমের দিকে অগ্রসর হইলাম।

# চতুর্থ অধ্যায়

## রোম

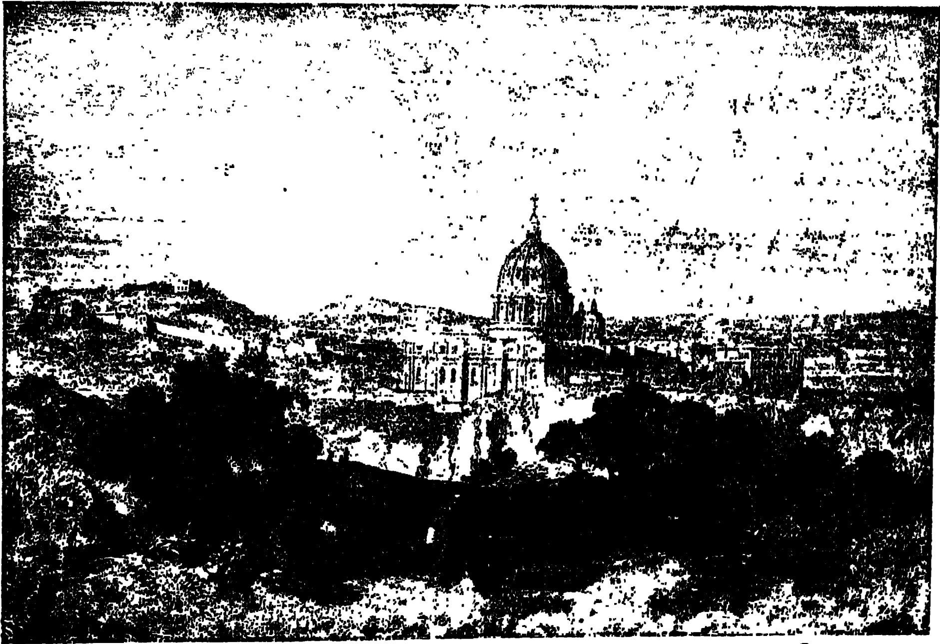
এখন আমরা রোমে যাইতেছি। পৃথিবীর ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াই, সর্ব্বপ্রথমে রোমের কথা পড়িয়াছি;—রোমের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা—রোমের প্রবল প্রতাপের কথা—রোমের শোভাসৌন্দর্য্যের কথা—রোমের পোপের কথা—রোমের ইতিহাসে যখন পড়িয়াছিলাম, তখন মনে মনে যে আদর্শ কল্পনা করিয়াছিলাম, এতদিন পরে সেই রোমে যাইতেছি। এককালে এই রোমই য়ুরোপের সম্রাজ্ঞী ছিল—একদিন এই রোমের পোপই সমস্ত খৃষ্টানমণ্ডলীকে শাসন করিতেন,—খৃষ্টানসম্প্রদায় এই রোমের পোপের আদেশ পালন করিতে পারিলে কৃতার্থ হইত। সত্য বলিতে কি, যখন আমাদের গাড়ী রোমের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন আমার মনে যে কি ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল, কেমন একটা আনন্দ আমাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বাল্যকাল হইতে যে রোমের কথা পড়িয়াছি, যে রোমের অসংখ্য মন্দির, অগণ্য সৌধমালার চিত্র দর্শনে পুলকিত হইয়াছি, সেই রোম আজ দেখিব;—পৃথিবীর ইতিহাসের অনেকটা অংশ যে রোম অধিকার করিয়াছিল, সেই রোমনগরীতে আজ প্রবেশ করিব—রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানের প্রধান তীর্থ আজ দর্শন করিব—মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। ভ্রমণের ইহাই পুরস্কার!

রোম-নগরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া আমি বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তখন প্রথমেই এপ্রিয়ান ওয়ের (Appean way) ধ্বংসাবশেষ আমার দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার পরেই অদূরে দেখিলাম সেণ্টপিটার মন্দিরের উচ্চ চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রোমে আমার পরিচিত কেহই ছিল না; সুতরাং ষ্টেশনে কেহ যে আমার জন্যে অপেক্ষা করিবেন, এ কথা আমি ভাবি নাই। কিন্তু আমাদের গাড়ী যখন ষ্টেশনে পৌছিল, তখন দেখিলাম, দুইটি মিসনরী ভদ্রলোক আমার জন্য ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহারা রোমের ইংলিশ কলেজের অধ্যাপক; ইঁহাদের একজনের নাম মুসো জিলেস্ ও অপর জনের নাম মুসো প্রায়র। দারজিলিঙ্গের লোরেটো কন্‌ভেণ্টের একটি ধর্ম্মপরায়ণা সন্ন্যাসিনীর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু মিসনরীদ্বয়কে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করেন; সেই জন্যই এই সহৃদয় বন্ধুদ্বয় আমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। দারজিলিঙ্গের সেই সন্ন্যাসিনী মহোদয়াই পত্রাদি লিখিয়া আমার সহিত রোমের মহামান্য পোপের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

মিসনরী বন্ধুদ্বয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা রোমের 'গ্রাণ্ড হোটেলে' উপস্থিত হইলাম। যে কয়দিন আমরা রোমে ছিলাম, সেই কয়দিন এই সুন্দর ও সুব্যবস্থিত হোটেলেই আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম যে, রোমে পৌছিয়া আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করিব না, কারণ রোমে দেখিবার মত এত স্থান ও এত দ্রব্য আছে যে, আমরা যে কয়দিন এখানে থাকিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে সমস্ত দেখিয়া উঠাই অসম্ভব; তাহার পর যদি আবার আরাম-বিশ্রামে সময় ব্যয় করি, তাহা হইলে

কিছুই দেখা হইবে না। সেই জন্য হোটেলে দ্রব্যাদি রাখিয়াই আমরা নগর-দর্শনে বাহির হইলাম। আমরাও জানিতাম এবং আমাদের পথপ্রদর্শক মহাশয়ও বলিলেন যে, রোমে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই 'সেণ্টপিটারের' ভজনালয় দেখিতে হয়—বলিতে গেলে তাহাই রোমের সর্ব্বপ্রধান দর্শনীয় বস্তু।

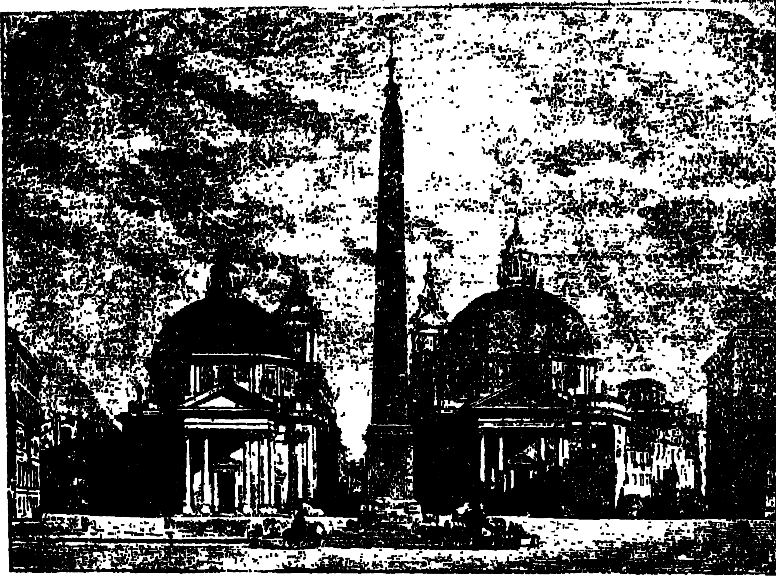
আমরা সেণ্টপিটার-ভজনালয় দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। পথেই রাজভবন দেখিলাম। এই স্থানে পূর্ব্বে মহামান্য পোপ-মহোদয়েরা বাস করিতেন; তাঁহারা এখন আর এ স্থানে থাকেন না। তাহার পরই দেখিলাম ট্রাজানের স্তম্ভ ( Trajan's column )। এই স্তম্ভগাত্রে অনেক যুদ্ধের ছবি খোদিত দেখিতে পাইলাম। এই স্তম্ভের উপর পূর্ব্বে রোমের সম্রাটের মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে সেণ্টপিটারের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পরেই আমরা সেণ্ট পিটারের চত্বরে উপস্থিত হইলাম। এই চত্বরের এক পার্শ্বে অভ্রভেদী সুন্দর ভজনালয় এবং তাহার পর পিয়াজার উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণী। আমার যেন মনে হইতে লাগিল, আমরা হঠাৎ আমাদের তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসী-ধামে উপস্থিত হইয়াছি,—সত্য সত্যই আমাদের যেমন



সেণ্টপিটার ও ভ্যাটিকেনের দৃশ্য।

কাশী, রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগের নিকট তেমনই এই রোম;—তাহার মধ্যে আবার এই সেণ্ট পিটারের মন্দির তাহাদের নিকট অতি পবিত্র স্থান। মন্দিরগুলির শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যেখানে যাহা উৎকৃষ্ট ছিল, মহার্ঘ ছিল, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া এই মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং দেশের প্রধান স্থপতিগণ তাঁহাদের সমস্ত কলাকৌশল এই মন্দির-নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মন্দিরের এত ঐশ্বর্য্য, এত ধনসম্পদ্ আমার কল্পনারও অতীত ছিল। মহাত্মা সেণ্টপিটার ধর্ম্মের জন্য, তাঁহার প্রভুর আদেশ পালনের জন্য, জীবনদান করিয়া

চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি কি একদিনও ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই জলন্ত ধর্ম্মভাব, তাঁহার সেই আত্মত্যাগ, তাঁহার সেই অভয়বাণীর এই পরিণতি হইবে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মযাজকগণ এই ভাবে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে ডুবিয়া যাইবেন; মধ্যযুগে ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্ম, কত পৈশাচিকতার অভিনয় হইবে, এ কথা কি সেই মহাপুরুষ কখনও মনে করিতে পারিয়াছিলেন!



পিয়াজা

এই বিশ্ববিশ্রুত ভজনালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি-বিভ্রম উপস্থিত হয়। ভিতরের সমস্তই ছোট বোধ হয়; এমন কি মহাত্মা সেন্ট পিটারের ধাতুময় মূর্ত্তি উচ্চতায় সাধারণ মনুষ্যের উচ্চতার সমান বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু ইহা পনর ফিটেরও অধিক উচ্চ। যত যাত্রী এই মন্দিরে আগমন করে, তাহারা এই মূর্ত্তির পদ-চুম্বন করিয়া থাকে। যুগযুগান্তর হইতে ক্রমাগত চুম্বিত হইয়া ধাতুনির্ম্মিত পদও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; তাই এখন একখণ্ড মার্ব্বল পাথর দ্বারা পদদ্বয় আবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন যাত্রিগণ সেই মার্ব্বলখণ্ড চুম্বন করিয়াই পদ-চুম্বনের ফল লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে মন্দির ছিল, মধ্যযুগের অগ্নিকাণ্ডে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং মাইকেল এঞ্জেলো বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের নানা স্থানে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মন্দিরের নাম ও তাহার বিবরণ লিখিত আছে। এই প্রকার লেখার উদ্দেশ্য এই যে, যাত্রীরা জানিতে পারুক যে এইটিই পৃথিবীর প্রধান ধর্ম্ম-মন্দির; পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের পাঁচ সাতটা বড় বড় ধর্ম্মমন্দির একযোগে এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিতে পারে। এ কি কম গৌরবের কথা?

সেণ্টপিটার মন্দির হইতে বাহির হইয়া ইটালিয়ান কবি ট্যাসোর সমাধিমন্দির দেখিলাম। তাহার পরই জানিকুলাম পাহাড়ের উপর উঠিয়া মহানগরীর দৃশ্য দেখিলাম। পাহাড় হইতে নামিবার সময় আমরা এক ভদ্রলোকের বিস্তৃত ও মনোহর উদ্যানের মধ্য দিয়া আসিলাম। এই উদ্যানের নাম প্রিন্স ডোরিয়া; ভদ্রলোকটি প্রতি শুক্রবার এই উদ্যান সকলকে দেখিতে দিয়া থাকেন।

পর দিন ৮ই মে প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করিয়া আমরা আবার ভ্রমণে বাহির হইলাম। আজ আমরা রোমের অতীত-গৌরবের ভস্মস্তূপ দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আমরা প্রথমেই প্রসিদ্ধ থার্ম্মাটাইল

কারাগারের নিকট উপস্থিত হইলাম। খৃষ্টীয় যুগের প্রথম সময়ে এই কারাগারে প্রচলিত ধর্ম্মদ্বেষী বা ধর্ম্মবিরোধী-দিগকে প্রথমে কারারুদ্ধ করা হইত; তাহার পর সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া যাজক-গণের আদেশে তাহাদিগকে পরলোকের পথে প্রেরণ করা হইত। এই কারাগারের অপ্রশস্ত অন্ধকারময় কক্ষগুলি দেখিলে এখনও প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। যে প্রস্তরখণ্ডে মহাত্মা সেণ্টপিটার ও তাঁহার শিষ্যগণকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল এবং কারাগারে অবস্থানকালে যে কূপের জল দ্বারা সেণ্টপিটার বন্দী রোমানদিগকে খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে—এখনও তাহা দেখিলে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মস্তক অবনত হয়। ইহারই নিকটে সেই কলোসিয়ম, যেখানে দলে দলে খৃষ্টান নরনারী বালক-বালিকাদিগের উপর অমানুষী অত্যাচার আরম্ভ হইত, যাহার পরিসমাপ্তি হইত অদূরবর্ত্তী এম্ফিথিয়েটারে,—এই রঙ্গাঙ্গনে তাহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান হইত।



ট্রাজানের স্তম্ভ।

এখানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে প্যালাটাইন পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলাম। সেখানেও কতকগুলি ভগ্নস্তূপ দেখিলাম; সেগুলি রোমনগরীর স্থাপয়িতা রোমুলসের নির্ম্মিত। পাহাড়ের উপর হইতে ম্যাক্সিমাস্ সারকাশ নামক প্রান্তর বেশ দেখিতে পাইলাম। এই স্থানে সেকালে অলিম্পিক ক্রীড়া হইত; এখন এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে কলের চিমনি সকল বড় বড় গুদামঘরের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরই আমরা ফোরাম দেখিতে গেলাম; ইহা ভগ্নস্তূপের মধ্যে একেবারে সমাহিত হইয়াছিল। কিছুদিন হইতে



সেন্টপিটার মন্দির।

এই স্থান উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। যতদূর এখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এখানে দেখিবার ও জানিবার অনেক জিনিষ রহিয়াছে। আমার এই স্থানে গমনের অল্পদিন পূর্ব্বেই একটি সমাধি-মন্দির বাহির হইয়াছিল; তাহা রমুলসের সমাধি-মন্দির বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ফোরাম দেখিয়াই আমরা কলোসিয়ম দেখিতে গেলাম—পৃথিবীতে এমন রঙ্গচত্বর নাকি কখনও নির্ম্মিত হয় নাই। এখানে দাঁড়াইয়া প্রাচীন পৈশাচিকতার দৃশ্য মানস-পটে আসিয়া মনকে বিত্রস্ত করে; এই প্রাঙ্গণে দলে দলে খৃষ্টানদিগকে কাষ্ঠখণ্ডের সহিত তৈলাক্ত বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দৃঢ়বদ্ধ পূর্ব্বক তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইত এবং তাহাদের আর্ত্তনাদেও তৃপ্তি না হইলে কাহাকেও বা হিংস্র পশুহস্তে খণ্ড বিখণ্ডিত অবস্থা দেখিবার জন্য কোনও সম্রাটনামধারী নরশার্দ্দূলের পৈশাচিক বাসনার তৃপ্তির জন্য পশুদিগকে রঙ্গালয়ে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। যাক্, এ দৃশ্যের আর আলোচনায় কাজ নাই।

আমি দেখিলাম, সে সময়ে রোমের গৃহ বা মন্দির সকলের ছাদ নির্ম্মিত হইত না, আমাদের দেশের সামিয়ানার মত আচ্ছাদন ব্যবহৃত হইত। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিলে পরবর্ত্তী পোপমহোদয়গণের উপর যথেষ্ট ভক্তির সঞ্চার হয় না; কারণ আমরা বেশ দেখিতে পাইলাম যে, এই সকল স্থান রক্ষা করার পরিবর্ত্তে তাঁহারা এখানে যাহা কিছু ভাল দেখিয়াছেন, তাহাই ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়া শুধু খৃষ্টীয় মন্দির বা ভজনালয়ের শোভা ও সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন তাহা নহে, নিজেদের গৃহ, প্রমোদবাটিকা প্রভৃতি সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধব-

দিগকেও লুণ্ঠনের ভাগ দিয়াছেন। পোপ অষ্টম ইনোসেণ্ট বারবেরিণি বংশীয় ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্য লইয়া গিয়াছিলেন। এই কারণে রোমে একটি প্রবাদকথা প্রচলিত আছে যে, বারবেরিণি ( Barberini ) পুরাতন রোমের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, বারবেরিয়ানরাও ( অসভ্যেরা ) তার সামান্য অংশও করিতে পারে নাই। এখন কিন্তু ইটালিয়ান গভর্ণমেণ্ট এই সকল রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।



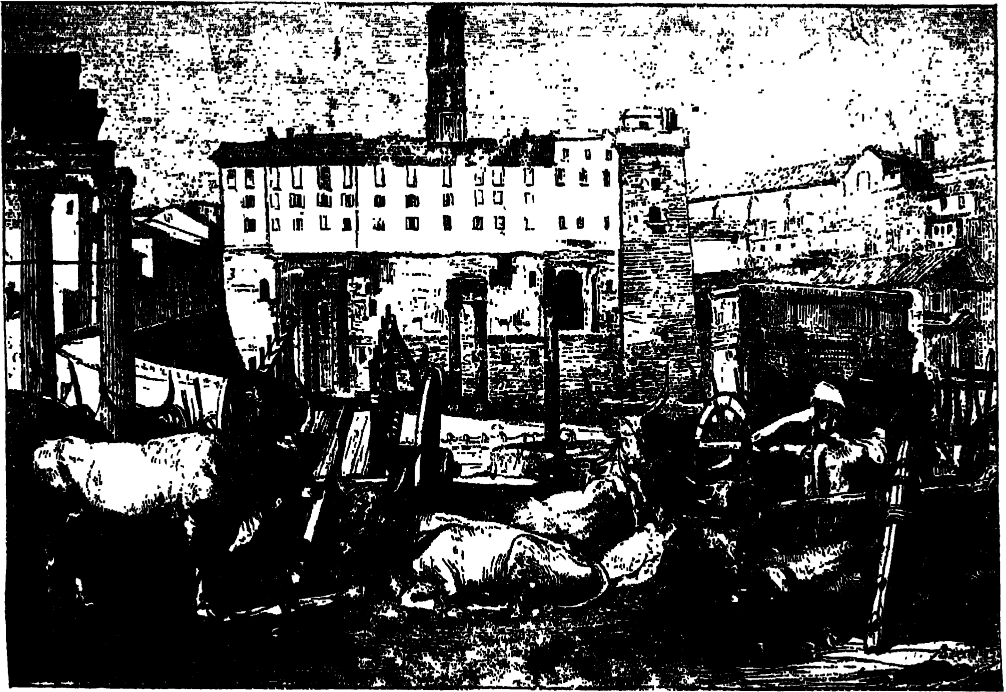
প্যালেটাইন পর্ব্বত।

আমরা তারপর একটি ছোট গির্জ্জার নিকট উপস্থিত হইলাম। এই গির্জ্জাটির নাম সেণ্ট পিট্রো ইন্-ভিন্কোলি অর্থাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ সেণ্ট পিটার! মৃত্যুর পূর্ব্বে সেণ্ট পিটারকে মামার্টাইন্ কারাগারে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই শৃঙ্খল এই গির্জ্জায় রক্ষিত হইয়াছে। এই গির্জ্জায় মাইকেল এঞ্জিলো নির্ম্মিত মোজেস্ বা মুসার প্রতিমূর্ত্তিও দেখিলাম।

প্রাতঃকালে আর অধিক দেখিতে পারিলাম না। বেলা অধিক হইয়া গেল দেখিয়া আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। আহারাদির পরই আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। এ বেলা সর্ব্বপ্রথমেই আমরা থার্ম্মি অব্ ক্যারাকালা ( Thermae of Caracalla ) দেখিতে গেলাম। সেকালে রোমে যে সাতটি সুবৃহৎ স্নানাগার ছিল, ইহা তাহাদেরই অন্যতম। দেখিলাম, স্থানটি এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই; গরম জল, শীতল জল প্রভৃতির ঘর এখনও তেমনই আছে। এ স্নানাগার ছোট নহে;—ইহাতে একই সময়ে ষোল শত লোক স্নান করিতে পারিত। সম্রাট্ ক্যারাকালা এই স্নানাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নামের সহিত সম্রাটের নাম সংযুক্ত হইয়াছে। আমি সুবৃহৎ সাতটি স্নানাগারের কথা বলিয়াছি; কিন্তু ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, সে সময়ে

রোমে এই কয়টি ব্যতীত আর স্নানাগার ছিল না ;—তাহা নহে ; তখন রোমের পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে স্নানাগার ছিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, ষাট হাজার নাগরিক একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্নানাগারে স্নান করিতে পারে, এমন ব্যবস্থা ছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, রোমের লোকেরা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিত।

স্নানাগার দেখিবার পরই আমরা মৃত রোমানগণের চিতা-ভস্ম-রক্ষণাগার দেখিতে গেলাম। এই আগারগুলির নাম কলম্বারিয়া ; ( Columbaria ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহের দেওয়ালের কুলুঙ্গি মধ্যে এই সকল ভস্মাধার রক্ষিত হইয়াছে। এ ব্যবস্থা আমার নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হইল। য়ুরোপের অনেক স্থানের লোকেরা এখন যেমন কবর দেওয়া অপেক্ষা মৃতদেহ সংকার করিবার পক্ষপাতী হইতেছেন, তেমনই তাঁহাদের উচিত যে, তাঁহারা রোমানদিগের এই ভস্মরক্ষা-ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার করেন। সেকালে রোমের প্রত্যেক সম্পন্ন, ধনি-পরিবারেরই এক একটা পৃথক কলম্বারিয়া ছিল।

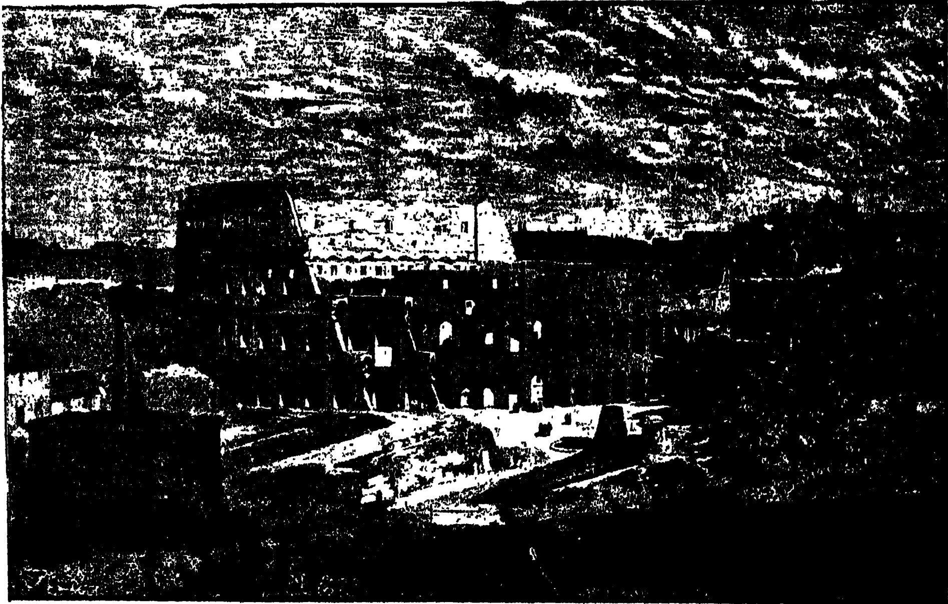


ফোরাম।

এই চিতা-ভস্ম-রক্ষণাগারগুলি দেখিয়া আমরা ডোমিনে কুও ভাডিস্ ( Domine Quo Vadis ) দেখিতে গেলাম। ইহাও একটি গির্জ্জাঘর। এখানে যিশু খৃষ্টের পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। কিম্বদন্তী যে, এই স্থানে যিশুখৃষ্ট সেণ্ট্ পিটারকে দর্শন দেন। নীরোর পাপাচার দৃষ্টে সেণ্ট্ পিটার রোম ত্যাগ করিতেছিলেন বলিয়া, যিশুখৃষ্ট তথায় প্রবেশে উদ্যত হয়েন। তাঁহাকে দেখিয়া সেণ্ট্ পিটার উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, "Domine Quo Vadis"— "কুত্র গচ্ছসি ?" সেই সময়ে এই স্থানে যিশু খৃষ্টের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়। আমি অশ্রদ্ধা বা অসম্মান করিয়া বলিতেছি

না—কিন্তু আমার মনে হয়, মৃত মহাত্মা না-হয় তাঁহার শিষ্যকে এই সমস্যার সময় দর্শন দিলেন, কিন্তু অশরীরীর পদচিহ্ন কেমন করিয়া অঙ্কিত হইল, তাহা আমি কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না!—যাক্ সে কথা!

এই স্থান হইতে আমরা ক্যাটাকুম্ অব্ সেণ্ট্ কালিক্সটাস্ (Catacombs of St. Calixtus) দেখিতে গেলাম। এই ভূগর্ভস্থ গৃহসমূহ রোমের আদিম খৃষ্টানগণের সমাধিস্থল। ইহা ছোট নহে, লম্বায় ১২ মাইল। সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া এই স্থানে প্রবেশ করিতে হয়। সেকালে শবাধারগুলি মৃত্তিকায় প্রোথিত হইত না; দেওয়ালের কুলুঙ্গির মধ্যে সেগুলি রক্ষিত হইত; এবং তাহার সম্মুখভাগ আবৃত করিয়া দিয়া তাহার উপর স্মৃতি-ফলক বসাইয়া দেওয়া হইত।



কোলিসিয়ম্।

তাহার পরেই আমরা সেণ্ট্ পলের গির্জ্জা দেখিলাম। এই স্থানে সেণ্ট্ পল সমাহিত হইয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরে একটি গির্জ্জাঘরে কতকগুলি চিত্র দেখিলাম; এই চিত্রগুলি রোমের পোপদিগের প্রতিকৃতি। সেণ্ট্ পিটার হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ লিয়ো পর্য্যন্ত, সকল পোপেরই চিত্র এই স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সকল দেখিতে দেখিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আমরা তখন সেণ্ট্ পলের গেটের মধ্য দিয়া নগরের দিকে ফিরিলাম। নগরে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি দোকান ঘুরিয়া হোটেলে গেলাম।—তাহার পর, সে দিনের মত বিশ্রাম।

পরদিন প্রাতঃকালে পোপের ভ্যাটিকান্ (Vatican) দেখিতে গেলাম। সেখানে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি ও চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। আমার মনে হইল, বহুদিন ধরিয়া দেখিলে তবে ইহার সকলগুলির বর্ণনা করা যায়; কিন্তু আমার সে সময় ছিল না; আমি তাড়াতাড়ি চিত্র ও প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির উপর চক্ষু বুলাইয়াই চলিয়া গেলাম। তাহার পরেই এই স্থানের প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় দেখিলাম। ভ্যাটিকান্ পুস্তকালয়ে সত্যসত্যই অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি রহিয়াছে;

পৃথিবীতে বুঝি এমন পুস্তকাগার আর নাই !—ল্যাটিন্, গ্রীক্, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান্ এবং আমাদের দেশেরও অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। সকলেই এখানে পুস্তক পড়িতে পায় না ; পোপমহাশয় যাহাদিগকে অনুমতিপত্র প্রদান করেন, তাহারাই এখানে বসিয়া পুস্তক পড়িতে পায়। আমার মনে হয়, এই পুস্তকালয়ের পুস্তকাবলী পাঠ করিবার অধিকার সকলকেই দেওয়া উচিত,—পোপের নিকট আবেদন করিয়া অনুমতি পাওয়া ত সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না !



সম্রাট কারাকালা-প্রতিষ্ঠিত স্নানাগার।

আজ মধ্যাহ্ন-কালে রোমের পোপ-মহোদয়ের সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমি পৌনে বারটার সময় ইংলিশ কলেজের একজন অধ্যাপক মসিয়ে প্রায়রের সহিত পোপের সেই প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। সে একটা স্মরণীয় দিন ! আমরা একে একে কয়েকটি সুশোভিত কক্ষ অতিক্রম করিয়া যে কক্ষে পোপ-মহোদয় ছিলেন, সেই কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলাম। আমি দেখিলাম, এই প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষেই একটি করিয়া ক্রস বিলম্বিত রহিয়াছে। যে কক্ষে তিনি সাধারণতঃ ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, প্রথমে আমরা সেই কক্ষদ্বারে উপস্থিত হই ; কিন্তু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এ কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই;—তিনি যে কক্ষে বসিয়া পড়াশুনা করেন, সেই স্থানেই আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছিল।—আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রধান পুরোহিত মহোদয় একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন ; তাঁহার সম্মুখে একখানি বড় টেবিল। সেই টেবিলের উপর কয়েকখানি পুস্তক এবং একরাশি ফিতা-বাঁধা কাগজপত্র রহিয়াছে। পোপ দশম পায়স্ আমাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি ফরাসী ভাষাও জানি না, ইটালিয়ান্ ভাষাও জানি না,—পোপ-মহাশয়ও ইংরেজি ভাষা জানেন না ; সুতরাং আমাদের কথাবার্ত্তার জন্য একজন দ্বিভাষীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। পোপ-মহাশয় ইটালিয়ান্ ভাষাই ভাল জানেন ; শুনিলাম, তিনি ফরাসীভাষায় তেমন অভিজ্ঞ ন'ন। তাঁহার সহিত আমার প্রায় পনর মিনিট কথাবার্ত্তা হইল। আমি বিদায় গ্রহণ করিবার সময়, তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ

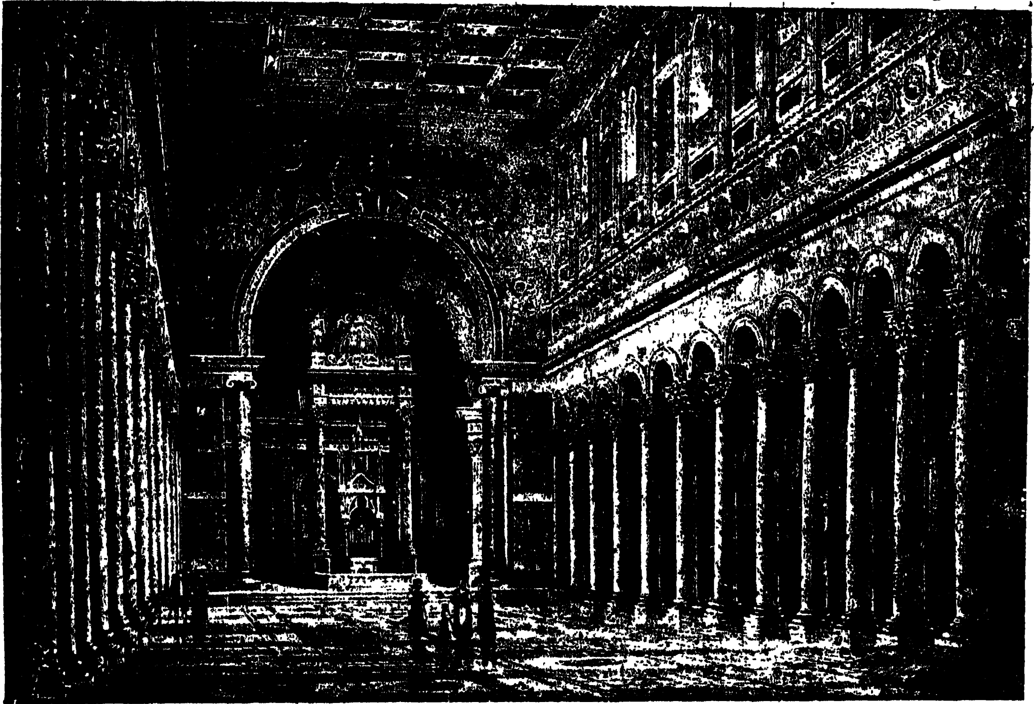
করিলেন এবং তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত একখানি ফটোগ্রাফ উপহার দিলেন। পোপ-মহোদয়কে দেখিয়া সত্য সত্যই আমার মনে ভক্তির উদয় হইয়াছিল; তিনি অতিশয় ধীর ও শান্ত; তাঁহার মুখ দেখিলেই তাঁহাকে বড়ই সৌম্যপ্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়। আমার সঙ্গে যে সমস্ত লোক গিয়াছিলেন, তাঁহারও পোপ-মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। আমরা কেহই পোপমহোদয়ের হস্ত-চুম্বন করি নাই; তিনি যখন আমার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন, আমি তখন তাঁহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া আমার মস্তকে স্থাপন করিলাম। পোপ-মহোদয়কে দেখিয়া আমার মনে হইল যে, তিনি সুখী ন'ন।—তিনি এক প্রকার বন্দী বলিলেই হয়; তাঁহার কোন প্রকার স্বাধীনতা নাই! তিনি ধর্ম্মযাজকগণের ভয়ে সর্ব্বদাই অধীর; তাঁহারাই পোপকে যদৃচ্ছা পরিচালিত করিয়া থাকেন;—এমন কি তিনি সহরের যেখানে-সেখানে ভ্রমণ করিতে যাইতেও পারেন না। এমন অবস্থাকে বন্দীর অবস্থা ব্যতীত আর কি বলিব?—পোপ-মহোদয়ের সম্বন্ধে আমার এইরূপই ধারণা জন্মিয়া-



রাজ কুমারী বর্ঘিসের উদ্যানের ভগ্নাবশেষ।

ছিল। অবশ্য সামান্য কয়েক মিনিট মাত্র তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; কিন্তু আমার বোধ হয়, এই কয়েক মিনিটে তাঁহার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহা অপ্রকৃত নহে। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পোপ ত্রয়োদশ লিয়ো প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ ও ধর্ম্মযাজকদিগকে শাসনে ও বশে রাখিতে জানিতেন; কিন্তু এই ভালমানুষটি কর্ম্মচারীদিগের হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছেন!—ইঁহার কোন ক্ষমতা পরিচালনেরই সাহস নাই। আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে, রোমান্ কাথলিক্ ধর্ম্মের কি দুরবস্থা হইয়াছে,—ধর্ম্মযাজকগণ যে

কি প্রকার ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য সকল করিতেছেন,—লোকে যে কুসংস্কারে কি পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—ধর্ম্মের নামে যে কত কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তাঁহাকে একবার ভ্যাটিকানের বাহিরে যাইতে অনুরোধ করি! বলিতে কি, কথাগুলি আমার ওষ্ঠপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল;—কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমি সে প্রলোভন সংবরণ করিলাম। আমার মনে হইল, আমি রোমান্ ক্যাথলিক্ খৃষ্টান্ নহি,—আমি দশ মিনিটের জন্য পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি;—আমার এ সকল অনধিকারচর্চ্চা



সেণ্ট পলের মন্দির—অভ্যন্তর-ভাগের দৃশ্য।

করা কর্ত্তব্য নহে।—তাই আমি সামলাইয়া গেলাম। আমার এই কথাগুলি পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরোধী। প্রকৃতই তাহা নহে;—আমি য়ুরোপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে সত্যসত্যই মনে ব্যথা পাইয়াছি; তাই—অপ্রিয় হইলেও—সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

ভ্যাটিকান্ হইতে বাহির হইয়াই আমরা মন্‌সেরেটোর ইংলিশ কলেজ দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানকার অধ্যাপকদ্বয়ের চেষ্টাতেই আমার সহিত পোপ-মহোদয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। এই কলেজের লাইব্রেরীটি অতি সুন্দর। এখান হইতে আমরা ইংলিশ কন্‌ভেণ্ট্ দেখিতে গিয়াছিলাম,—এই ছোট কন্‌ভেণ্ট্‌টি আট বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। কন্‌ভেণ্টের মহিলাগণ আমাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন

এবং সমস্ত স্থান দেখাইয়াছিলেন। আমি এই কন্‌ভেণ্টের ছেলেমেয়েদের মিষ্টান্ন খাইবার জন্য কিছু দান করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম।

অপরাহ্নকালে আমরা রোমের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহ দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রাসাদতুল্য গৃহে একটা চিত্রশালা দেখিলাম; সেখানে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রাসাদের নাম ( Palazzo Rospigliosi ) পালাজো রসপিগ্‌লিয়োজি।



ভ্যাটিকান্‌—শৈলশিখরস্থিত পোপের প্রাসাদ ও সুবৃহৎ গ্যালারির দৃশ্য।

এইদিন সন্ধ্যার সময় পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ মত আমি ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। রোমের ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধির নাম সার্ এড্‌উইন্ ইজারটন্। ইনি ও ইঁহার পত্নী আমাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রবাসভবন দেখিতে অতি সুন্দর। সার এড্‌উইন্ এখানে নিজহস্তে একটি অতি উৎকৃষ্ট উদ্যান প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ভাল ভাল গোলাপ গাছ রোপণ করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে চা-পানের জন্য অনুরোধ করিলেন; আমিও সাহ্লাদে স্বীকৃত হইলাম। চা-পানের পর, তাঁহারা টেনিস্‌-খেলা করিবার আয়োজন করিতে গেলেন, আমিও তাঁহাদের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলাম।

এইবার আমরা কয়েকটি গির্জ্জা দেখিলাম। তাহাদের নামই বলি,—বর্ণনা দিবার আর সুবিধা হইবে না। গির্জ্জা কয়টির নাম,—সাণ্টা মেরিয়া ডেগ্‌লি এঞ্জলি, সাণ্টা মেরিয়া মাগোর, স্কালা সাণ্টা সান্ গিয়োভানি, সেণ্ট সিসিলিয়া গির্জ্জা ও জেসুইট্‌ গির্জ্জা। ইহার মধ্যে সাণ্টা মেরিয়া মাগোর গির্জ্জায় প্রসিদ্ধ সেণ্ট ম্যাথর সমাধিমন্দির আছে। স্কালা সেণ্টা বা পবিত্র সোপানাবলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেখিলাম, এই গির্জ্জার



৬

সোপানাবলি বস্ত্রাচ্ছাদিত; পাছে যাত্রীদিগের গমনাগমনে সোপানগুলি নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য এই সোপানগুলি আবৃত রাখা হইয়াছে। এই সিঁড়ি দিয়াই যিশু খৃষ্টকে পাইলেটের সম্মুখে বিচারার্থ লইয়া গিয়া, সেখানে দণ্ডাজ্ঞা হইয়া গেলে, আবার এই সিঁড়ি দিয়াই তাঁহাকে নামাইয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। যাত্রীরা এই সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় প্রত্যেক সিঁড়িতে উঠিয়াই প্রণাম করে। প্রবাদ এই যে, প্রাচীন রোমের সম্রাট কন্‌ষ্টাণ্টাইনের মাতারাজ্ঞী হেলেনা ইহা আরবের প্যালেষ্টাইন হইতে উঠাইয়া রোমে আনিয়াছিলেন।



ভ্যাটিকান প্রাসাদ।



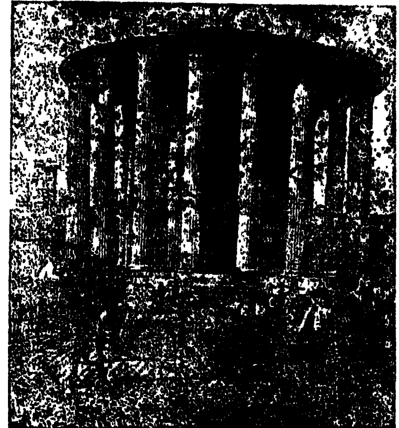
এপিয়ান্ ক্লডিয়স্-নির্ম্মিত রোমের পোর্টোক্যাপেনা হইতে ক্যাপুয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ।

সেণ্ট্ পিটারের মন্দির এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বড় গির্জ্জা হইলেও সান্ গিয়োভানি গির্জ্জারই প্রসার-প্রতিপত্তি অধিক, কারণ স্বয়ং পোপ-মহোদয় এই গির্জ্জার প্রধান-পুরোহিত।

এইবার আমরা মোটরে চড়িয়া নগরের বাহিরে টিভোলি দেখিতে গিয়াছিলাম। পথের মধে ভিলা হেড্রিয়ানের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এখানকার বহুমূল্য দ্রব্যসকল নগরমধ্যে নীত হইয়াছিল। এখন ইটালিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট্ এই স্থানের পুরাকীর্ত্তি রক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।



হেড্রিয়ান্-নির্ম্মিত স্থান্ এঞ্জিলো।



ভেষ্টাদেবীর মন্দির।

এই হেড্রিয়ানের ভিলা বা সম্রাটের বাগানবাড়ির সন্নিকটস্থ অধিকাংশ প্রস্তরমূর্ত্তি ও শিল্পের আদর্শ রোমের বা নেপল্‌সের বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্বশালায় রক্ষিত হইয়াছে। রোমানদের পুরাতন প্রাসাদে ডমিটোরিয়াম বা বমনের স্থান সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এই যে, পুরাকালে রোমকগণ বড় পেটুক ছিলেন এবং তাঁহাদের পেটুকতার

সহায়তার জন্য বিশেষ বিশেষ সেবাদাসী ছিল। তাহাদের একমাত্র কার্য্য ছিল এই যে, এই সকল বহুভোজী নরাকার পশুগণ একদফা খাওয়া শেষ করিলেই তাহাদের গলার মধ্যে ময়ূরপুচ্ছ দিয়া বমন করান; উদ্দেশ্য বমনের পর আবার তাহারা যাহাতে রাশি রাশি গিলিতে পারে এবং সেই বমনের জন্যই এত ভমিটোরিয়ামের আবশ্যক। ইহা পড়িলে আষাঢ়ে গল্প বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা আমাদের প্রত্যেক ধনীর প্রাচীন প্রাসাদে জাজ্জল্যমান। ঠিউলীর ও তৎপার্শ্বস্থ স্থান সকলের দৃশ্য মনোহর, কারণ নাতি-উচ্চ নাতি নিম্ন পাহাড়ের উপরকার দৃশ্য বড়ই সুন্দর মনে হয়। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাটী ফিরিয়া দেখি বন্ধু হরিনাথ দে হোটেলে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার ইতঃপূর্ব্বেই আমাদের সাথি হইবার কথা ছিল। এত দূরে একজন দেশবাসী পাইয়া যে আনন্দ তাহা সেদিন যথেষ্ট উপভোগ করিলাম।

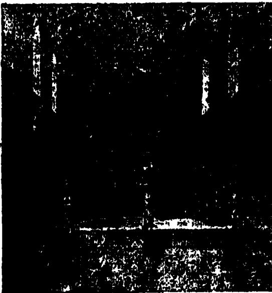


ধীবরদিগের দেবতা সাধু পিটারের গুহা।



প্যালেটীন শৈল-শিখরস্থ শোভনোদ্যান।

কিন্তু কে জানিত যে, এই অতুল প্রতিভার পরিসমাপ্তি এত শীঘ্র হইবে!—কে জানিত যে, বাঙ্গালীর গৌরব, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু হরিনাথ দে মহাশয়কে এত শীঘ্র হারাইব! সে দিন সেই সুদূর রোমের হোটেলে তাঁহাকে



বিশ্ব-বিশ্রুত সিস্টীন্ ভজনালয়।



টাইব্রেরিয়ান্-নির্ম্মিত প্যালেটাইন-প্রাসাদ-সম্মুখবর্ত্তী পাতাল-পথ।

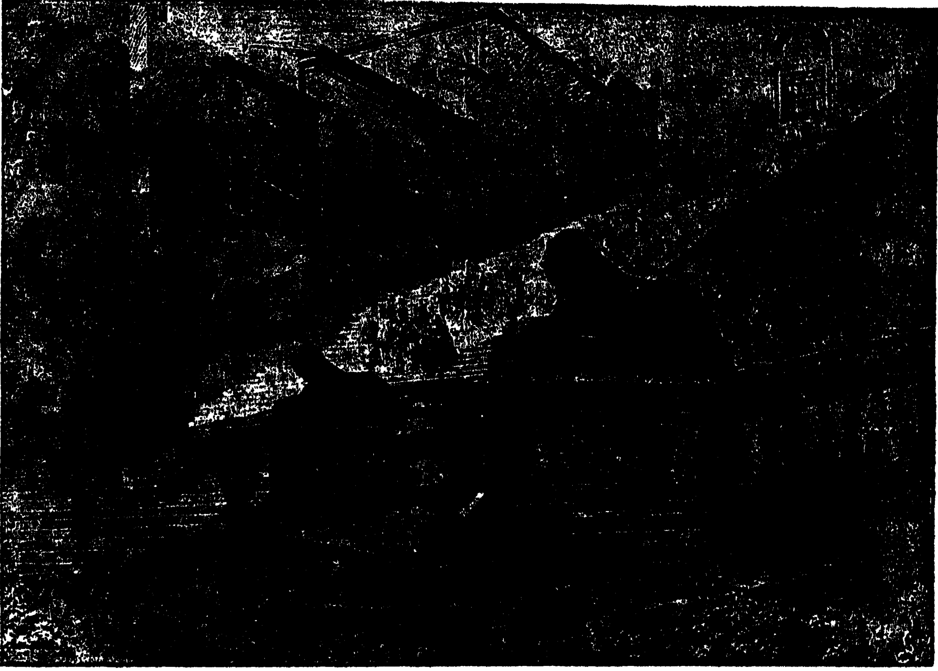
অকস্মাৎ পাইয়া আমার হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, আজ সেই কথা লিখিতে বসিয়া,—সেই দিনের কথা মনে করিয়া,—আমার নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ হইতেছে! হরিনাথ, যে এত অল্প বয়সে, সকল কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া এত শীঘ্র সাধনোচিত ধামে চলিয়া যাইবেন,—সে কথা ত কখনও মনে হয় নাই! অতি অল্প বয়সেই তাঁহার ইহজীবনের খেলা শেষ হইয়া গেল। তাঁহার ন্যায় মনস্বী, বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতকে অকালে হারাইয়া বাঙ্গালী যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সে ক্ষতি কবে, কাহার দ্বারা পূরণ হইবে, কে বলিতে পারে? হরিনাথ দে সত্যসত্যই বাঙ্গালীর গৌরব ছিলেন। আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে তিনি অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন। অকালে, আরব্ধ কার্য্যাবলী অসম্পন্ন রাখিয়াই মনস্বী হরিনাথ চলিয়া গেলেন—বাঙ্গালা দেশ একটি রত্নহারা হইল—আমরাও একটি সহৃদয় বন্ধু হারাইলাম: আজ সেই পরলোকগত বন্ধুর জন্য একবিন্দু অশ্রুবিসর্জ্জন করিলাম। *



পরলোকগত হরিনাথ দে।

* ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট ২৪ পরগণার অন্তর্গত এড়িয়াদহ গ্রামে হরিনাথের জন্ম হয়, আর মৃত্যু ঘটে ১৯১১ সালের সেই আগষ্ট মাসেই! তাঁহার পিতার নাম রায় ভূতনাথ দে, এম-এ, বি-এল বাহাদুর। অল্প বয়সেই হরিনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটে; কিন্তু তাঁহার জননী এখনও জীবন্মৃতা হইয়া আছেন। হরিনাথ রায়পুর হইতে মধ্য প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়া মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তদবধি নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরাবরই বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে ১৪ বৎসর বয়সে সেণ্ট জেভিয়র কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ সালে এফ-এ পরীক্ষায় ইংরেজী ও ল্যাটিনে সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করেন। ১৮৯৫সালে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৯৬সালে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া

সে দিন অপরাহ্নকালে একখানিও ভাড়াটিয়া গাড়ী পাওয়া গেল না ;—তাহারা সেদিন ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। আমরা অগত্যা মোটর্ লইয়াই বাহির হইলাম। আমরা প্রথমে ক্যাপিটল্ পাহাড়ে গিয়া যাদুঘর দেখিলাম।



স্কালা কোলি ( অর্থাৎ দৈববলে নাজারেথ হইতে রোমে স্থানান্তরিত কুমারী মেরীর আবাস বাটী )
এইখানেই যীশুর বধ-দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল।

তাহার পর সাণ্টামেরিয়ার গির্জ্জা দেখিলাম। তৎপরে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া, সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। রোমে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেকগুলি নাগরিক বা প্রাদেশিক আচার ব্যবহার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে দুই একটি উল্লেখযোগ্য। যখন ছেলে মেয়ের দল কোনও স্কুল হইতে বাহির হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলেই বই খুলিয়া পড়িতে পড়িতে চলিয়াছে। আবার এখানে ফুলের হাট হয় ; সেখানে ভদ্রলোকদেরও ফুলবিক্রেত্রী রমণীদিগের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব।

তিনি ১৮৯৭সালে বিলাত-যাত্রা করেন এবং ইংলণ্ডে অবস্থানকালেই গ্রীক্ ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ, ফ্রান্সের সোরবোর্ণ, জর্ম্মাণীর মারবর্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, নানাভাষায় সসম্মানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ পদ্যরচনার প্রতিযোগিতায় অসামান্য প্রশংসালাভ করিয়া ইংলণ্ডের R. A. সোসাইটির সভ্য হন। এইরূপে অসাধারণ শিক্ষাগৌরবে মণ্ডিত হইয়া ১৯০১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ষ্টেট সেক্রেটারির নিয়োগানুসারে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সালে ঢাকা হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলী হন এবং ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সি হইতে হুগলি কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি সংস্কৃত আরবী ও উড়িয়া ভাষায় উচ্চ পরীক্ষা দিয়া যথাক্রমে ২০০০

রোম ত্যাগ করিবার সময় মনে কত ভাবের ঢেউ উঠিল। কত প্রাচীন কীর্ত্তি সময়াভাবে না দেখিয়া ফেলিয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইল; তেমনই আবার কত নূতন কীর্ত্তি দেখার জন্য নূতন উৎসাহ আসিয়া মনকে



টিভোলির রাজপথ।

ঘিরিল। আর্ণো নদীর সৌন্দর্য্যময় অধিত্যকায় স্থিত মেডিচিগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ, কবিবর সেলির লেখনীবলে অমরতা-প্রাপ্ত ফ্লোরেন্স দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়।

পরদিন প্রাতঃকালেই আমরা রোম ত্যাগ করিয়া ফ্লোরেন্সে যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম।

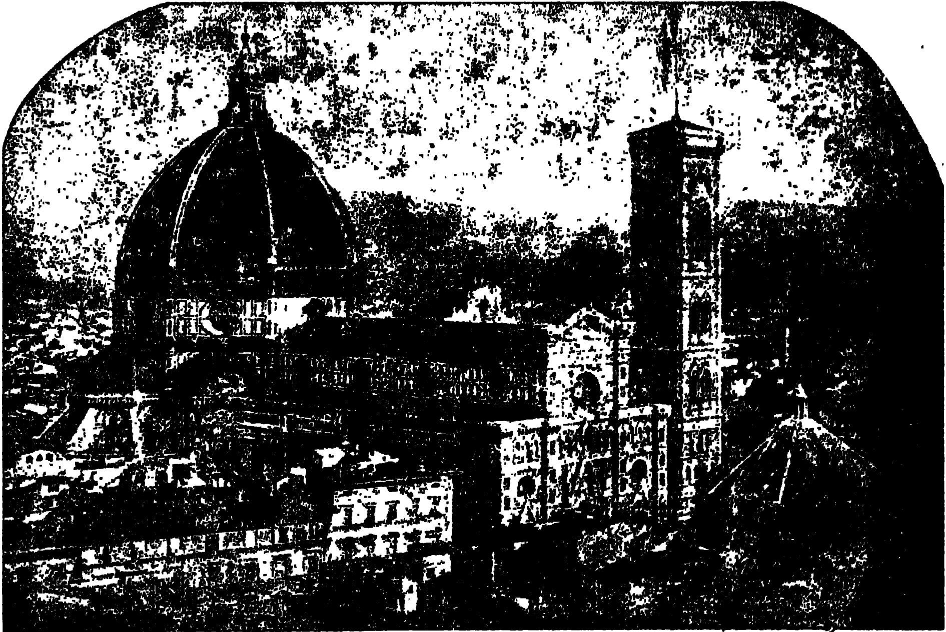
---

২০০০ ও ১০০০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ সালে পালি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিদ্যানুশীলনের জন্য—জ্ঞানার্জ্জনের জন্য এই সময় তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড-যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে পিসেল, রিস ডেভিড প্রভৃতি সহৃদয় পণ্ডিতগণের নিকট বিশেষ প্রশংসালাভ করেন।

# পঞ্চম অধ্যায়

## ফ্লোরেন্স্

যখন আমরা রোম পরিত্যাগ করি, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল; একটু অগ্রসর হইলেই বৃষ্টি থামিয়া গেল। আমরা যে গাড়ীতে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে গাড়ী অনেক রাত্রিতে ফ্লোরেন্সে পৌঁছিল; সুতরাং আমরা অনতিদূর হইতে সহরের দৃশ্য দেখিতে পাইলাম না; পথের মধ্যেও তেমন বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না। রেলপথ কিছুদূর টাইবার্ নদীর তীর দিয়া অগ্রসর হইল। তাহার পরই আমাদের গাড়ী ট্রাসিমেনো (Trasimeno) হ্রদের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। এই হ্রদের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর খৃষ্টের জন্মের দুইশত সত্তর বৎসর পূর্ব্বে হ্যানিবল্ রোমীয় সৈন্যগণকে পরাজিত ও নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।



ফ্লোরেন্সের সাধারণ দৃশ্য।

রাত্রিতে ফ্লোরেন্সে উপস্থিত হইয়া আমরা হোটেলে গমন করিলাম। এই হোটেলটি একেবারে আর্ণো নদীর উপরে অবস্থিত। আমরা যে সময়ে ফ্লোরেন্সে গিয়াছিলাম, তখন নদীতে অধিক জল ছিল না।

পরদিন প্রাতঃকালেই আমরা নগরদর্শনে বহির্গত হইলাম। আমরা দেখিলাম, এই নগরের অট্টালিকা সকল সেই পূর্ব্ব আমলের ধরণেই নির্ম্মিত; বর্ত্তমান সময়ের স্থাপত্যের নিদর্শন এ নগরে বড় অধিক দেখিতে পাইলাম না। আমরা ভারতবাসী; আমাদের দেশের নদীসকল যেমন প্রশস্ত, তেমনই বেগবতী; আমাদের দেশের নদীসকলের সহিত তুলনা করিলে য়ুরোপের বড় বড় নদীগুলিকে ত নদী বলিয়াই মনে হয় না। এই ফ্লোরেন্সের পার্শ্ববাহিনী আর্ণো নদী ইটালীর মধ্যে একটি প্রধান নদী বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু এই নদী আমাদের ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ-স্থিত গঙ্গার খালের অপেক্ষা প্রশস্ত নহে। আর্ণোনদী ফ্লোরেন্স্ নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদীর উভয় তীরেই ফ্লোরেন্স্ নগর। ফ্লোরেন্সের প্রধান দৃশ্য 'লা কাতাদ্রাল্ দি সান্তামারিয়া দেল ফিয়োরি' ( Ta Cattedrale di Santa maria del Fiore ) মন্দির। ইহা মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং ইহা দেখিলে পুরাতন স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্যসত্যই এই গির্জার গঠন এবং ইহার কারুকার্য্য বড়ই সুন্দর। তবে ইহার বাহিরের সৌন্দর্য্য যেমন মনোহর, অভ্যন্তরভাগে তেমন সৌন্দর্য্যের সমাবেশ নাই; সে বিষয়ে রোমের সেণ্ট্ পিটারের মন্দির অনেকগুণে উৎকৃষ্ট। এই মন্দিরের ভিতরে একটি সমাধিস্তম্ভ ও কতকগুলি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি আছে; এতদ্ব্যতীত সেখানে আর কিছুই নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এই স্থানটি আমার বড়ই ভাল লাগিল; কারণ ভজনালয় ও মন্দিরের জাঁকজমক অধিক হইলে, তাহা ঐশ্বর্য্য ও বিলাসেরই পরিচয় প্রদান করে; কিন্তু ভজনালয় যদি সাদাসিদে রকমের হয়, তাহার মধ্যে যদি ঐশ্বর্য্যের গরিমা প্রকাশের চেষ্টা না থাকে, তাহা হইলে তাহার পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য হৃদয়কে অবনত করে। আমরা যখন এই গির্জা দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন মন্দিরের মধ্যে উপাসনা হইতেছিল। উপাসনার শেষে যে গানটি হইল, তাহা শুনিতে বড়ই ভাল লাগিল।



ক্যাম্পানিল্ বা গিয়োটোর টাওয়ার
( গিয়োটোর হস্তরচিত মনোহর কারুকার্য্যখচিত কেথিড্র্যাল্ সংলগ্ন ক্যাম্পানিল্ বা ঘণ্টা-মন্দির )

এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা ক্যাম্পানাইল ( Campanile ) বা ঘণ্টামন্দির দেখিতে গেলাম। এটিও অতি সুদৃশ্য। শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহাবীর নেপোলিয়ন্ যখন ইটালীর অংশ জয় করিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ফ্লোরেন্সের এই ঘণ্টাঘর দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে আমি ইহা উঠাইয়া পারিস্ নগরে লইয়া ইহাকে সেখানে একটা কাচের ঘরের মধ্যে বসাইয়া রাখিতাম।" ইহার সম্মুখেই, রাস্তার অপর পারে, আর একটি গির্জ্জা আছে; ইহা পূর্ব্বে রোমীয় 'মার' দেবতার মন্দির ছিল; তাহার পর খৃষ্টানেরা ইহাকে উপাসনালয় করিয়া লইয়াছে। ইহার পিত্তল-নির্ম্মিত কবাটে বাইবেলোক্ত ঘটনা সকলের চিত্র খোদিত আছে। ইটালীর প্রধান ভাস্করদ্বয় 'এণ্ড্রিয়া পিসানো' ও 'ভিটোরিয়ো ঘিবারটি' যথাক্রমে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই চিত্রগুলি খোদিত করিয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে আমরা প্যালাজ্জো ভেশিয়ো ( Palazzo Vechio ) প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা অতি পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন ইহা ফ্লোরেন্সের 'টাউনহল্'; এবং এখানে প্রসিদ্ধ ইটালিয়ান শিল্পীদের কৃত প্রস্তর মূর্ত্তি বা Statue আছে। ইহারই নিকট পিয়াজ্জা দেলা সিনোরিয়া ( Piazza della Signoria ) নামক চক্। এই চকের মধ্যে একটি তাম্রফলক আছে; তাহাতে লেখা আছে যে, এই স্থানে স্পেন্‌দেশীয় ধর্ম্মযাজকগণের আদেশে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ( Savonarola ) সাভোনারোলাকে দগ্ধ করিয়া মারা হয়।

এই স্থান হইতে আমরা ইউফিট্‌সি পেলেস ( Uffizi Palace ) দেখিতে গেলাম। এখানে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। র‍্যাফেল্, তিসিয়ান্, রুবেন্‌স্, রেম্‌ব্রান্ত, ভেলাস্‌কেজ্ প্রভৃতি অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকরের অসামান্য চিত্র সকল দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যাহারা চিত্রের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহারা হয় ত এই স্থানে আসিয়া বিশেষ চিত্তাকর্ষক কিছু পাইবে না; কিন্তু যাহারা চিত্রাঙ্কনের তুলিকার বিশেষত্ব বোঝে, যাহারা প্রত্নতাত্ত্বিক, তাহারা এস্থলে ঘণ্টার উপর ঘণ্টা, দিনের উপর দিন অবাধে কাটাইতে পারে। এই স্থান হইতে আমরা একটি ঢাকা পোল বা শূন্য সুরঙ্গ দ্বারা পিটি চিত্রালয় (Pitti Picture Gallery) দেখিতে গেলাম। এই পথটী বা পোল আর্ণো নদের উপর এবং এইরূপ সেতু ইটালিতে কেবল ভিনিসে আর একটি আছে। পিটি-পেলেসে খ্যাতনামা ইটালিয়ান চিত্রকরদের অঙ্কিত বহু মূল্যবান চিত্রাদি ত আছেই, তদ্ব্যতীত এ স্থানে বহুবিধ প্রস্তর মূর্ত্তি, বহুমূল্য মোসেক কার্য্যের টেবল আদিও আছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে বেলা হইয়া গেল। তাই হোটেলে ফিরিলাম। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজের পরই ফ্লোরেন্সের প্রাচীন রাজবংশধর মেডিচিগণের সমাধি সকল যে ভজনালয়ে আছে, তথায় গেলাম। এই স্থানের সমাধিমন্দিরগুলিতে বিভিন্ন বর্ণের মার্ব্বেলের কারুকার্য্য আছে এবং একটি সমাধির উপর প্রসিদ্ধ শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর Night and day নামক প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাহাকে ফরাসীকবি ডে মুসে De Muset গাথার দ্বারা অমর করিয়া গিয়াছেন।

এখান হইতে সেণ্টা ক্রোসে (Santa Croces) ভজনাগার দেখিতে যাওয়া গেল। ইহার মধ্যে ফ্লোরেন্সের স্বনামধন্য অনেক কৃতি সন্তানের সমাধি আছে। বাইরণ্ এই সেণ্টা ক্রোসেকে তাঁহার 'Child Harold's Pilgrimage' এ অমর করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বাইরণের কবিতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই স্মরণ আছে—

**"In Santa Croces's holy precincts lie**
**Ashes which make it holier—"** ইত্যাদি।



৭

অপরাহ্নকালে আমরা আর অধিক ভ্রমণ করিতে পারিলাম না। সাণ্টা ক্রোসে দেখিবার পর আনান-জিয়াটার গির্জ্জা ও ফ্লোরেন্সের হাট-বাজার, দোকান প্রভৃতি দেখিয়াই হোটেলে চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রথমে আমরা একটি গির্জ্জা দেখিয়া পরে পিটি পেলেস ( Pitti Palace ) দেখিলাম। ইহা পুরাকালে একজন ধনাঢ্য বণিকের ছিল ; এক্ষণে ইহা ইটালীয়রাজার একটি রাজভবন। এখানে অনেক বহু-মূল্য আসবাবপত্রাদি আছে। সেদিন সকালে আরও দুই একটি চিত্রশালা দেখিয়া অপরাহ্নে ফ্লোরেন্সের প্রসিদ্ধ মিনিয়াটো হিল নামক পর্ব্বতোপরিস্থিত পল্লী দেখিতে যাওয়া গেল এবং তথায় ধনীগণের বাসভবনাদি অবলোকন করিতে করিতে যে স্থানে বসিয়া প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ গেলিলিও প্রতিদিন আকাশের দিকে তাকাইয়া সৌরজগতের ও তারকামণ্ডলীর গতিবিধি চিন্তা করিতেন, সেই মন্দিরটি ও তথাকার গির্জা দেখিয়া আমরা ক্রমে স্থানীয় পার্ক ও ঘোড়দৌড়ের মাঠ দেখিতে গেলাম। পরে আমরা, রবিবার জন্য পার্কের মধ্যে যে সকল লোক দলে দলে উৎসবের বেশে বেড়াইতেছিল, ব্যাণ্ড আদি শুনিতেছিল, তাহাদের দেখিতে দেখিতে ক্যাসিনোর এক প্রান্তস্থিত কোলা-পুরের মহারাজা রামছত্রপতির সমাধির সম্মুখে উপনীত হইলাম।

মহারাজ রামছত্রপতি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপ ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। ভ্রমণ শেষ হইলে তিনি দেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় ফ্লোরেন্সে আসিয়া তিনি পীড়িত হন এবং এই স্থানেই নিউমোনিয়া রোগে ঐ অব্দের ৩০এ নবেম্বর তারিখে প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর মাত্র। এই নবীন বয়সে নির্ব্বান্ধব স্থানে ভারতের একজন মহারাজ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহারই সমাধির নিকট আমরা উপস্থিত হইলাম। আমরা মনে করিয়াছিলাম, হয় ত বা এ দেশের লোকের রুচি অনুসারেই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে ; কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলাম, সমাধি-মন্দিরটি আমাদের দেশের মন্দিরেরই মত। এই সুদৃশ্য ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে মহারাজ-বাহাদুরের একটি প্রস্তরময় মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানে যাইবার পূর্ব্বেই আমি আমার ভৃত্যদিগকে বলিয়া গিয়াছিলাম যে, তাহারা যেন কয়েকটি ফুলের মালা ও স্তবক সংগ্রহ করিয়া সেই স্থানে যায়। আমি আমার স্বদেশবাসী মহারাজের সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়াই সেই পুষ্পমাল্য প্রস্তরমূর্ত্তির গলায় পরাইয়া দিলাম এবং স্তবকগুলি মূর্ত্তির নিম্নে রক্ষা করিলাম। সে সময় আমার মনে এক উধাও ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমি নিজে কবিতা যে বেশী লিখি তাহা নহে ; তবু সেইদিন এই সমাধি-স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া আমি একটি ইংরেজি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেই কবিতাটি ও একটি বন্ধুকৃত তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

No courtiers here thy beck obey,
No beauteous Queens here grace thy side,
Alone, alas, thy ashes stay,
Alone, by Arno's rushing tide.
The wandering winds thy fate bemoan
Forgot, forsaken, left alone.
Forgot, alas, but wherefor mourn
Since such is life, O lonely Chief!

Though thou in life's sweet prime wast torn,
Torn by that cruel, heartless thief,
That thief whom mortals 'Teacher' call,
The Fate that teacheth truth to all.
Thy heart I ween, was filled with love ;
With youthful hopes, ambitions high,
What time thy Spirit soared above,
And bade this weeping earth good-bye.
Obeying Him Who thee did call
Perchance to beautify His Hall.
Ah ! Life is but a mocking dream
Fraught with vexation, pain and grief :
And Good and Evil ever seem
Commingled in it, Indian Chief !
What lies beyond—Ah who can tell ?
My countryman, Farewell, Farewell !

আজ্ঞাবহ অনুচর নাহি কেহ হেতা,
রূপসী রাণীরা আজি নাহি তব পাশে,
ভস্মশেষ একা তুমি, রাজকুলনেতা !
শিথানে বহিছে আর্ণো উন্মদ উচ্ছ্বাসে !
গায়িতেছে শোকগাথা উদাসী পবন,
বিস্মৃত, বান্ধবত্যক্ত—মরণ-মগন !

বিস্মৃত ! কি খেদ তাহে ? জীবনের গতি
এমনি ত চিরদিন—এ ছার-সংসারে,
ঝঞ্ঝাছিন্ন পুষ্প-সম—ওগো নরপতি !
অকালে জীবনশেষ কালের প্রহারে।
চোর-রূপী মহাকাল—ভাগ্য-নিয়ামক,
সত্যশিক্ষা দেয় নরে, সে মহাশিক্ষক।

কত আশা ভালবাসা, কত কল্পনায়,
পরিপূর্ণ ছিল যবে কোমল পরাণ,

সহসা ফুরাল স্বপ্ন—লইলে বিদায়
ব্যথিতা ধরণী কাছে, করিলে প্রয়াণ
মহেন্দ্র-মন্দির পানে, তারি আবাহনে—
সাজাতে সে পুণ্যধাম—অমৃত-কিরণে।

বিড়ম্বনাময় এই মানব-জীবন,
শোক-দুঃখ যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ নিরন্তর,
ভাল-মন্দ আলো-ছায়া একত্র মিলন,
কে বুঝিবে এ রহস্য ওহে মহাজন!
কি আছে এ সিন্ধুপারে? কে বলিবে হায়!
হে মোর স্বদেশবাসী, বিদায়, বিদায়!

আমি যখন মহারাজের সমাধির উপর পুষ্পরাশি স্থাপিত করিতেছিলাম, তখন ঐ দেশের অনেকগুলি লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। আমার কার্য্য দেখিয়া ভক্তিভরে তাহারা মস্তকের টুপি খুলিয়া ফেলিল এবং সকলেই অবনত মস্তকে আমার এই কার্য্যে যোগদান করিল। কাহারও মুখে একটি কথা নাই; হঠাৎ সকলেরই হৃদয় যেন বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইল। তাহাদের এই ভাব দেখিয়া, আমি বড়ই প্রীতি অনুভব করিলাম।

আর একটি কথা বলিয়াই আমার ফ্লোরেন্স্-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শেষ করিব। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রাম ছত্রপতি ফ্লোরেন্সে আসিয়া, আমি যে হোটেলে ছিলাম সেই হোটেলেই ছিলেন এবং শুনিলাম আমি হোটেলের যে কক্ষটিতে অবস্থান করিয়াছিলাম, তিনিও সেই কক্ষেই ছিলেন এবং সেই কক্ষেই তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## ভিনিস

ফ্লোরেন্স্ হইতে আমরা ভিনিসে চলিলাম। রাত্রি প্রায় আটটার সময়, সান্ধ্য-ভোজনের একটু পূর্ব্বেই, আমরা ভিনিস সহরে উপস্থিত হইলাম। সে দিন ১৪ই মে। ভিনিস যাইবার পথে, আমরা ইটালীর প্রধান নদী 'পো' অতিক্রম করিয়া গেলাম। পথের মধ্যে বোলোনা ও পাদুয়া, এই দুইটি সহরও পার হওয়া গেল; কিন্তু ষ্টেসন্ দুইটিতে আর নামিবার অবকাশ হইল না!



রাত্রি আট্‌টা বলিলে, আমাদের দেশে বুঝি যে, প্রায় দুইঘণ্টা রাত্রি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ভিনিসে যখন আমরা পৌছিলাম, তখন ঘড়িতে ঠিকই আট্‌টা বাজিয়াছিল, অথবা বাজিবার দুই দশ মিনিট বিলম্ব ছিল; কিন্তু তখনও সেখানে রাত্রি আসিবার সূচনা দূরে থাকুক—তাহার পূর্ব্বাভাস পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই, অর্থাৎ, তখন গোধূলি সময়! সুতরাং, আমরা অন্ধকারের মধ্যে ষ্টেসনে উপস্থিত হই নাই,—গোধূলি সময়ের আলোকে সহরটি আমরা বেশ দেখিতে পাইলাম।

এড্রিয়াটিকের রাজ্ঞী—এই ভিনিস্ সহরে প্রবেশ করিবামাত্রই একটি দ্রব্য সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়;—তাহার নাম ( Gondola ) 'গণ্ডোলা'। নামটা শুনিলে হয় ত প্রথমেই কাহারও, বিশেষতঃ ঔদরিকের মনে হইবে, ইহা হয় ত রসগোল্লা, বা ঐ রকম কিছু মিষ্টান্ন, এবং তাহাতেই ইহা সর্ব্বপ্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে 'গণ্ডোলা' মিষ্টান্ন নহে,—নৌ-যানবিশেষ। এদেশে একটি প্রবাদ আছে—'Horse, Venice has never seen,' অর্থাৎ 'ভিনিস কখন ঘোড়া দেখে নাই।' কথাটা ভারি সত্য; ভিনিসের লোকেরা জলপথে যাতায়াত করে; দেশে বড় রাস্তা নাই, আছে খাল আর ঘাট। ভিনিস যে জলের সহর;—সেখানে 'গণ্ডোলা' ব্যতীত কোথাও যাইবার অন্য গতি নাই; এই 'গণ্ডোলাই' সেখানকার সমস্ত প্রকার

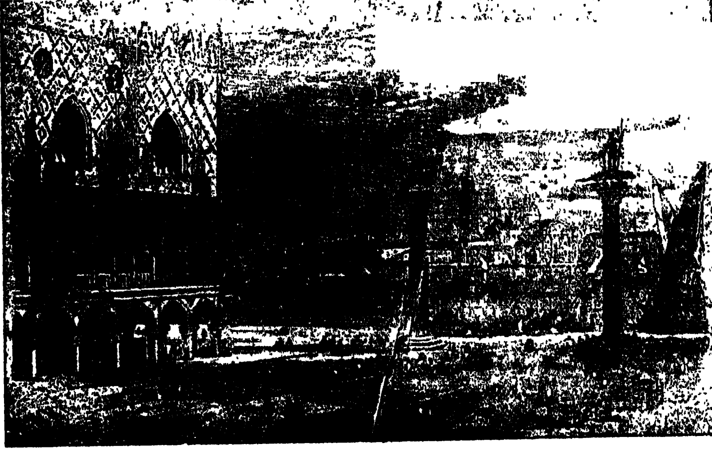
যানের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। এই গণ্ডোলাগুলির উপর একটা করিয়া আবরণ থাকে। সেই আবরণটা তুলিয়া ফেলিলেই নৌকা ও নৌকার মধ্যে বসিবার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটা ব্যাপার দেখিলাম; গণ্ডোলা সকলগুলিই কালরংঙে মণ্ডিত, কোন খানিতে কাল ব্যতীত অন্য রং দেখিলাম না। ইহার কারণ শুনিলাম দুইটি। কেহ কেহ বলেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এখানকার লোকেরা এমন বাবু ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা নিজেদের গণ্ডোলাগুলিকে অধিক চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া নানাবর্ণে, নানাপ্রকার কারুকার্য্যে, সুসজ্জিত করিত। এই অনর্থক অর্থব্যয় নিবারণ করিবার জন্য সে সময়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই আদেশ প্রচার করেন যে, কেহ গণ্ডোলা কাল ব্যতীত অন্য কোন রংয়ে সুশোভিত করিতে পারিবে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কাল রং শোকচিহ্ন-প্রকাশক, গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক; তাই দেশের লোকে কাল রংটাই পসন্দ করে। সেইজন্য এখানকার গণ্ডোলাগুলি নিরবচ্ছিন্ন কাল রঙে মণ্ডিত হইয়া আসিতেছে; বহুকালাগত প্রথা বলিয়া কেহ আর উক্ত রঙের পরিবর্ত্তন করে না।—শেষোক্ত কারণটাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।



দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু।

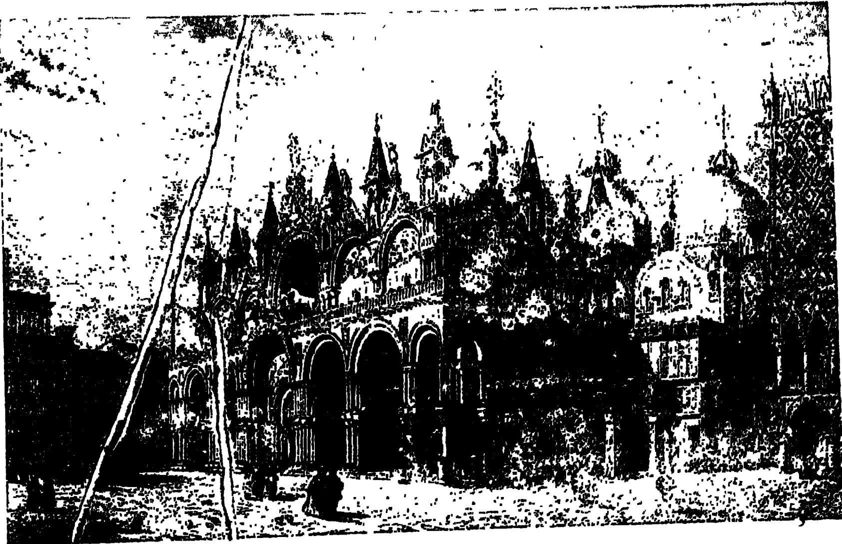
ষ্টেসন্ হইতে বাহির হইয়াই আমরা এই গণ্ডোলায় চড়িয়া বসিলাম। তাহার পর যেটি প্রধান খাল, অর্থাৎ Grand Canal, তাহাতে গিয়া পড়িলাম। খানিক দূর এই বড় খাল দিয়া গিয়া, ছোট খালে পড়িলাম, এই রকমে অনেকগুলি ছোট খাল অতিক্রম করিতে হইল। পথে যাইতে যাইতে সহর নীরব হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল, কারণ নৌকার দাঁড়ের আঘাতে জলের শব্দ ব্যতীত, আর কিছুই আমাদের কর্ণগোচর হইল না। তবে মধ্যে মধ্যে গতিশীল নৌকার মাঝিরা উচ্চৈঃস্বরে 'ডাইনে—বাঁয়ে' প্রভৃতি বাক্যোচ্চারণে অপর নৌকাগুলিকে সতর্ক করিয়া সেই নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। ছোট ছোট খালের মধ্য দিয়া এই সকল গণ্ডোলা অবিশ্রান্ত যাতায়াত করিতেছে, অথচ সংঘর্ষ হয় না; ইহা দেখিয়া মাঝিদিগের নৌ-চালন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়। খালের দুই পার্শ্বে অসংখ্য ঘাট; আর সেই সকল ঘাটের সম্মুখে নৌকা বাঁধিবার কাষ্ঠের খুঁটী। প্রায় সকল বাড়ীর সম্মুখেই একটি করিয়া ঘাট। আমাদের হোটেলে পৌছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই,

আমরা সেই বিখ্যাত সেতু 'Bridge of Sighs' অর্থাৎ 'দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু' পার হইয়া গেলাম। ইহার নাম দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে কেন, তাহা পরে বলিব; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, হোটেলের সম্মুখে যখন আমরা গণ্ডোলা হইতে নামিলাম, তখন আমার সঙ্গী ডাক্তার মহাশয় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।



পিয়াজ্জেটা

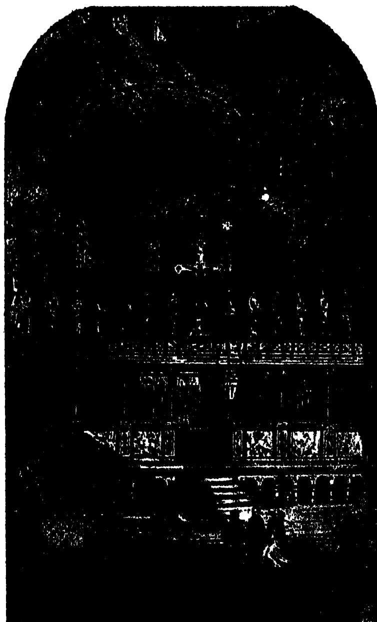
আমরা যে হোটেলে গেলাম, সেটি পূর্ব্বে হোটেল ছিল না, তাহা একটি রাজ প্রাসাদ ছিল; এখন তাহা পান্থশালা হইয়াছে। বাড়ীটি দেখিতে বেশ; কিন্তু একটা অসুবিধা আছে। এই হোটেলের পশ্চাৎভাগ দিয়া একটা অতি সরু গলিপথ আছে; সেই পথ দিয়া দিনরাত্রি লোক-জন চেঁচামেচি ও গান করিতে করিতে যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহাতে নবাগত পান্থের প্রথম প্রথম বড়ই বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়; কিন্তু বেশী দিন থাকিলে, ক্রমে সকল গোলমাল সহিয়া যায়।



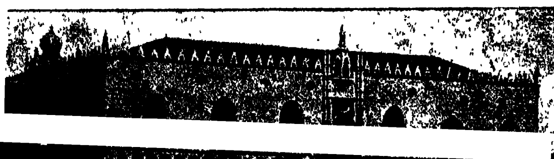
সেণ্ট মার্কের গির্জ্জা।

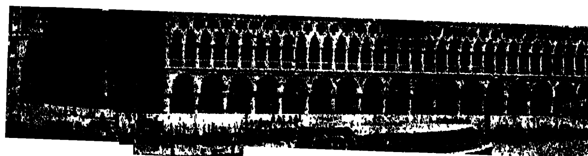
রাত্রিতে আর কোথায় যাই'ব,—বা কি দেখিব! পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই, হাতমুখ ধুইয়া আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমাদের হোটেলের অতি নিকটেই ভিনিসের বিখ্যাত পিয়াজ্জেটা (Piazetta) বা

সেণ্ট্ মার্কের স্কোয়ার বা ভ্রমণ-স্থান। আমরা পদব্রজেই এই ভ্রমণস্থানে গমন করিলাম। যদিও ভিনিস সহরটার অষ্ট পৃষ্ঠে খাল; তবুও যেটা সহরের কেন্দ্রস্থল, সেখানে পদব্রজে যাওয়া যায়; কিন্তু এই সামান্য পথটুকুও যাইতে হইলে কতগণ্ডা খালের সেতু পার হইতে হয়! সহরের অভ্যন্তর ভাগটা যেন একটা দ্বীপ—তাহার সব দিকই খালের দ্বারা বেষ্টিত। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি এই সহরের সর্ব্বত্রই পদব্রজে যাইতে পারেন; তবে দুই চারি পা গেলেই এক একটা সেতু পার হইতে হইবে। এই সেণ্ট মার্কের স্কোয়ারের তিনদিকে পুরাতন রাজপ্রাসাদ, আর একদিকে বাইজেণ্টাইন্ স্থাপত্যশিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের অন্যতম—সেণ্ট্ মার্কের গির্জ্জা। বৃত্ত, গম্বুজ এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান—এই গুলিই গ্রীক্‌দিগের এই বাইজে-ণ্টাইন্ স্থাপত্যশিল্পের বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর শিল্পের আর একটি মাত্র আদর্শ এখনও আছে—সেটি ইস্তাম্বুলের সেণ্ট্ সোফিয়ার গির্জ্জা। এই গির্জ্জা দুইটি দেখিলে মুসলমান-দিগের মস্‌জিদ বলিয়া মনে হয়। সেণ্ট্ মার্কের পরেই প্রাসাদ। ভিনিসের বিখ্যাত ক্যাম্পানৃহিল্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; অমরা যখন গিয়াছিলাম তখন তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইতেছিল। এই স্কোয়ারের চারিপার্শ্বে যে সমস্ত খিলান আছে, তাহাতে অনেকগুলি দোকান বসিয়াছে; আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত দুইটি প্রধান দোকান দেখিলাম; একটি কাচের দোকান, আর একটি চামড়ার দোকান। এই দোকান-গুলি পূর্ব্বতন প্রাসাদের নিম্নতলে অবস্থিত; ইহার দ্বিতলের কতকটা এখনও রাজপ্রাসাদ রূপে ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্টভাগে সরকারী আফিস্-আদালত স্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর আমরা সল্‌ভিয়াটি জেস্থরামের লেস্ বা চিকণের কারখানা দেখিতে গেলাম। ভিনিসের লেস্ নির্ম্মাণের কারখানাগুলি দেখিবার উপযুক্ত। শত শত স্ত্রীলোক এই কারখানায় কাজ করিতেছে, তাহাদের কার্য্য-প্রণালী, কার্য্যকুশলতা এবং পরিচ্ছন্নতা, সর্ব্বোপরি শিল্প-নৈপুণ্য, দেখিবার



সেণ্ট্ মার্কের গির্জ্জার অভ্যন্তরভাগ।





পুরাতন রাজপ্রাসাদ

মত বটে। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই কারখানার কাজ দেখিলাম। এই সকল কারখানায় যে সুধু লেসই নির্ম্মিত হয়, তাহা নহে ; এখানে পর্দ্দা, কার্পেট্ প্রভৃতিও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। খাল হইতে রাজপ্রাসাদ দেখিতে অতি সুন্দর ; কিন্তু এই প্রাসাদের বাহ্যসৌন্দর্য্যই যে মনোরম, তাহা নহে—ইহার অভ্যন্তরভাগও অতি সুদৃশ্য। প্রাসাদের মধ্যে আমরা অনেক অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য, অনেক ভাস্কর্য্য ও চিত্র দেখিয়াছিলাম। প্রাসাদের মধ্যে অনেকগুলি ঐতিহাসিক স্থানও দেখিলাম, যথা—যে স্থানে 'দশজনের সমিতি' ( Council of Ten ), 'তিন জনের সমিতি' ( Council of Three ) ইত্যাদি সমবেত হইত। আরও একটা কৌতূহলজনক ব্যাপার দেখিলাম ;—প্রাসাদের অনেক স্থানে দেওয়ালের মধ্যে বাক্সের মত স্থান রহিয়াছে ;—আমাদের দেশে রাজপথপার্শ্বে বাড়ীর দেওয়ালে যেমন ডাকের বাক্স থাকে, এগুলিও ঠিক সেই রকমের! যাহারা বিনামী দরখাস্ত দিতে চাহিত, তাহারা লোকের অজ্ঞাতসারে এই সকল বাক্সে তাহাদের চিঠিপত্র ও দরখাস্ত দিয়া যাইত ; তাহার পর, রাজপুরুষেরা সেই সকল দরখাস্ত লইয়া তাহাদের সত্যমিথ্যা অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা করিতেন!—এই রাজপ্রাসাদ দেখিলে, সেকেলে ভিনিস সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। এই প্রাসাদ যাঁহারা দেখিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন এখানকার সেকেলে কারা-কক্ষগুলি দেখিয়া আসেন। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতুর ( Bridge of Sighs ) পার্শ্বস্থ এই কক্ষগুলি দেখিবার সময়, আমাদের পথপ্রদর্শক একটি কক্ষ দেখাইলেন, এই কক্ষে মেরীনো ফ্যালীরোর (Marieno Faliero) মস্তক দেহচ্যুত করা হইয়াছিল। আর একটি কারাকক্ষ দেখিলাম ;—পথপ্রদর্শক বলিলেন যে, ভিনিসের কারাকক্ষগুলি কেমন, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডের কবিবর বায়্রণ্ ঐ কক্ষে একবার ২৪ ঘণ্টা আবদ্ধ ছিলেন। রাজনৈতিক অপরাধীদিগের জন্যই এই সকল কারাকক্ষ ব্যবহৃত হইত। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু পার হইয়া অপর পারে যে সকল কারাকক্ষ আছে, সেগুলি এখন দেওয়ানী কয়েদীদিগের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারাগারগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, কেন সেতুর নাম 'দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু' হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন এই সেতুর উপর দিয়া বন্দীদিগকে নির্জ্জন কারাগারে লইয়া যাওয়া হইত, তখন তাহারা বুঝিতে পারিত যে, তাহারা আর জীবিত কালে বহুদিন বাহির হইতে পাইবে না, আর পৃথিবীর মুখ দেখিতে পাইবে না, আর লোকালয়ে আসিতে পারিবে না! তাই, তাহারা এই সেতুর উপর দাঁড়াইয়া, জন্মের মত ধরণীর শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইত, এবং তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কারাগারে চলিয়া যাইত। সেই জন্যই, হয় ত, এই সেতুর উক্তবিধ নামকরণ হইয়াছে।—প্রাতঃকালের মত সহর দেখা শেষ করিয়া, আমরা হোটেলে আসিলাম।

অপরাহ্ণকালে আমরা একখানি মোটর-লঞ্চে জলপথে ভ্রমণে বাহির হইলাম। এবার আমরা এড্রিয়াটিক্ সাগরের একটি শাখা, রিভা ডেগ্লি শিয়াভোনি ( Riva degli Schiavoni ), দিয়া ভিনিস হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী মুরাণো দ্বীপ দেখিতে গেলাম। এই দ্বীপের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যই যে আমরা সেখানে গিয়াছিলাম,—ঠিক তাহাই নহে ; এখানকার কাচের কারখানা একটা প্রধান দ্রষ্টব্য। কেমন করিয়া কাচ প্রস্তুত হয়, কেমন করিয়া তাহা হইতে সুন্দর সুন্দর দ্রব্য, পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে,—তাহাই দেখিবার জন্য আমরা এখানে গিয়াছিলাম। ভিনিসে অনেকগুলি কাচের কারখানা আছে ; কিন্তু এই দ্বীপে যেটি আছে, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এখানে যাহারা কাজ করিতেছে, তাহারা অতি সামান্য বেতন পাইয়া থাকে ; কিন্তু এই সামান্য পারিশ্রমিকেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা এখানে কাজ করিয়া থাকে। এখানে একটা গির্জ্জা ও যাদুঘরও আছে। এই সকল স্থান যাহারা দেখিতে গিয়াছে, তাহারা সকলেই একখানি পরিদর্শন-পুস্তকে স্ব স্ব নামধাম লিখিয়া রাখিয়া

আসিয়াছে ! ভিনিসের অনেক প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য-স্থানেই এই প্রকার পরিদর্শন-পুস্তক দেখিয়াছি। এই সকল পুস্তকের পাতা উল্টাইলে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির স্বাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়;—দেখিতে পাওয়া যায় যে, শুধু য়ুরোপের নহে, পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যদেশের লোকেরাই এই সকল স্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন।

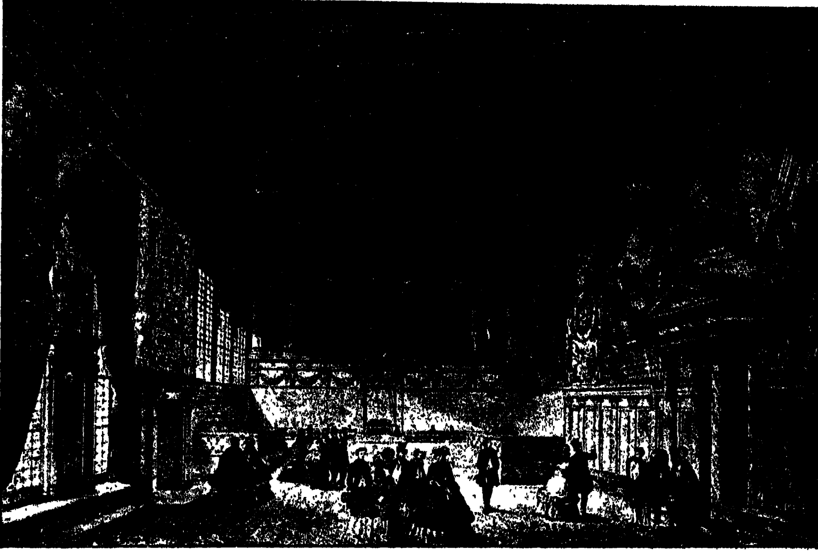


রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ।

এই স্থান হইতে আমরা লীডো দ্বীপ ( Isle of Lido) দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে আমরা ঘোড়া দেখিতে পাইলাম; এখানে অশ্ববাহিত ট্রাম আছে। এই দ্বীপটি ভিনিসবাসীদিগের স্নানের স্থান। এখানে স্নানের নানা আয়োজন ও নানা সরঞ্জাম দেখিলাম। গ্রীষ্মকালে এখানে একেবারে লোকারণ্য হইয়া পড়ে। এই লীডো দ্বীপ ভিনিস হইতে দেড় মাইল দূরে। সেখান হইতে ফিরিবার সময়, আমরা স্যালা ডেল্ ম্যাগিয়োর ভজনালয় দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তৎপরে আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া, রাত্রি আটটার পর আহারাদি শেষ করিয়া, পুনরায় গণ্ডোলায় চড়িয়া নৈশভ্রমণে বাহির হইলাম। এবার আমরা গান শুনিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। ভিনিসে আসিলাম, অথচ গান শুনিলাম না,—তাহাও কি হয়? তাই আমরা গান শুনিবার জন্য শাস্তি গিয়োভ্যানি ই পেওলো নামক ভজনালয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম, অনেকগুলি নৌকা সেখানে একত্র রহিয়াছে; সকল নৌকাতেই আলোক জ্বলিতেছে, নৌকাগুলিও সুসজ্জিত করা হইয়াছে; নৌকার উপর চিনে লণ্ঠনে অনেক বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাত্রিকালে খালের মধ্যে এই আলোকোজ্জ্বল নৌকাগুলি বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে এড্রিয়াটিক্ সাগরের বন্দরে অবস্থিত জাহাজগুলির প্রচণ্ড আলোক-রশ্মি ( Search light ) এই স্থানের উপর পতিত হইয়া সহসা অন্তর্হিত হইতেছিল। এই আলোকের সাহায্যে প্রাসাদগুলি ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং আরব্য-উপন্যাসের আলাদিনের রাজপ্রাসাদের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিল। অনেকগুলি নৌকায় গান চলিতেছিল! একখানি নৌকায় একটি বালিকা অতি সুন্দর গান গায়িতেছিল। আমরা অনেকক্ষণ তাহার গান শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সকল নৌকারই গান থামিয়া গেল, নৌকাগুলিও সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাহার যেদিকে ঘর, সেইদিকে চলিয়া গেল; চাঁদের হাট ভাঙ্গিল।—আমরাও হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রামের আয়োজন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে একখানি গণ্ডোলা লইয়া আমরা (Royal Academy of Fine Arts ) রাজকীয় প্রধান শিল্পাগার দেখিতে গেলাম। সেখানে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিলাম; তাহাদের বিশেষ বিবরণ দিতে গেলে, প্রকাণ্ড একখানি পুঁথি হইয়া পড়ে। এখান হইতে আমরা পুনরায় সেণ্টমার্কের ভজনালয়ের দিকে গেলাম। পূর্ব্ব দিন যদিও এই ভজনালয় দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে উপর উপর। তাই আমরা আজ

আবার সেই ভজনালয় দেখিতে গেলাম; এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা স্থানে ঘুরিয়া, সে বেলার মত ভ্রমণ শেষ করিলাম।



স্কালা ডেল্ ম্যাগিয়োর।

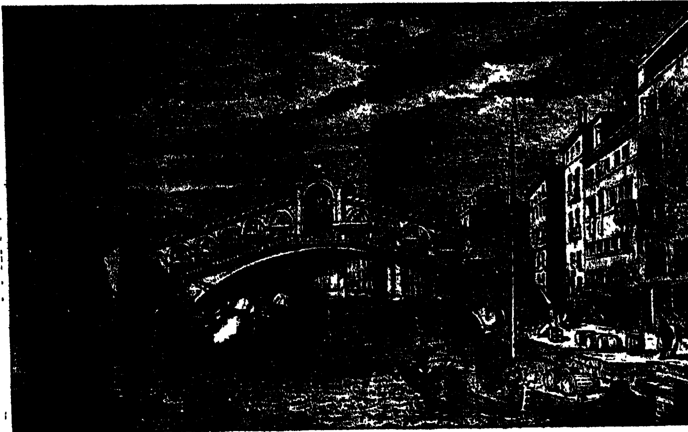
অপরাহ্নে আমরা রিয়াল্টো সেতু ( Rialto Bridge ) দেখিতে গেলাম। রিয়াল্টো নামটা শুনিয়াই আমাদের মহাকবি সেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট্ অব্ ভিনিসে'র কথা মনে হইল। কবিবর এই সেতুটিকেই তাঁহার নাটকের পাত্রপাত্রীদিগের অনেকের মিলনস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, এই সেতুই মিলনস্থান নহে; সেতুর নিকটবর্ত্তী একটি স্থান আছে, সেক্সপীয়র সেই স্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই স্থানে এখন একটা বাজার বসিয়া থাকে। এখান হইতে বড় খাল দিয়া যাইবার সময় আমাদের পথপ্রদর্শক অস্ত্রাগারের পার্শ্বে একটি বাড়ী দেখাইলেন; সেই বাড়ীতে 'ওথেলো'র 'ক্যাশিও' বাস করিতেন। এই খালের পার্শ্বে অনেকগুলি অট্টালিকা দেখিলাম; শুনিলাম, সেগুলি পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ছিল—এখন সেগুলি অযত্নে পড়িয়া আছে; কোন কোন প্রাসাদে এখন দোকান বসিয়াছে। এইবার আমরা সেণ্ট্ নাজেরাস্ দ্বীপের উপর অবস্থিত আরমাণী গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। এই দ্বীপটি আরমাণীদিগের অধিকারভুক্ত, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা ইটালিয়ান্ রাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার আরমাণী গির্জ্জার অবস্থা খুব ভাল। এখানে একটা প্রকাণ্ড পুস্তকালয় আছে; আমরা সেই পুস্তকালয়ে বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুঁথি দেখিলাম। এই পুস্তকালয়ে একখানি টেবিল দেখিলাম; আমাদের গাইড



শান্তি গিয়োভ্যানি ই পেওলো।

মহাশয় বলিলেন যে, লর্ড বায়্রণ্ যখন এখানে আসিয়া আরমাণী ভাষা শিক্ষা করিতেন, তখন তিনি এই টেবিল খানির সম্মুখে বসিতেন। এই গির্জ্জার পাদরী মহাশয়েরা এখানে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিয়াছেন; সেই মুদ্রাযন্ত্রে ধর্ম্মপুস্তকাদি ছাপা হইয়া থাকে। এই গির্জ্জার প্রধান পাদরী মহাশয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে একখানি আরমাণী বাইবেল দিলেন; খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে ১৬টি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ রহিয়াছে। এই গির্জ্জার সংস্পৃষ্ট একটা মানমন্দিরও আছে; দেখিলাম সেখানে মানমন্দিরের জন্য ব্যবহারোপযোগী অনেক যন্ত্র রহিয়াছে। তৈমুর লঙ্গের পুর্ব্বপুরুষ মহাবীর জেঙ্গিস্ খাঁয়ের একখানি চেয়ার এখানে রক্ষিত হইয়াছে! ভারত-লুণ্ঠিত দ্রব্যরাশির মধ্য হইতে এই চেয়ারখানি যে কেমন করিয়া সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া এখানে, এই ভজনালয়ে, আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না! শুনিলাম এখানকার পুস্তকালয়ে বসিয়াই কবিবর লর্ড বায়রণ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কাব্য চাইল্ড হ্যারল্ডের (Childe Harold) চতুর্থ সর্গ লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকালয় দেখিতে এযাবৎ যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই পরিদর্শন-পুস্তকে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া গিয়াছেন। আমি সেই পুস্তকের পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখিলাম; সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন্, রাজ্ঞী ইউজিনি, আমাদের রাজা ও রাণী ও গ্লাডষ্টোনের নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে; আরও অনেক বিখ্যাত লোকের হস্তাক্ষর দেখিলাম।

অস্ত্রাগার।



রিয়াল্টো সেতু।

দুইদিন ভিনিসে থাকিব বলিয়া আসিয়াছিলাম; দেখিতে দেখিতে দুইদিন কাটিয়া গেল।—পরদিনই আবার এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। পুর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া না রাখিলে, এ সকল দেশে চলা যায় না; নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়। সুতরাং ভিনিসের আরও অনেক দৃশ্য দেখিবার থাকিলেও, আমরা আর এখানে থাকিতে পারিলাম না। পরদিন প্রাতঃকালেই আমরা ভিনিস ত্যাগ করিয়া মিলান যাত্রা করিলাম।

# সপ্তম অধ্যায়

## মিলান

ভিনিস ত্যাগ করিয়া ১৭ই মে তারিখে আমরা মিলানে পৌছি। মিলান লম্বার্ডি প্রদেশের প্রধান নগর, রাজধানী। এই সহরটি কিন্তু দেখিতে যেন একটা একালের নূতন সহর; ইটালীর অন্য কোন সহরের সহিত ইহার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই।

ভিনিস হইতে মিলানের পথে এক স্থানে রেলওয়ে গার্ডের সঙ্গে আমাদের একটু বচসার কারণ ঘটিয়াছিল। সে আমাদের গাড়ী রিজার্ভ জানিয়াও ক্ষান্ত না হইয়া তাহার একটি বন্ধুকে আমাদের গাড়ীতে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল; কিন্তু সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

আমরা যখন মিলানে পৌছিলাম, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; এবং তাহার পর মিলানে যে সামান্য সময় ছিলাম, সে সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জন্য আমাদের ভ্রমণেরও ব্যাঘাত হইয়াছিল।

মিলান উত্তর ইটালীর একটি সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যাও কম নহে, প্রায় পাঁচ লক্ষের উপর। এই রাজধানীর বহু পূর্ব্বে রোমান নাম ছিল মিডিওলেনাম (Mediolanum); তাহা হইতে ইটালিয়ান নাম হইয়াছে;—মিলানো (Milano); তাহার পর ওকারটাকে ফেলিয়া দিয়া, সোজা নাম হইয়াছে, মিলান। আমার কিন্তু মনে হয়, সেই পূর্ব্ব রোমান নামটা রাখিলেই ভাল হইত; তাহাতে এই সহরের যেন একটা গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হইত; আর মিডিওলেনাম নামটা শুনিতেই বা এমন মন্দ কি?

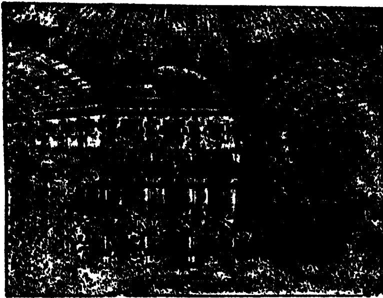
আমাদের যে হোটেলে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত; সুতরাং ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া অনেকগুলি বড় বড় রাস্তা ও ভজনালয় পার হইয়া আমরা হোটেলে উপস্থিত হইলাম। আমরা অপরাহ্নকালে মিলানে পৌছিলাম। সেই জন্য হোটেলে গিয়া জিনিস পত্র রাখিয়া অল্প একটু বিশ্রাম করিয়াই ভ্রমণে বাহির হইলাম।

আমরা প্রথমেই প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। আমাদের মিলানে পৌছিবার ১৬ দিন পূর্ব্বে ইটালীর রাজা এই প্রদর্শনী প্রথম খুলিয়াছেন; সুতরাং এখনও এই প্রদর্শনীর দ্রব্যজাত অপসারিত হয় নাই। আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, প্রদর্শনীটা আর কত বড়ই হইবে; এই অপরাহ্লেই দেখা শেষ করিয়া ফেলিব। কিন্তু প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা নহে। এই প্রদর্শনীক্ষেত্র অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে; অনেক দেশের অনেক দ্রব্য এখানে প্রদর্শনার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে; সুতরাং সামান্য দুই এক ঘণ্টায়, ইহা দেখা শেষ করা যাইবে না, এবং শেষ করা কর্ত্তব্যও নহে। তাই আমরা প্রদর্শনীর তালিকাপুস্তক দেখিয়া, সে দিনের মত কয়েকটা বিভাগ দেখিবার ব্যবস্থা করিলাম।

মিলান সহরে আমাদের দুইদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই দুই দিনের মধ্যেই যতদূর দেখিতে পারা যায়, দেখিয়া লইতে হইবে। তাই, পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমরা ডুমো (Dumo) নামক ভজনালয়

দেখিতে গেলাম। এই ভজনালয়ের বাহিরের শোভা অতি সুন্দর—ভজনালয়টি ঠিক যেন একখানি ছবি। নানা কারুকার্য্যে শোভিত,—মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত,—এই মন্দিরটি একটি প্রধান দর্শনীয়। কিন্তু এই মন্দিরের সম্মুখ-ভাগের প্রবেশ-বারান্দাটি একেলে ধরণে নির্ম্মিত বলিয়া মূল মন্দিরের শোভা ও সৌন্দর্য্যের সহিত তাহা মিশ খাইতেছে না, একটু যেন অশোভন দেখাইতেছিল। শুনিলাম, মিলানবাসী সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিগণ মন্দিরের এই ত্রুটী দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা সে জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন এবং সত্বরই ঐ ভাগটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মূল মন্দির যে আদর্শে গঠিত, সেই আদর্শ অনুসারে এই ভাগটিও নির্ম্মিত করিবেন। তাহা হইলে মন্দিরটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। এই মন্দিরের মধ্যে সেণ্ট্ বারথলো মিউর ( St. Bartholomew ) একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। এই মহাপুরুষের শরীরের ত্বক্ ছাড়াইয়া লইয়া ইঁহাকে মৃত্যুকবলে প্রেরণ করা হয়, এ কথা সকলেই জানেন। ত্বক্‌বিহীন দেহের মূর্ত্তিই এই মন্দিরে রহিয়াছে। যে ভাস্কর এই প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। আমি শারীর-বিদ্যায় পারদর্শী নহি; তবুও যে টুকু জানি, দেখিলাম যে, দেহের অস্থি মজ্জা শিরা উপশিরা প্রভৃতি একেবারে নিখুঁতভাবে গঠিত হইয়াছে। যে সমস্ত চিকিৎসক এই বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁহারা এই মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন এবং ভাস্করের প্রশংসা তাঁহাদের মুখে ধরে নাই। আমার মনে হয়, এই মূর্ত্তিটি এখানে না রাখিয়া কোন মেডিকেল কলেজে রাখিয়া দিলে, শিক্ষার্থীদিগের যথেষ্ট উপকার হয়। এই মন্দিরের মধ্যে ভূগর্ভে একটি সমাধি দেখিলাম। এটি সান কারলো বরোমিয়োর ( San Carlo Borromeo ) সমাধি। তাঁহার দেহটিকে এখানে আরকের সাহায্যে রক্ষা করা হইয়াছে। আমরা রৌপ্যনির্ম্মিত শবাধারের নিকট উপস্থিত হইলে, একজন ধর্ম্মযাজক একটা কল টিপিয়া দিলেন এবং শবাধার উন্মুক্ত হইল। আমরা তাহার মধ্যে দেহটি দেখিতে পাইলাম; দেহটি ঠিক যেমন, তেমনই রহিয়াছে, একটুও বিকৃত হয় নাই।

তাহার পর আর দুই একটি ভজনালয় দেখিয়া, আমরা সান এমব্রোজিওর (San Ambrogio) মন্দির দেখিতে গেলাম। এই মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত; সুতরাং ইহাকে অতি পুরাতন মন্দির শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য করিতে হইবে। তাহার পরেই আমরা জাতীয় চিত্রশালা (National Gallery) দেখিতে গেলাম। এখানে অসংখ্য উৎকৃষ্ট চিত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। এখানে সেই বিশ্ববিখ্যাত র‍্যাফেলের খ্যাতনামা চিত্র "কুমারীর বিবাহ" (Marriage of the Virgin) দেখিলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রথম নেপোলিয়নের প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিলাম। এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা কাষ্টেলো ফরজেস্‌কো (Castello Sforzesco) দেখিতে গেলাম। এখানেও অনেক চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে; এটি যাদুঘর। ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে! আমার সঙ্গী—ডাক্তারবাবু এই প্রকাণ্ড মিউজিয়মের গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হারাইয়া গিয়াছিলেন।—আমরা আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাই না। বাহিরে আসিয়া তাঁহার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম; শেষে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি ইটালীর দুই চারিটি কথা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, পথ হারাইয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাহার পর যে প্রহরীর সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহাকেই বলেন—



ইমানুয়েল কাস্কেড

"uscita" "উসিটা" ; তাহারা এই অপরূপ মানুষটির অপরূপ প্রশ্ন শুনিয়া যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিয়াছিল এবং শেষে অনেক কষ্টে, অনেক ইশারা ইঙ্গিতের পর তিনি বহিরাগমনের দ্বার পাইয়াছিলেন।

মিলানে পুরাতন আমলের ভগ্নাবশেষ বিশেষ কিছুই নাই ; থাকিবার মধ্যে সেকালের একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ স্তূপীকৃত হইয়া আছে ; তাহার নাম কলোনেড্স্ অব্ সান লোরেঞ্জো ( Colonnades of San Lorenzo ) ইহা রোমান মিনার্ভার মন্দির। প্রাতঃকালে এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই, আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

অপরাহ্নকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথমেই আমরা মিলানের বিখ্যাত সমাধিস্থান দেখিতে গেলাম। ইটালীর মধ্যে মিলানের এই সমাধিভূমি দ্বিতীয় স্থানীয় ; এই সমাধিস্থানের উৎকৃষ্ট ভাস্করকীর্ত্তি ও সমাধি-মন্দির-গুলির সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য বহু স্থান হইতে দর্শকগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। সমাধিস্থানের কথা মনে হইলে হৃদয়ে যে গম্ভীর ও পবিত্র ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক, আমি তাহাই ভাবিয়া এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি ব্যথিত হইলাম। ইহা ত সমাধিস্থান নহে, এ যেন একটা সৌন্দর্য্যের হাট ; এখানে যেন লোকে তাহাদের ধনগরিমা প্রদর্শন করিবার জন্যই মন্দিরাদি নির্ম্মিত করিয়াছে ; ইহার মধ্যে শোকের চিহ্ন ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না—দেখিলাম শুধু, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব ; দেখিলাম শুধু, ভাস্করের নৈপুণ্য ; দেখিলাম শুধু, মন্দিরের পারিপাট্য। যেখানে আসিলে প্রাণে শান্তি অনুভূত হইবে ; যেখানে আসিলে মানবের নশ্বরতা মনে করিয়া হৃদয় অবনত হইবে ; যেখানে আসিলে মৃতব্যক্তিগণের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে হইবে, নীরবে দুইবিন্দু অশ্রুমোচন করিতে হইবে ; সেখানে এ সকল কি ? এই অন্তিম শয্যার পার্শ্বে ধনগরিমা, বংশমর্য্যাদা—আড়াআড়ির ভাব দেদীপ্যমান দেখিলাম। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করি না যে, পিতা মাতা পুত্র কন্যা স্ত্রী ভগিনী আত্মীয় স্বজনের দেহাবশেষের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে সকলেরই ইচ্ছা করে এবং যাহার অবস্থায় কুলায়, সে ভাল করিয়া মন্দিরও নির্ম্মাণ করাইয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে। কিন্তু এখানে যেন তাহা দেখিলাম না। এখানে দেখিলাম, প্রতিযোগিতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। শোকের লেশমাত্রও এখানে নাই ; আছে শুধু, 'উহার নির্ম্মিত মন্দির হইতে—আমার নির্ম্মিত মন্দির লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক', তাহারই চেষ্টা ; তাহারই জন্য আগ্রহ, তাহারই জন্য অকাতরে অর্থব্যয়! অনেক মন্দিরের উপর নানা ভাবের প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিলাম। কোথাও দেখিলাম, স্বামীর সমাধির পার্শ্বে স্ত্রীর প্রস্তর-মূর্ত্তি রহিয়াছে। স্ত্রী বদনে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। কোথাও দেখিলাম, পিতার সমাধির পার্শ্বে শিশুপুত্র মলিনবদনে দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও দেখিলাম, পুত্রের সমাধির নিকটে নতজানু হইয়া পিতা বা মাতা ক্রন্দন করিতেছেন। ছবিগুলি সুন্দর ; কিন্তু দেখিয়া ত আমার মনে পবিত্র ভাবের উদয় হইল না। মনে হইল, শোকভারাবসন্ন মাতাপিতা ভাই ভগিনী স্ত্রী পুত্র কেমন করিয়া, দিনের পর দিন ভাস্করের সম্মুখে বসিয়া এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণের সহায়তা করিল ? ইহার মধ্যে ত শোকের চিহ্ন দেখিলাম না ; দেখিলাম, আত্ম-প্রচারের বাসনা। আরও এক কথা ; মনে করুন, একটা সমাধিতে দেখিলাম, একটি যুবক সমাধিস্থ হইয়াছেন ; তাঁহার পার্শ্বেই তাঁহার যুবতী পত্নী—শোকভারে কাতর হইয়া স্বামীর সমাধির উপর পুষ্পরাশি সাজাইতেছেন। তাহার পর—হয়ত কিছুদিন পরেই সেই যুবতী অন্য একজনের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধা হইলেন এবং তাহার পর তাঁহার পূর্ব্ব-স্বামীর সমাধি-মন্দির দেখিতে আসিলেন। এখন ভাবিয়া দেখুন দেখি, এ চিত্র কেমন বোধ হয়। ইহাকে অভিনয় না বলিয়া আর কি

বলিব ? মিলানের এই সমাধিস্থান দেখিয়া আমার মনে ত এই ভাবেরই সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার পর আর এক কথা। এখানে প্রতিদিনই যেন হাট বসিয়া থাকে। লোকে এখানে শোক করিতে আসে না, ছবি দেখিতে আসে; এটা যেন একটা ভাস্কর্য্য-প্রদর্শনী। নানা দেশ হইতে ভাস্করগণ এখানে আসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শন করে;—কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তাহার সমালোচনা করে, সৌন্দর্য্য ও ত্রুটীর বিচার করে। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে যাঁহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি কেহ একবারও চিন্তা করিয়া দেখিবার অবকাশ গ্রহণ করিয়া থাকে! এ সৌন্দর্য্যের হাটে, এ শোভার ক্ষেত্রে সমাধির গাম্ভীর্য্য মোটেই দেখিলাম না। আমি সত্য সত্যই নিরাশ হৃদয়ে এই সমাধিস্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম; অধিকক্ষণ এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। সেদিন আর কোথাও যাইতে ইচ্ছাই হইল না; আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সাতটার সময় আমরা কোমো সহরের সুন্দর হ্রদ এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। রাস্তা বড় কম নহে,—প্রায় দুইশত মাইল পথ, সেদিন আমাদিগকে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। আমরা একখানি দ্রুতগামী মোটর লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। এখানে আসিয়া যে দুই দিন ছিলাম, তাহার মধ্যে বৃষ্টি কোন দিনই ছাড়ে নাই। আমরা বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইলাম। প্রথমে আমরা কোমোতে গেলাম। সেখান হইতে ভারেসি হইয়া লাভেনোতে গেলাম; লাভেনোতে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া, মোটর লইয়াই একখানি ষ্টীমারে উঠিলাম। এই ষ্টীমার হ্রদের মধ্যে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে আমাদিগকে ইন্‌ট্রা ( Intra ) নামক ক্ষুদ্র একটি স্থানে নামাইয়া দিল। সেখানকার অধিবাসিগণ—বানরের ন্যায় ভাব ভঙ্গিমায় ত আমাদের অভ্যর্থনা করিল! এখান হইতে মোটরে চড়িয়া, আমরা হ্রদের তীর দিয়া অনেক দূর ভ্রমণ করিলাম। তাহার পর পালাজ্যা, বাভেণো, ষ্ট্রেসা, আরোণা প্রভৃতি স্থান দেখিয়া নোভারীর পথে মিলানে ফিরিয়া আসিলাম। এই সকল স্থানে কি কি দেখিলাম, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। কোমোতে একটা খুব বড় রেশমের কারখানা আছে শুনিলাম, কিন্তু যাওয়া ঘটিল না;—আর সেখান হইতে হ্রদের ওপর পারে দূরবর্ত্তী আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের তুষারময় শৃঙ্গ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বাভেনোতে দেখিলাম, সুন্দর মর্ম্মর-প্রস্তরের শৈল। এই শৈল হইতে মর্ম্মর-প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া ইতালীর অনেক সহরের অট্টালিকার শোভাবর্দ্ধন করা হইয়া থাকে। ষ্ট্রেসা সহরটি খুব গুল্‌জার স্থান। এখানে নানাস্থান হইতে ভ্রমণকারীরা আসিয়া আড্ডা করিয়া থাকে। হোটেলটিও সেই জন্য খুব সুন্দর। ষ্ট্রেসার সম্মুখে মাজিওরী হ্রদের মধ্যে—বরোমিও আইল্‌স নামক চারিটি সুশোভন দ্বীপ আছে; আমরা ষ্টীমারযোগে ইহার দুই একটির পার্শ্ব দিয়া গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে সাতটার সময় মিলান হইতে বাহির হইয়াছিলাম, আর রাত্রি সাতটার পর হোটেলে ফিরিলাম।

এই মিলানই এবারকার মত আমার ইটালীর শেষ সহর-দর্শন। মিলান হইতে আমি ইটালীর নিকট বিদায়-গ্রহণ করিব। পাঠকগণ, হয় ত এই স্থানে ইটালী সম্বন্ধে আমার মনের ভাব,—যাহাকে ইংরাজীতে Impression বলে, তাহাই শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। আমি অতি অল্প কথায় ইটালী সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিব। ইটালীর যে কয়টি সহরে গিয়াছি, সেই সহরগুলির রাস্তা প্রায়ই পাকা; কাঁচা রাস্তা অতি কমই দেখিয়াছি। কিন্তু এই সকল পাকা রাস্তার দোষ এই যে,গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে কাণ যেন ঝালাপালা হইয়া যায়। তাহার পর দেখিলাম, ইটালীর নগর সহর কেন, সামান্য পল্লীতেও বৈদ্যুতিক আলো ও ট্রামের ব্যবস্থা আছে। ইটালীর গাড়োয়ানেরা অভদ্র নহে; তবে নেপল্‌স সহরের গাড়োয়ানেরা ভাড়ার জন্য ভারি

গোলমাল চীৎকার করিয়া থাকে। ইটালীর নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর। আমি ত বলিতে পারি, ইটালীর কোন স্থানেই কুৎসিত পুরুষ বা রমণী দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। তাহারা সুস্থ, সবলকায়। ভদ্রলোকেরা বেশ ভাল মানুষ; কিন্তু এখানকার ছোটলোকেরা সত্য সত্যই ছোটলোক; তাহাদের অসাধ্য কার্য্য নাই। চুরী, ডাকাতি, রাহাজানি এখানে খুব বেশী; কারণ আমার মনে হয়, নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে আলস্যপরায়ণের সংখ্যা একটু অধিক। এখানকার লোকেরা যেমন বন্ধুত্ব করিতে জানে, তেমনিই শত্রুতাও করিতে জানে; তাহারা পরম বন্ধুও হইতে পারে, আবার পরম শত্রুও হইতে পারে। ইটালীর লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এখানকার ভূমি খুব উর্ব্বরা। দেশের লোকের অবস্থা খুব উন্নত না হইলেও অনেকেরই স্বচ্ছল অবস্থা। ইটালীর চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য পৃথিবীবিখ্যাত; ইহার তুলনা সভ্যজগতে মিলিবার উপায় নাই;—এ বিষয়ে ইটালী অদ্বিতীয়। ব্যাধি পীড়া এখানেও আছে।—আর সকলে শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, ইটালীতেও, আমাদের দেশের মত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব আছে।

আর একটি কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। ইটালীতে আছে বীরপূজা। যে বীর গ্যারিবল্‌ডী ইটালির বর্ত্তমান স্বাধিনতার প্রধান নেতা, তাঁহার ছবি কি ধনী কি দরিদ্র সকলের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখিলাম, ক্রাইষ্টের ছবির বা খৃষ্টমাতা মেরির ছবির এখানে যে সমাদর, গ্যারিবল্‌ডী চিত্রেরও সেইরূপ সমাদর। একেই বলে স্বদেশানুরাগ! একেই বলে বীরপূজা!

# অষ্টম অধ্যায়

## লুজার্ণ

২০এ মে প্রাতঃকালে মিলান ত্যাগ করিয়া আমরা লুজার্ণ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। একটা পাহাড়ে ধস্ নামিয়া রেলের রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; সেই জন্য মিলান হইতে আমাদিগকে একটু ঘোরা-পথে যাইতে হইয়াছিল; সুতরাং আমাদের যে সময়ে লুজার্ণে পৌছিবার কথা, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে দিন আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল; মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু তাহা হইলেও এ দিনের দৃশ্য অতি সুন্দর, পরম রমণীয়, কারণ আজ আমরা আল্‌স্ পর্ব্বতের শোভা এবং চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলাম। চিয়াসোতে আমরা সীমান্ত পার হইলাম; সুতরাং সেখানে আর একবার শুল্ক-বিভাগের পরীক্ষা-বিভ্রাটে পড়িতে হইল। অগ্রসর হইয়াই আমরা কোমোহ্রদ দেখিলাম;—তাহার পরেই লুগানো হ্রদ। একটু করিয়া বেলা বাড়িতে লাগিল, আকাশও নির্ম্মল হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই আমরা সেণ্ট গথার্ড সুরঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলাম।

সিন্‌প্লন সুরঙ্গ (Sinplon Tunnel) প্রস্তুত শেষ হইবার পূর্ব্বে উপরিউক্ত সুরঙ্গটিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুরঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইত। এই সুরঙ্গটি সাড়ে সাত মাইল লম্বা। যে সকল গাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল হিসাবে যায়, সে সকল গাড়ীরও এই সুরঙ্গ পার হইতে পনর মিনিটের অধিক সময় লাগে। আমাদের গাড়ী যখন সুরঙ্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন আমরা দেখিলাম, চারিদিক তুষারাচ্ছন্ন; তখনও তুষারপাত হইতেছে;—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—অবিশ্রান্ত তুষার পড়িতেছে। আমার নিকট সে এক অভিনব দৃশ্য! আমরা যখন সুরঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন বেশ শীত শীত বোধ হইতেছিল, তবুও সুরঙ্গের মধ্যে আমাদের গাড়ীর ইঞ্জিনের ধূমের জ্বালায় আমরা গাড়ীর সমস্ত সার্সি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। সুরঙ্গ প্রবেশ করিবার একটু পূর্ব্বেই বাদলার জন্য আমরা অভিযোগ করিতেছিলাম, কারণ আকাশ মেঘে ঢাকিয়া থাকায় আমরা এমন সুন্দর দৃশ্য সকল উপভোগ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু এখন আমরা সে সকল কথাই ভুলিয়া গেলাম। আমি পূর্ব্বে কখনও তুষারপাত দেখি নাই; সুতরাং এ দৃশ্য যে আমাদের নিকট কেমন মনোমোহন হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার নহে। সুরঙ্গ হইতে বাহির হইয়াই গাড়ীখানি অল্পক্ষণের জন্য থামিয়াছিল। তখন আমরা এই তুষারপাত আরও ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলাম।

আমাদের গাড়ী গোসেনেন ছাড়িয়া আমষ্টেগ্ অভিমুখে ছুটিল; তখনও তুষারপাত হইতেছে। আমষ্টেগ্ পৌছিয়া দেখিলাম, তুষারপাত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চারিদিক্ শুভ্রবর্ণ তুষারে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার পর আমরা আর্থগোল্ড ষ্টেসনে পৌছিয়া শুনিলাম যে, আমাদের যে পথে যাইবার কথা, সে পথে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে; পথের মধ্যে একটা পাহাড়ের ধস্ নামিয়া রেল্‌লাইন অগম্য হইয়াছে। ভাল কথা! তখন শুনিলাম, আমাদিগকে অবশ্য এই ষ্টেসনেই বসিয়া থাকিতে হইবে না, আমাদের গাড়ী ঘোরা-পথে জুগ হইয়া লুজার্ণে পৌছিবে। এখানকার আবহাওয়ার গতি দেখিয়া আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে, লুজার্ণে যে কয়দিন থাকিবার ব্যবস্থা ছিল,

তাহার একদিন কমাইয়া ফেলিব। যাহাই হউক, যখন আমরা লুজার্ণের গ্যাসনাল হোটেলে পৌছিলাম, তখন চারিদিকে যে সুন্দর দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহা বড়ই মনোহর। হোটেলের সম্মুখেই হ্রদের মহান্ দৃশ্য! এই হ্রদের তীরেই সহর। সহরের পশ্চাতে অপর পার্শ্বেই তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল অভ্রভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! তখন আমরা পূর্ব্বের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকুক, আর রৌদ্রই উঠুক, আমরা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে এ সহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছি না। য়ুরোপ অঞ্চলে, আমরা যে কয়টি অতি উৎকৃষ্ট হোটেলে বাস করিয়াছি, তন্মধ্যে এই ন্যাসনাল হোটেল একটি। এখানে আহারাদির সুন্দর ব্যবস্থা এবং হোটেলে বর্ত্তমান কালের সভ্যতা ও বিলাসিতার সমস্ত উপকরণই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার জন্য এই হোটেলের যে কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সম্মুখেই হ্রদ। আমি যে কয়দিন এই হোটেলে ছিলাম, তাহার মধ্যে যখন তখনই আমার কক্ষের বাতায়নে বসিয়া এই হ্রদের শোভা, সহরের দৃশ্য, আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের মহান্ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তন্ময় হইয়া যাইতাম এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া বসিয়া থাকতাম।

মিলান হইতে লুজার্ণে আসিতে হইলে যে রেলপথে আসিতে হয়, তাহা যে শুধু সেণ্ট গথার্ড সুরঙ্গের জন্যই সুন্দর তাহা নহে, ইহা রেল-স্থাপত্য-বিদ্যার এক মহান্ কীর্ত্তি। এই পথে আসিতে যে কত সুরঙ্গ, কত বৃত্তাকার পথ (Loop)—কত চড়াই উৎরাই পার হইতে হয়, তাহা বলিতে পারি না।

পরদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি, তখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; তাই কোন স্থান পরিদর্শনের বাসনা ত্যাগ করিয়া দ্রব্যাদি খরিদ করিবার জন্য বাহির হইলাম। এখানকার কাঠের কাজ অতি সুন্দর। এ সহরও কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যের কারুকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। সহরটি কিন্তু খুব ছোট। আমরা কিছু জিনিসপত্র কিনিয়াই সহর ঘুরিয়া আসিলাম। এখানে অনেকগুলি হোটেল ও কয়েকটি সুন্দর উদ্যান বাটিকা দেখিলাম; তাহাই এ সহরের যাহা কিছু। যেখানে নদীটা হ্রদে পড়িয়াছে, সেই স্থানে একটা সেতু আছে; আমরা সেই সেতু পার হইয়া গেলাম। এই স্থানে একটা তুষার-উপলোদ্যান বা (Glacier Garden) দেখিলাম; বড় বড় বরফের গোলা জলের তোড়ে ঘুরিতেছে। সে এক দেখিবার জিনিস। এই উদ্যানের সংলগ্ন একটা মিউজিয়ম বা যাদুঘর আছে। এখানে সুইজরল্যাণ্ডের সকল রকম পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট পতঙ্গ প্রভৃতির মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছে। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধেও এই যাদুঘরের একটি বিভাগ আছে; তাহাতে নানা রকমের প্রস্তরাদি সজ্জিত আছে। যে বাগানের মধ্যে এই যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত, সেই বাগানের প্রবেশ-দ্বারের পার্শ্বে একটি মনুমেণ্ট আছে। তাহাতে মুমূর্ষু সিংহের (Dying lion) যে প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তাহা অতি সুন্দর। ইহার একটি ইতিহাস আছে। ফরাসী-বিপ্লবের সময় সুইস্ শরীররক্ষীরা টুইলারিসে ষোড়শ লুইকে রক্ষা করিবার জন্য যে ভাবে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাই স্মরণীয় করিবার জন্য এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই উদ্যানের নিকটেই আর একটি যাদুঘর আছে; তাহার নাম (The Museum of Peace and War) 'যুদ্ধ ও সন্ধিবিগ্রহে'র কীর্ত্তিস্তম্ভ। এখানে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধক্ষেত্রের আদর্শ, যুদ্ধের দৃশ্য প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে; যুদ্ধের ভীষণতা জনসাধারণকে দেখাইবার জন্যই এ সকল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যুদ্ধের ভীষণতা ও নৃশংসতা দর্শনে শান্তিপ্রিয়, সরল, পরিশ্রমী সুইজারল্যাণ্ডবাসী কৃষকগণ সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, কিন্তু য়ুরোপের যে সমস্ত জাতি সামান্য ভূমিখণ্ডের জন্য মারামারি কাটাকাটি করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাহারা এ দৃশ্য দর্শন করিয়া কোন শিক্ষাই লাভ করিবে না।

এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। অপরাহ্নকালে আকাশ একটু পরিষ্কার

হইলে আমরা মোটর-লঞ্চে চড়িয়া হ্রদের মধ্যে ভ্রমণ করিতে গেলাম। আমাদের হোটেলের সম্মুখ হইতেই আমরা নৌকায় চড়িয়াছিলাম,—তাহার পর হ্রদের পার্শ্ব দিয়া যাইতে যাইতে অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান দর্শন করিয়াছিলান। একটা স্থানে দেখি, হ্রদের তীরেই একটা ছোট রেল-লাইন পাতা রহিয়াছে। আমরা সেখানে নৌকা হইতে নামিলাম, এবং তীরে উঠিয়াই দেখিলাম গাড়ী প্রস্তুত রহিয়াছে। আমরা সেই গাড়ীতে চড়িয়া একটা চড়াই উঠিয়া বার্‌জেন্‌ষ্টকে উপস্থিত হইলাম। সেই উচ্চ স্থান হইতে হ্রদের শোভা দর্শন করিয়া আমরা পুলকিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে রেলে চড়িয়া নামিয়া আসিলাম এবং আমাদের নৌকায় উঠিয়া ওয়েগিজ, ভিটগ্নো বেকেন রোড প্রভৃতি কয়েকটী স্থান দেখিয়া ব্রুনেনে উপস্থিত হইলাম। এই ছোট সহরটি দেখিতে অতি মনোহর। এই সহরের নিকট একটা বিশালকার প্রস্তরখণ্ড দেখিলাম। প্রস্তরখণ্ড হ্রদের জলের মধ্য হইতে উঠিয়াছে এবং উচ্চতায় বোধ হয় একশত ফিট হইবে। এই প্রস্তর-গাত্রে খোদিতলিপি আছে। তাহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এই প্রস্তরখণ্ড জার্ম্মান কবি সিলারের স্মৃতি রক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। এই কবিবরই উইলিয়ম টেলের কাহিনী কবিতায় চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। এই প্রস্তরখণ্ডের নাম মাইটেনষ্টিন (Mytenstin) ইহারই নিকটে টেল্‌স্ প্লেট (Tell's Platte) নামে একটী স্থান দেখিলাম। শুনিলাম যে টেলকে যখন নোকায় করিয়া কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন সেই স্থানে তিনি নৌকা হইতে নামিয়া পলায়ন করেন; তাই এই স্থানে এই উপাসনালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। এ দেশের পল্লীবাসীরা দলে দলে এই স্থানে সমবেত হয় এবং তাহাদের এই জাতীয় বীরবরের স্মৃতির পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, উইলিয়ম টেলের গল্পটা আগাগোড়া মিথ্যা; ও নামের কেহই ছিল না। এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা ফ্লুয়েলেন হইয়া লুজার্ণে ফিরিয়া আসিলাম। আমরা চারি ঘণ্টার মধ্যে এ বেলার ভ্রমণ শেষ করিয়াছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও আমরা এই ভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিয়াছিলাম।



মাইটেন্‌ষ্টিন।

আমরা যখন হ্রদে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তখন একটা বড় আমোদজনক ঘটনা হইয়াছিল; সে কথাটা এখানে উল্লেখ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমরা যখন বোটে চড়িতে যাইতেছিলাম, সেই সময়ে একটি সাত আট বৎসর বয়সের বালক আমাদের নিকট আসিয়াছিল এবং এমন ভাবে আমাদের দিকে চাহিতেছিল যে, আমার মনে হইল সে হয় ত আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে চাহে। আমি তাহাকে ডাকিয়া আমাদের সহিত হ্রদে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিলাম। বালকটি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। এ ছেলেটি কোন ছোটলোকের ছেলে নহে; এ লুজার্ণের আমেরিকান্ কন্‌সলের পুত্র। ছেলেটির নাম হ্যারি মর্‌গান। সে বেশ চালাক চতুর;—আমি এমন শিষ্ট শান্ত অথচ বুদ্ধিমান বালক অতি কমই দেখিয়াছি। সে আমাকে এমন সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, আমি অবাক্ হইয়া গেলাম; তাহার এত বাক্যবাগীশতায় বিরক্ত না হইয়া

আমি বিশেষ আনন্দই অনুভব করিয়াছিলাম। বাস্তবিকই এতটুকু ছেলের এমন বুদ্ধি ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গী দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়াছিলাম। বালকটী যে ভাবে তাহার স্বদেশ অমেরিকার প্রতি প্রাণের টান প্রকাশ করিল, তাহা সত্য সত্যই অতি সুন্দর!—তাহা হইতেই বুঝা যায়, এ প্রদেশের বালকেরা অল্প বয়স হইতেই কেমন স্বদেশপরায়ণ হইয়া থাকে। নৌকায় উঠিবার পূর্ব্বে আমি নৌকার উপর হইতে আমেরিকান্ নিশান নামাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংলণ্ডের নিশান তুলিয়া দিতে বলি। সে সময় অনেক আমেরিকান ভদ্রলোক সেখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন; বোধ হয় তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই নৌকার কর্ণধার তাহার নৌকায় তারা ও ছককাটা আমেরিকান্ নিশান তুলিয়া দিয়াছিল। কর্ণধার আমার আদেশ প্রতিপালন করিল; সে বৃটীশ পতাকাই তাহার নৌকায় উড়াইয়া দিয়াছিল। এই পতাকাটির ব্যাপার আমার বালক সঙ্গীটির দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমরা যখন নৌকায় উঠিয়া বসিলাম এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, তখন বালকটি তাহার অনুনাসিক স্বরে কৈফিয়ৎ তলব করিয়া বসিল। সে বলিল "আপনি আমাদের (অর্থাৎ আমেরিকার) জাতীয় পতাকা নামাইতে আদেশ দিলেন কেন?" আমি প্রথমে তাহাকে আমেরিকা সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে ভুলিবার ছেলে নহে। অবশেষে আমি বলিলাম যে, আমি আমেরিকাকে অশ্রদ্ধা করি না, এবং সেজন্যও আমেরিকার নিশান নামাইয়া ফেলিতে বলি নাই। তবে কথা এই যে, আমি বৃটীশ রাজার প্রজা; আমার পক্ষে বৃটীশ পতাকারই প্রাধান্য প্রদান করা কর্ত্তব্য; তাই আমি বৃটীশ পতাকা উড়াইতে আদেশ করিয়াছি। আমার এই কৈফিয়তে বালক সন্তুষ্ট হইল। এই বালকটির কথা আমার অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। বার্‌জেনষ্টকে পৌঁছিয়া আমার সহযাত্রী অধ্যাপক হরিনাথ দে মহাশয় বালকটিকে এত অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন খাওয়াইয়াছিলেন যে, আমাদের প্রত্যাগমনের সময় বালকটি বড়ই অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। তাহার দেখাদেখি, আমার সহযাত্রী আর একজনও অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। আমি বালকটিকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম এবং সহযাত্রী অসুস্থ বন্ধুটিকে সাহস দিতে লাগিলাম যে, এই এখনই নৌকা তীরে লাগিবে। অবিলম্বেই নৌকা তীর-সংলগ্ন হইল; বালকটি তাহার আবাসে চলিয়া গেল; আমরাও হোটেলে উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যার সময় দেখি, সেই বালকটি তাহার নিজের পক্ষ হইতে, তথা তাহার মাতার পক্ষ হইতে আমাকে ধন্যবাদ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়াছে। এই বালকটির কথা আমার কয়েকদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই মনে পড়িত।



গ্লেসিয়ার বাগান।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা তারের রেলে চড়িয়া গুচ পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে আল্‌পস্ পর্ব্বতের দৃশ্য অতি মনোরম। অপরাহ্ণকালে আমরা পুনরায় হ্রদের মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

আমরা পূর্ব্বদিন যে মাঝির নৌকায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, এ দিনেও সেই নৌকাতেই গিয়াছিলাম। আমরা প্রথমে আল্পন্যাকে গিয়াছিলাম; তাহার পর পুনরায় ভিটশ্নো দেখিতে গিয়াছিলাম।—এই স্থান হইতে রিজি পর্য্যন্ত রেল চলিয়া থাকে; কিন্তু আমরা এই স্থানে পৌছিয়া শুনিলাম যে, পাহাড়ে এত অধিক তুষারপাত হইয়াছে যে, গাড়ী অর্দ্ধেক রাস্তার বেশী চলিতে পারিতেছে না। এই কথা শুনিয়া আমরা সে দিকে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। তাহার পর আমরা কুস্- নাথট দেখিলাম। সেই স্থান হইতে আমরা আল্পস্ পর্ব্বতের আউটরাম হর্ন শৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম। এইটি সুইজরলণ্ডের পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থানীয়। দৃশ্য অতি সুন্দর। এ দৃশ্য কিছুতেই ভুলিবার নহে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণ তুষারধবল পর্ব্বতশৃঙ্গে পতিত হইয়া যে শোভা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

সুইজর্লণ্ডে অতি অল্প সময়ই আমরা অবস্থিতি করিয়াছিলাম; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি যাহা দেখিয়াছিলাম,—তাহাতে এ দেশ সম্বন্ধে আমার মনে একটা ভাল ভাবেরই সঞ্চার হইয়াছিল। এখানকার লোকগুলি বেশ সরল ও পরিশ্রমী;—তাহারা ইটালির লোকদিগের মত অনুসন্ধিৎসু নহে। এখানে একটি জিনিষ আমি এই প্রথম দেখিলাম; লুজার্ণের রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে অকেজো কাগজ রাখিয়া দিবার স্থান আছে; অবশ্য পরে য়ুরোপের অন্যান্য সহরেও এ ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম।

লুজার্ণের স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা মোটে ত্রিশ হাজার মাত্র; কিন্তু অনেক সময়েই আর ত্রিশ হাজার লোক অন্যান্য নানা দেশ হইতে এখানে বেড়াইতে আসিয়া থাকে।

# নবম অধ্যায়

## পেরিস

প্রাতঃকালে লুজার্ণ ত্যাগ করিলাম। এইবার ফ্রান্সের রাজধানী পেরিস যাইতেছি। অপরাহ্লকালে যখন পেরিসে পৌছিলাম, তখন দেখিলাম, বাদলা-বৃষ্টি ও মেঘ আমাদের পূর্ব্বের গাড়ীর আরোহী হইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই পেরিসে উপস্থিত হইয়া, আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছেন। আমরা পেরিসে পৌছিয়া দেখি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পথে বাল নামক ষ্টেসনে মালপত্র পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। বাল হইতে পেটিট-ক্রোয়া ষ্টেসন পর্য্যন্ত স্থান জার্ম্মানদিগের অধিকারভুক্ত।

পেরিস ষ্টেসনে আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; রাস্তাঘাট আলোকমালায় বিভূষিত হইয়াছে; সুতরাং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও আমরা সহরের শোভা দেখিতে পাইয়াছিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে ঠিক্ মানানসই অট্টালিকাসমূহ ও সুন্দর রাজপথগুলি দেখিয়া আমরা প্রথমেই বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিলাম। ষ্টেসন হইতে আমরা বরাবর বুলভার্ড ডি ক্যাপুসিনে অবস্থিত গ্রাণ্ড হোটেলে উপস্থিত হইলাম। হোটেলের নামটি 'গ্র্যাণ্ড' হইলেও সেখানকার বন্দোবস্ত তেমন গ্র্যাণ্ড নহে। বাড়ীটী বেশ বড়, কিন্তু ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত বড়ই অপ্রীতিকর; এমন কি এত বড় বাড়ীটায় উপযুক্ত সংখ্যক ভৃত্য পর্য্যন্ত ছিল না। পেরিস সহরে রেলগাড়ী না পহুঁছান পর্য্যন্ত নগরের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না, তাহার কারণ সহরের বাহিরে বড় বাড়ী নাই বলিলেই হয়, কেবল শ্রমজীবিদের থাকিবার ভাঙ্গাফুটা ঘর সকল দৃষ্টিপথে পড়ে।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া একখানি মোটর ভাড়া করিয়া রাজধানী দেখিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই আমরা মেডিলিন গীর্জ্জা দেখিতে গেলাম। প্রথম নেপোলিয়ন এটিকে গৌরবমন্দির (Temple of Glory) করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু পরে স্থির হইয়াছিল যে, এ ষোড়শ লুই ও এণ্টোইনেটির কীর্ত্তিমন্দির-রূপে ব্যবহৃত হইবে। আমরা যখন মন্দিরে পৌছিলাম, তখন উপাসনা হইতেছিল। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই গান শুনিলাম; গানগুলি বেশ প্রাণস্পর্শী ও ধর্ম্মভাবোদ্দীপক; কিন্তু দেখিলাম, উপাসকমণ্ডলী তেমন ধর্ম্মপ্রাণ নহেন; তাঁহারা অতিশয় চাঞ্চল্য ও অমনোযোগ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম।

এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা সেই পৃথিবীবিখ্যাত ভ্রমণ স্থান দেখিতে গেলাম; ইহার নাম প্লেস্-ডি-লা-কনকর্ড। (Place de la Concorde) এই স্থানে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে, পেরিসে এই সকল ভ্রমণ-স্থান, মনুমেণ্ট, চত্বর প্রভৃতি নির্ম্মাণে কত অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। এই স্থানের চারিদিকেই অশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় রহিয়াছে। একপার্শ্বে দেখিলাম, 'চেম্বার অব ডেপুটী' নামক বিশাল ও পরম সুদৃশ্য অট্টালিকা; তাহারই অপর প্রান্তে মেডিলিন গীর্জ্জা; পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তুলারি উদ্যান শোভাসৌন্দর্য্যে দিক আলো করিয়া আছে; তাহারই পশ্চাতে লুভর রাজপ্রাসাদ মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহারই অপর পার্শ্বে পশ্চিম-

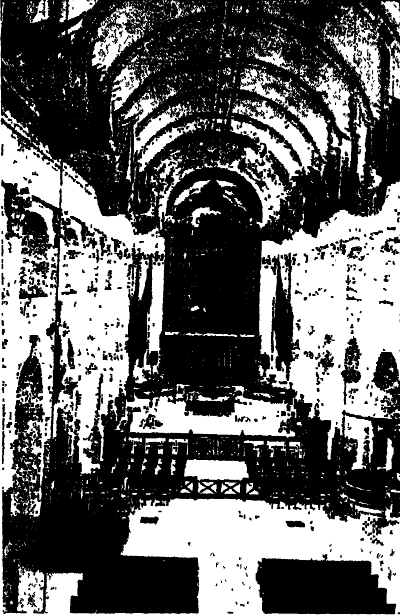
দিকে ভুবনবিখ্যাত সাঁ সেলিজে। (Champs Elysies) আবার ইহারই প্রান্তভাগে নেপোলিয়নের গৌরব-তোরণ। এই স্থানের মধ্যভাগে যে ভূমিখণ্ড রহিয়াছে, তাহার চারি পার্শ্বে ফ্রান্স দেশের বিভিন্ন প্রদেশের রূপক প্রস্তরমূর্ত্তি সকল শোভা বিস্তার করিতেছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স প্রসিয়ান যুদ্ধে ট্রাসবার্গ ফরাসীদিগের হস্তচ্যুত হয়; তাহারই একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে রহিয়াছে, উহা কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত। এই চত্বরের কেন্দ্রস্থানে একটি প্রস্তরবেদী আছে; তাহারই নিকটে হতভাগ্য ষোড়শ লুই ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী গিলোটিনে জীবন বিসর্জ্জন করেন। মোটামুটি বলিতে গেলে, প্লেস-ডি-লা কন্‌কর্ডকে কেন্দ্র করিয়া যথাযোগ্য ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিলে, ফরাসী রাজধানীর যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সে সমস্তই ঐ বৃত্তের পরিধির মধ্যে পতিত হয়।

এই স্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা লুভর বাগানের মধ্য দিয়া সেন্ট্ সেপেল গীর্জ্জা দেখিতে গেলাম। সম্রাট লুই পায়স্ নির্ম্মিত এই গীর্জ্জায় এখন আর উপাসনা হয় না; ইহা এখন গীর্জ্জা রূপেই ব্যবহৃত হয় না—স্বধু একটা দর্শনীয় অট্টালিকারূপে ইহা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই গীর্জ্জার গম্বুজ এমন সুন্দর এবং এত উন্নত ও মনোহর কারুকার্য্য-খচিত যে, আমি য়ুরোপে এমন সুন্দর গীর্জ্জা আর একটি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহারই পার্শ্বেই বিচারালয় (The Palaces of Justice); ইহাও একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা। তাহার পরই আমরা সুপ্রসিদ্ধ নোটার ডেম (Notre Dame) দেখিতে গেলাম। রাজা নবম্ লুই জেরুজালেম হইতে এই পবিত্র মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত অনেক দ্রব্য আনিয়াছিলেন। এখান হইতে আমরা রাজধানীর শবব্যবচ্ছেদাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এখানকার দৃশ্য যে সুন্দর, তাহা নহে; মৃতদেহ দেখিবার জন্য কাহারও তেমন ঔৎসুক্যও জন্মে না। আমার সহ-যাত্রিগণ এখানে যাইতে চাহিলেন না; কিন্তু আমার অনুরোধেই তাঁহারা এখানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পেরিসের রাজপথে বা এখানে সেখানে প্রতিদিন কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে; তাহাদের অনেকের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সকল অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ এখানে লইয়া আসা হয় এবং একটি বায়ুশূন্য কাচের ঘরে রাখা হয়। তাহাদিগকে যে অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থায়, সেই পোষাকেই এই ঘরে রাখা হয়। তিন দিন পর্য্যন্ত তাহাদের মৃতদেহ এই ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে। দলে দলে লোক এখানে নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয় বন্ধুগণের সন্ধানে আগমন করিয়া থাকে; অনেকে হয় ত কোন মৃতদেহ তাহাদের আত্মীয়ের বলিয়া সনাক্ত করে এবং এখান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া থাকে; আর যাহাদিগের তিনদিনের মধ্যেও পরিচয় পাওয়া যায় না, সরকারের ব্যয়ে তাহাদিগকে সমাহিত করা হয়। আমরা যখন এই স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন তিনটি শবদেহ ঐ স্থানে ছিল। এ ব্যবস্থা আমার নিকট খুব ভাল বলিয়া মনে হইল; কারণ পেরিসের মত সহরে প্রতিদিন যে কত গুপ্তহত্যা হয়, তাহা বলা যায় না। এই ব্যবস্থা থাকায় অনেক মৃতব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

ইহার পরেই আমরা প্যান্থিয়ন (Pantheon) দেখিতে গিয়াছিলাম। রোমে যাহা দেখিয়াছিলাম, এখানেও ঠিক তাই। এখানে যে সমস্ত চিত্র রক্ষিত হইয়াছে, তাহা ফ্রান্স দেশের ইতিহাসেরই অনেকগুলি আলেখ্য। এই স্থানে ভল্‌টেয়ার, ভিক্টর হুগো প্রভৃতির সমাধি-মন্দির দেখিলাম। ইহারই নিকটে সেন্ট এটিনি ডুমোঁ গীর্জ্জা দেখিলাম; এই স্থানে ফ্রান্সের রক্ষকদেবতা মহাত্মা সেন্ট জেনিভির প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির আছে।

এই স্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা যে স্থানে গমন করিলাম, সেই স্থানটী দেখিবার জন্য বহুদিন হইতে আমার আগ্রহ ছিল। ইহার নাম ইনভ্যালিড্‌স্ (Invalides) বা দুস্থসৈনিকাশ্রম। এখানে অসমর্থ সৈনিকপুরুষগণের আবাসস্থানের নিকট রাজকীয় উপাসনা-মন্দিরের মধ্যে মহারথী নেপোলিয়নের দেহাবশেষ

রক্ষিত হইয়াছে। সেন্ট হেলেনা হইতে নেপোলিয়নের মৃতদেহ আনীত হইয়া এই স্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়। ক্রিমিয়া যুদ্ধে যে সকল সৈনিক পুরুষ আহত হইয়া কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সপরিবারে এই অসমর্থাশ্রমে এক্ষণে বাস করিতেছেন, এবং ইহারই এক অংশে পেরিসের সৈনিকবিভাগের গবর্ণরও বাস করিয়া থাকেন। এখানকার রাজকীয় গীর্জ্জায় পূর্ব্বে উপাসনা হইত, এখন আর উপাসনা হয় না; তৎপরিবর্ত্তে ফ্রান্সের মহাবীর বিশ্ববিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ন এখানে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন। এই সমাধির একটা বিশেষত্ব আছে; ইহা সমতলভূমিতে নির্ম্মিত হয় নাই, সমতলভূমির অনেক নিম্নে ভূগর্ভে নোপোলিয়নের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। সমাধিটি খুব প্রকাণ্ডও নহে এবং বিশেষ চাকচিক্যেও বিভূষিত নহে; তবে ইহার এক গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্য আছে, যাহা ঠিক বোঝান যায় না। রুষসম্রাট নিকোলাস এই সমাধি নির্ম্মাণের জন্য রক্তবর্ণের গ্রানইট প্রস্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহারই দ্বারা সমাধি আচ্ছাদিত। সমাধির উপরে মার্ব্বেল-প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি মূর্ত্তি আছে, তাহা যুদ্ধজয়ের (Victory) মূর্ত্তি। এই মন্দিরের চারিদিকের দেওয়ালে অনেকগুলি পতাকা সজ্জিত আছে; নেপোলিয়ন এই সকল পতাকা ভিন্ন ভিন্ন দেশে যুদ্ধজয় করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সমাধিস্থানে যাইবার পথে দ্বার অতিক্রম করিলে



তুস্থসৈনিকাশ্রম ( ইনভ্যালিড্‌স্ )

একস্থানে নেপোলিয়ানের তরবারি, তাঁহার সেই সর্ব্বজন-পরিচিত টুপী এবং ধূসরবর্ণের অঙ্গাবরণ রক্ষিত হইয়াছে।] সকলেই এই স্থানে প্রবেশ করিয়া এ সকল দ্রব্য দেখিতে পায় না; অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই এখানে প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইয়া থাকে; এমন কি, যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী ব্যতীত অপর মন্ত্রিগণও এখানে যাইতে পারেন না; কয়েকজন বিদেশীয় নৃপতির এখানে প্রবেশের অধিকার আছে। ভূগর্ভস্থ এই সমাধিমন্দির দেখিবার জন্য উপরিস্থিত সমতল স্থানের চারিদিকে রেলিং দিয়া ঘেরা আছে। সেই স্থান হইতে নীচের দিকে চাহিয়া সকলকে এই সমাধিমন্দির দেখিতে হয়। মহাবীর



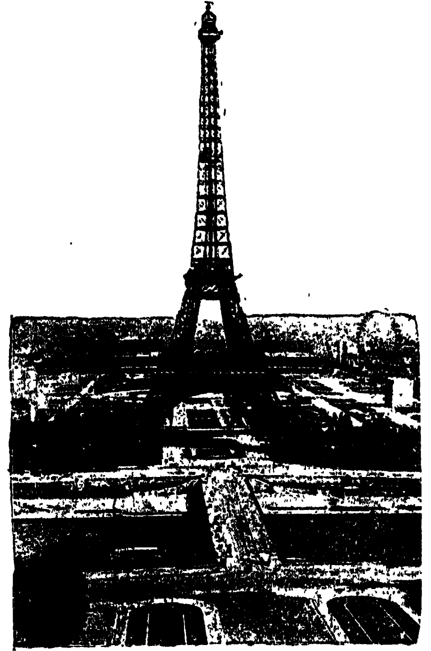
প্যাটেয়

নেপোলিয়ানের সমাধি-মন্দির ভূগর্ভে নির্ম্মিত হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। আমি সেই ইতিহাস এখানে বর্ণনা করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনায় প্রাণত্যাগ করিলে প্রথমে

তাঁহাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়; তখন ফ্রান্সের লোকেরা কিছুই বলিল না, বা কিছুই করিল না। কিন্তু কিছুদিন পরেই ফ্রান্সের অধিবাসিবৃন্দ বুঝিতে পারিল যে, নেপোলিয়নের মৃতদেহের প্রতি এ প্রকার অবজ্ঞাপ্রদর্শন কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। তখন তাঁহার মৃতদেহ সেন্ট হেলেনা হইতে মহাসমারোহে পেরিসে লইয়া আসা হইল। তখন বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ সমাধি-মন্দিরের নানা-প্রকার নক্সা-প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অবশেষে একজনের প্রেরিত নক্সা মঞ্জুর হইল; তিনি কিন্তু সমাধিটি ভূগর্ভে প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিনব প্রস্তাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি না কি উত্তর দেন যে, "As all nations had bowed to the Emperor when he lived, let them still bow their head when looking at the tomb"—অর্থাৎ "সম্রাট যখন জীবিত ছিলেন, তখন সমস্ত জাতি। তাঁহার নিকট অবনত মস্তক হইয়াছিল, সুতরাং এখনও তাঁহার সমাধি দেখিবার জন্য তাহাদিগকে অবনত-মস্তক হইতে হইবে।" এই কারণেই তিনি সমাধিটি ভূগর্ভে নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কথাটি অতি সুন্দর! এই মহাবীরের সমাধি দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে এমন এক ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল যে, আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া ক্রিমিয়া-যুদ্ধাগত যে বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ আমাকে এই সমাধি দেখাইতেছিলেন, তাঁহারও হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। তিনি যদিও একজন সামান্য সৈনিক, এবং এখন তিনি এই সাধারণ-তন্ত্রের অধীনে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বনবাস করিতেছেন; তবুও তিনি তাঁহার সেই প্রিয় সম্রাটের কথা ভুলিতে পারেন নাই দেখিয়া, আমার হৃদয়ে বড়ই প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই নেপোলিয়নকে একজন মহাবীর বলিয়া আমি গৌরবের উচ্চ আসন প্রদান করিয়া আসিয়াছি। আজ তাঁহার সমাধি-স্থান দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। নেপোলিয়নের দুই ভ্রাতা জেরোমি ও লুইয়েরও সমাধিদ্বয় এই মন্দির-পার্শ্বেই রহিয়াছে। সমাধি-স্থান দর্শনের পরই আমরা পেরিস নগরী ঘুরিয়া দেখিতে গেলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা—



নেপোলিয়নের সমাধি



ইফেল স্তম্ভ

কোনটি বা সরকারী আফিস, কোনটি বা হোটেল, কোনটি বা বড় বড় সওদাগরদিগের কার্য্যালয়। এতদ্ব্যতীত স্মৃতি-মন্দির, জয়-স্তম্ভ প্রভৃতিরও অভাব নাই। ফরাসী-বিপ্লবের সময় যে সকল অট্টালিকা রাজনৈতিক অপরাধী-দিগের কারাগার-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা দেখিলে মনটা যেন কেমন দমিয়া যায়। এ বেলার মত ভ্রমণ শেষ করিয়া আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

অপরাহ্নকালে পুনরায় সহর দেখিতে বাহির হইলাম। পেরিসের মত সমৃদ্ধিশালী স্থান বোধ হয় আর কোথাও নাই; একবার সহরটি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই ফরাসী রাজধানীর শোভসৌন্দর্য্য ও প্রভূত ধনসম্পদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বেলা বাহির হইয়া প্রথমেই আমরা রু লাফেঁইটের ভিতর দিয়া প্রকাণ্ড নাট্যশালা দেখিতে গেলাম; এত বড় নাট্যশালা না কি পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। তাহার পর বটে সমণ্ট ভ্রমণ-স্থানের মধ্য দিয়া আমরা পারলাসে কবরস্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে অনেকগুলি বড় বড় প্রেসিডেন্টের সমাধি-মন্দির দেখিলাম। নেপোলিয়নের সমাধির যিনি নক্সা করিয়াছিলেন, সেই ভাইকন্টির সমাধি-মন্দিরও এইস্থানে রহিয়াছে। এইস্থানে আর একটি সমাধি-মন্দির আছে, তাহারও নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। এট আবিলার্ড ও হিলোইসের সমাধি; প্রেমিক প্রেমিকাগণ এই মন্দির দেখিতে আসিয়া থাকেন এবং ইহার ইতিহাস পাঠ করিয়া শিক্ষালাভও করিয়া থাকেন। মন্দিরটি অতি সুন্দর!

এখান হইতে বিশ্ববিখ্যাত ইফেল স্তম্ভ দেখিতে যাওয়া গেল। পথের মধ্যে সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমলের সুন্দর তোরণদ্বার দেখিলাম। সেই সময়ের স্থাপত্য-কীর্ত্তির মধ্যে এখন এইটি মাত্র সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইফেল স্তম্ভ এক হাজার ফিট উচ্চ। ইহাতে কয়েকটি তলা আছে; প্রত্যেক তলায় নানাবিধ জিনিসের দোকান, হোটেল, বিশ্রামাগার প্রভৃতি রহিয়াছে। আমরা বৈদ্যুতিক অধিরোহণীতে আরোহণ করিয়া এই স্তম্ভের উপর উঠিয়াছিলাম। অধিরোহণী প্রত্যেক তলায় একবার করিয়া থামে এবং আরোহিগণ সেই সেই তলায় নামিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করে, পান ভোজন করে এবং সেই তলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া নিম্নের দৃশ্য দেখিয়া থাকে। অধিরোহণী এই স্তম্ভের সর্ব্বোচ্চ তলা পর্য্যন্ত যায় নাই; এ তলায় উঠিতে গেলে সোপানাবলি অতিক্রম করিয়াই যাইতে হয়। সর্ব্বোচ্চ তলা হইতে নিম্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সহর, বাজার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া বোধ হয়, মানুষ গুলাকে ছোট ছোট পিপড়ার মত দেখায়। আমরা যে অধিরোহণীতে চড়িয়া স্তম্ভে উঠিয়াছিলাম, সেই অধিরোহণীতে একটি রুষ মহিলা আমাদিগের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। তিনি আমার কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমাকে ভারতীয় কোন রাজা বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। ইফেল স্তম্ভের

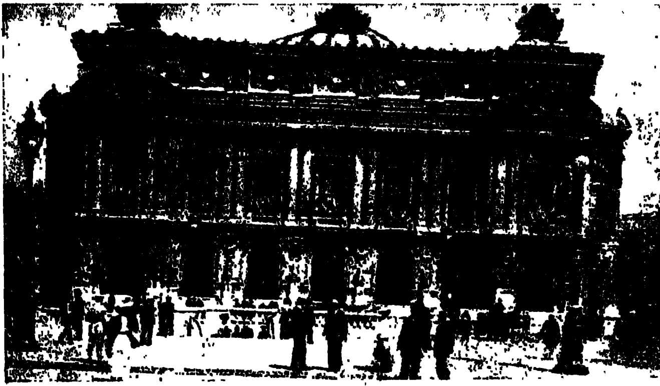


পেরিস—বুলেভাদ মণ্ট্মার্টে

প্রত্যেক তলা ভ্রমণ করিয়া এবং চারিদিকের দৃশ্য দেখিয়া আমরা ট্রকাডেরো প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রাসাদের প্রকাণ্ড হলে বড় বড় গানবাজনার মজলিস্, বড় বড় বক্তার বক্তৃতার ও প্রধান প্রধান বিদ্যালয়সমূহের পারিতোষিক বিতরণের সভা হইয়া থাকে; ইহা লণ্ডনের আলবার্ট হলের মত।

এখান হইতে বাহির হইয়া, আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিবার সময় শাঁ সে লিজের (Champs de Elysees) মধ্য দিয়া মোটরে চড়িয়া আসিয়াছিলাম। পথের মধ্যে ভেনডোম প্লেস (Vendome Place) দেখিয়া আমরা সেই স্থানে নামিয়াছিলাম। এই স্থানে নেপোলিয়নের যুদ্ধজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে। এটি ঠিক রোমের ট্রাজান কলমের মত—একেবারে নকল বলিলেই হয়। শুনিলাম, অষ্ট্রালিজের যুদ্ধে যে সমস্ত কামান অধিকার করা হইয়াছিল, তাহাই গলাইয়া এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পরেই আমরা সে দিনের মত হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

পরের দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমি ফরাসী রাজধানীতে যে বৃটিস রাজদূত ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নাম সার ফ্রান্সিস্ বার্টি। তিনি আমাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিলেন। এই ব্রিটিস দূতভবন বা Embassy এককালে সম্রাট নেপোলিয়নের এক ভগিনীর বাসগৃহ ছিল এবং ইহাতে সম্রাটের ব্যবহৃত অনেক জিনিস অদ্যাপিও রক্ষিত আছে।

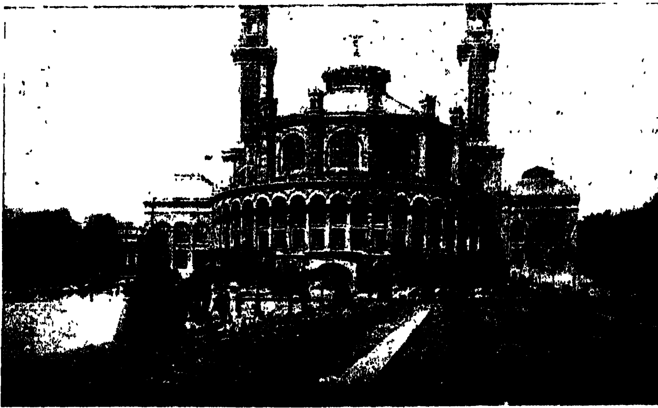


পেরিস—নাট্যশালা

সেই স্থান হইতে বাহির হইয়াই লুভর (Louvre) রাজভবন দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা পূর্ব্বে রাজভবনই ছিল; এখন আর এখানে রাজা নাই; এখন এই ভবনে যাদুঘর স্থাপিত হইয়াছে। বাড়ীটি প্রকাণ্ড। এই যাদুঘরে প্রধান দ্রষ্টব্য সুন্দর চিত্রাবলি। ইটালি হইতে নেপোলিয়ন যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিলেন, সেইগুলি এখানে আছে এবং তাহাও দ্রষ্টব্য। এখানে প্রায় তিন হাজারের উপর ছবি রহিয়াছে, সেগুলি দেখিবার মত। নূতন পুরাতন অনেক উৎকৃষ্ট ছবি এইস্থানে দেখিলাম। নূতন ছবিগুলির মধ্যে ফরাসী ইতিহাসের দৃশ্যাবলি এবং নেপোলিয়নের কীর্ত্তিপ্রকাশক চিত্রগুলি আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিল। ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ব্যাপার সকল চক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিলাম। ইটালি, ফ্রান্স, ইংলাণ্ড, হলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান চিত্রকরগণের অঙ্কিত উৎকৃষ্ট চিত্র সকল এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য যাদুঘরে নানারকমের যে সকল দ্রব্য থাকে, এখানে তাহার অভাব থাকিলেও এই চিত্রগুলিই এই যাদুঘরের অমূল্য সম্পদ এবং এইগুলি দেখিলেই এ স্থানে আগমন সার্থক বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে ফরাসীদেশের পূর্ব্বকালের ব্যবহৃত অনেক জিনিসপত্র দেখিলাম। রাজভাণ্ডারের অনেক বহুমূল্য জহরতও এখানে প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। আমরা এই যাদুঘরের

বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ দেখিতে দেখিতেই অনেক সময় কাটাইয়া দিয়াছিলাম ; সেই জন্য সে দিন প্রাতঃকালে আর কোথাও যাওয়া হইল না ; আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

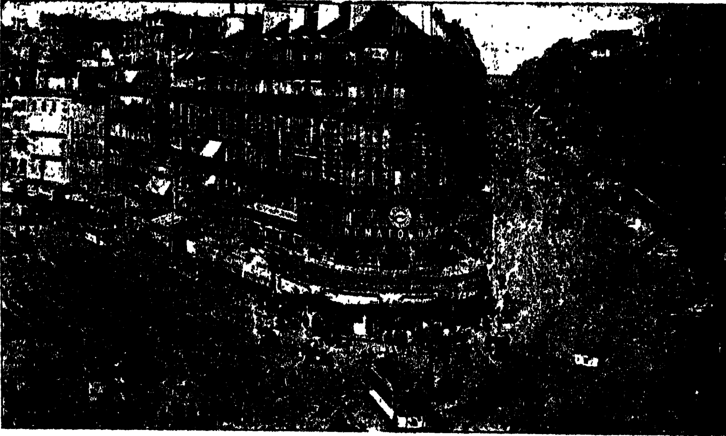
অপরাহ্লকালে আমরা প্রথমে মুঁসি-ডিক্লুনি (Musee de Cluny) দেখিতে গেলাম। ইহাও একটা যাদুঘর। এখানে অনেক পুরাতন আসবাবপত্র ও একালের দ্রব্যাদিও দেখিলাম। পুরাতন দ্রব্যগুলি সম্রাট পঞ্চদশ লুইর আমলের। এই স্থানে ভ্রমণ সময়ে আমার পরম বন্ধু বোম্বাই-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত আগা খাঁ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এত দূরদেশে আমার দেশবাসী একটি বন্ধুকে পাইয়া মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল। তাহার পর লাক্সেমবর্গ ভবন দেখিতে গেলাম। সেখানে একালের অনেক প্রস্তর-মূর্ত্তি ও চিত্র দেখিতে পাইলাম। সেই রাত্রিতে আমরা পেরিসের অপেরাগৃহে গিয়াছিলাম। সে রাত্রিতে সালাম্বো (Salambo) নামক একখানি গীতিনাট্যের অভিনয় হইয়াছিল। এই অপেরা-গৃহ সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন এবং রিপব্লিকের আমলে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। এই গৃহ-নির্ম্মাণে এত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল যে, শুনিলে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমি ফরাসীভাষা জানি না, সুতরাং অভিনয় বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু দৃশ্যপট ও গানগুলি আমার খুব ভাল লাগিল। অপেরা-গৃহ হইতে বাহির হইয়া আলোকমালা পরিবৃতা নিশাবেশিনী পেরিসের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন এবং আহার, পরে বিশ্রাম।



পেরিস—ট্রোকাডেরো

পরদিন প্রাতঃকালেই আমি পাষ্টুর ইন্‌ষ্টিটিউট দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা দেখিবার ইচ্ছা আমার বড়ই বলবতী হইয়াছিল। আমি যখন ইন্‌ষ্টিটিউটে উপস্থিত হইলাম, তখন অনেকগুলি কুকুরদষ্ট রোগী চিকিৎসার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল ; সুতরাং চিকিৎসাপ্রণালী প্রায় আগাগোড়া দেখিবার বড়ই সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমি দেখিলাম, রোগীর উদরের দুই পার্শ্বেই বীজ (serum) প্রবেশ করান হইল। ইহাতে যে রোগীর বিশেষ যন্ত্রণা হয় তাহা নহে ; তবে যে সমস্ত বালকবালিকাকে চিকিৎসার জন্য আনা হইয়াছিল, তাহারা এই সমস্ত আয়োজন দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিতেছিল। এই বীজের টিকা লইবার পরও যদি কেহ ক্ষিপ্ত কুকুরদষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পুনরায় টিকা লইতে হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, একবার কুকুরে কামড়াইলে যে টিকা লওয়া হয়, তাহার কার্য্য সেইবারেই শেষ হয় ; দ্বিতীয়বার কুকুরে কামড়াইলে পুনরায় টিকা লইতে হয়। একস্থানে দেখিলাম, সুস্থশরীর জীবজন্তুর শরীরে এই বিষ প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদের কখন কি অবস্থা হয়, তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে। ইহাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চক্ষের উপর সুস্থকায় জীবের এই প্রকার যন্ত্রণা দেখিলে বড়ই কষ্ট বোধ হয়। এই স্থানেই মহামতি পাষ্টুর মহাশয়ের সমাধি রহিয়াছে।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিতা আছেন এবং তিনি ইন্‌ষ্টিটিউটেই বাস করেন। যে অধ্যাপক মহাশয় আমাকে এই স্থান দেখাইতেছিলেন, তিনি বলিলেন যে, এখানে যে সমস্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে গড়ে প্রতি তিনশতে একজন মাত্র মারা যায়। তাহার কারণ এই যে, সেই রোগীকে এমন অবস্থায় এখানে লইয়া আসা হয়, যখন তাহার একপ্রকার শেষ সময় উপস্থিত। এখানে প্লেগ, ধনুষ্টঙ্কার, ডিপ্‌থিরিয়া ও ক্ষয়রোগ নিবারণের বীজও প্রস্তুত হইয়া থাকে; এবং সেই সকল বীজ পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই প্রেরিত হইয়া থাকে। এই স্থানটি দেখিবার যোগ্য; আমি ইহা দেখিয়া যথেষ্ট প্রীতি ও শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম।



রু দে লা রিপব্‌লিক্

এই স্থান ত্যাগ করিয়া আমরা নৌকারোহণে ভেয়ার-সেইল (Versailles) দেখিতে গিয়াছিলাম। পথে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান পড়িয়াছিল; সে গুলিও একটু একটু দেখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে সেন্ট ক্লুড (St. Cloud) সহর এবং সেখানকার ভ্রমণোদ্যানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সহরের পার্শ্বেই তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রিয় আবাস-স্থান ছিল ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের সময় এই রাজপ্রাসাদ বিনষ্ট হয় এবং ভ্রমণোদ্যানও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

পেরিস হইতে যাত্রা করিয়া আমরা প্রায় ৪৫ মিনিটে ভেয়ারসেইলে পৌঁছিয়াছিলাম; অবশ্য আমাদের মোটর এই পথে একটু দ্রুত চলিয়াছিল। ফ্রান্স দেশের মধ্যে এই স্থানটি সর্ব্বপ্রকারেই দেখিবার উপযুক্ত; এখানকার রাজপ্রাসাদ, এখানকার উদ্যান, এখানকার সৌন্দর্য্য প্রকৃতই উপভোগের সামগ্রী। শোভা, সৌন্দর্য্য ও বিলাসিতার যত কিছু উপকরণ আছে, তাহার সমস্তই এখানে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটগণের সময়ে এই স্থানের যে কি শোভা-সম্পদ্ ছিল, তাহা বর্ণনাতীত—এবং আমার মনে হয় ঐতিহাসিকও ইহার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে সমর্থ হন নাই—কারণ ইহার পারিপাট্য দেখিয়া প্রকৃতই অবাক্ হইতে হয়। এখানকার রাজপ্রাসাদের কক্ষগুলি বড়ই সুসজ্জিত। তাহারই মধ্যে একটি মহল দেখিলাম, সেখানে বিলাসিতার বা বাহাড়ম্বরের কোন চিহ্ন নাই। এই মহলটি বেশ সাদাসিদে রকমের। এই স্থানেই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হতভাগিনী মেরি এন্টোয়ানেট বাস করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, নানা বিলাস-দ্রব্যে বেষ্টিত হইলেই সুখ হয় না; সাদাসিদে ঘরগৃহস্থালীই সুখের নিদান। এইস্থানে একটি শিশ্-মহল (Hall of Mirrors) আছে। এই শিশ্-মহলের একটা ইতিহাস আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন পেরিস অবরুদ্ধ হয়, তখন বিস্‌মার্ক বাভেরিয়ার উন্মত্ত রাজার

সাহায্যে এই শিশ-মহলে প্রুসিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়মকে জর্ম্মানীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। এই রাজপ্রাসাদে যে সকল চিত্র রহিয়াছে, তাহার সকলগুলিই যুদ্ধের দৃশ্য। ফ্রান্সের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এই রাজপ্রাসাদটিকে সযত্নে রক্ষা করিয়া সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ভেয়ারসেইল হইতে বাহির হইয়া আমরা ফরাসী সম্রাটগণের গ্রীষ্মাবাস গ্রাণ্ড ট্রায়েনন দেখিতে গিয়াছিলাম। নেপোলিয়ন এইস্থানে থাকিতে বড় ভালবাসিতেন। এখানে নেপোলিয়ন ও অন্যান্য ফরাসী সম্রাটগণের ব্যবহৃত শকট সকল রক্ষিত হইয়াছে। রুষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস যখন ফ্রান্সে শুভাগমন করেন, তখন তাঁহার ব্যবহারের জন্য যে বহুমূল্য সুদৃশ্য শকট নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও এইস্থানে রহিয়াছে। এখনও কোন মহামান্য বিদেশীয় অতিথি পেরিসে আগমন করিলে, এই শকটখানি তাঁহার ব্যবহারের জন্য বাহির করা হইয়া থাকে। ভেয়ারসেইল হইতে ফিরিবার সময় আমরা সিভ্রি (Sevres) সহরের মধ্য দিয়া আসিয়াছিলাম। এইস্থান চিনে-বাসনের জন্য বিখ্যাত। আমরা এখানকার প্রসিদ্ধ বাসনের কারখানায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। কারখানার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমাদিগকে [illegible]স্ত দেখাইয়াছিলেন। এখানকার কারিগর-[illegible] শিল্পনৈপুণ্য এবং কার্য্যকুশলতা দর্শনে [illegible] প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। এখান [illegible] আমরা হোটেলে ফিরিয়া সে দিনের মত [illegible] করিয়াছিলাম।

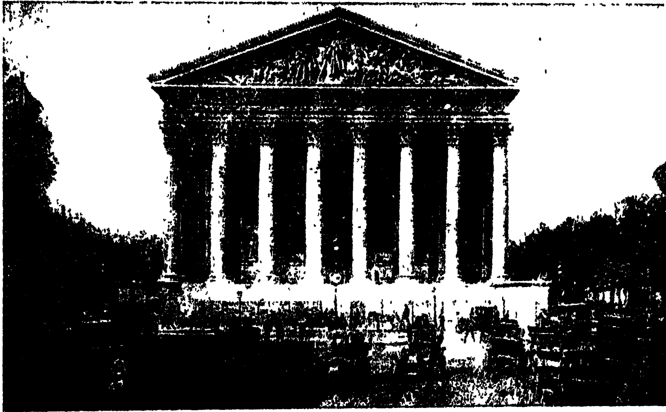


পেরিস বিচারালয় ও য়্যানভার্স রাজপথ

[illegible] অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা প্রথমে [illegible] নামক সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন গির্জ্জা দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সে দিন উক্ত গির্জ্জায় কতকগুলি [illegible] ক্রিয়া হইতেছিল; সেইজন্য আমরা গির্জ্জার মধ্যে যাইতে পারিলাম না। তখন সেখানে আর [illegible] ফিরিয়া আসিলাম এবং অনতিবিলম্বেই ফন্টানব্লো (Fontainebleau) দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। ফন্টানব্লো [illegible]রিস হইতে ৪০ মাইল দূরে। এটিকে সহর না বলিয়া গ্রাম বলিলেই ঠিক হয়; কিন্তু এই গ্রামে [illegible] রাজপ্রাসাদ আছে এবং এই প্রাসাদের একটু ঐতিহাসিকতাও আছে ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম [illegible] নির্ম্মাণ করিয়া এখানে মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। সম্রাট দুই এ স্থানে

সেইলেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং তাঁহার আমলে এ স্থানের প্রতি তেমন যত্ন ছিল না। পরে নেপোলিয়নের সময় এই স্থানের পূর্ব্বগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ন এই স্থানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করায় সে সময়ের অনেক ব্যাপারের স্মৃতি এই স্থানের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে। পথপ্রদর্শক এই প্রাসাদের দক্ষিণ দিকের বারান্দার সম্মুখের একটি স্থান দেখাইয়া বলিয়া দিল যে, ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নেপোলিয়ন এল্‌বায় গমন সময়ে তাঁহার শরীররক্ষীদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন নেপোলিয়ন একশত দিনের জন্য ফিরিয়া আসেন, তখন এই স্থানেই তিনি অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে ঘরে যে সমস্ত আসবাব সাজাইয়া বসিতেন, সে ঘর তেমনই আছে, সে সকল আসবাব তেমনই সজ্জিত রহিয়াছে; এমন কি যে টেবিলে বসিয়া এল্‌বা প্রবাসকালে তিনি সাম্রাজ্য-ত্যাগের ঘোষণাপত্র সহি করিবার সময় নিজ মনের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া ছুরিকার দ্বারা সেই টেবিলের যে স্থানে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহাও দর্শকগণ দেখিতে পায়। তবে এই আঘাতের স্থানটি এমেরিকান্ টুরিষ্টদের (দলবদ্ধ ভ্রমণকারী) দয়ায় ক্রমে একটি বড় রকমের গর্ত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাঁহাদের জ্বালায় টেবিলটি এখন দড়ী দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে হইয়াছে। এই নির্জ্জন রাজপ্রাসাদের কক্ষগুলিতে ভ্রমণ করিবার সময় তাহার পূর্ব্বগৌরব ও সমৃদ্ধির কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া হৃদয়ে কেমন একটা বিষাদের সঞ্চার হইতে লাগিল। এই প্রাসাদের পুস্তকালয়টি অতি সুন্দর এবং আমার মনে হইল, ইহাই এখানকার সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকালয়ে এখনও একটা পৃথ্বীগোলক রহিয়াছে; নেপোলিয়ন এই গোলকের সম্মুখে বসিয়া পৃথিবীজয়ের কল্পনা করিতেন। —গোলকের স্থানে স্থানে এখনও পিন বসাইবার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট ঐ সকল স্থানে পিন বসাইয়া, তাঁহার রাজ্যজয়ের ব্যবস্থা স্থির করিতেন। এই পৃথ্বীগোলকটি বোধ হয়, সম্রাট নেপোলিয়নের ফরমাইস-মত প্রস্তুত হইয়াছিল; কারণ সুধু য়ুরোপ নহে, এমন কি, ভারতবর্ষেরও সামান্য নগরগুটির অবস্থিতিস্থান পর্য্যন্ত এই গোলকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এখানকার ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের আসবাব পত্র, এখনও সুরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। এখানকার উদ্যান ভের্সাইলের মত সুন্দর না হইলেও সুদৃশ্য বটে। এই রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ দিকে রাজকীয় নাট্যশালা রহিয়াছে। এই সুন্দর নাট্যশালাও একটা দেখিবার মত জিনিস। এই ফণ্টানব্লো রাজপ্রাসাদ এখন কেবল লোকের দেখিবার জন্যই রহিয়াছে; কিন্তু আমরা শুনিলাম যে, ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট কার্ণো এই প্রাসাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে এখানে বাস করিতেন। এই ফণ্টানব্লো নামের একটা ইতিহাস আছে। ফ্রান্সের সম্রাট নবম লুই একদিন এই প্রদেশের জঙ্গলে মৃগয়া করিতে আসিয়া পথ হারা হইয়া যান। একাকী পথের সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হন। তখন জলের অন্বেষণে চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একটি অতি সুপেয় জলধারা দেখিতে পান। সেই নির্ঝরের জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, তিনি বলিয়া উঠেন, 'Quelle fontaine de belle eau' অর্থাৎ 'কি সুন্দর ও সুপেয় জলপূর্ণ নির্ঝর!' তিনি এই স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া এমনই মুগ্ধ হন যে, এই স্থানে একটি ক্ষুদ্র আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। ক্রমে [illegible] স্থাপিত হয় প্রাসাদাবলি নির্ম্মিত হয়। তিনি যে নির্ঝরের জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া [illegible] fontaine de belle eau অর্থাৎ সুপেয় সুন্দর নির্ঝর, তাহা হইতেই স্থানের

নাম প্রথমে হইয়াছিল, ফন্টে-ডি-বেওল্। তাহার পর ক্রমে ক্রমে নামটি সংক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ফন্টানব্লো। এই স্থানের নিকটেই সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "Field of the Cloth of Gold" অর্থাৎ 'স্বর্ণ-নির্ম্মিত বস্ত্রের প্রান্তর' ছিল, যেখানে ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস তাঁহার পরমবন্ধু ইংলণ্ডের রাজার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই ফন্টানব্লোতে যাইবার সময় এবং আসিবার সময় সর্ব্বশুদ্ধ আমরা সাতটি মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। আর একটু হইলেই এই সাতটি, আটটিতে পরিণত হইত; কারণ আমরা যখন মোটরে চড়িয়া ফন্টানব্লো হইতে পেরিসে ফিরিতেছিলাম, তখন বনের মধ্যে কয়েকজন লোক গোপনে শিকার করিতে আসিয়াছিল। আমাদের মোটরগাড়ীকে তাহারা পুলিশের লোকের গাড়ী মনে করিয়া দূর হইতে আমাদের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিল। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছিল; তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলি আমাদের মোটরের হাত দুই সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্য ব্যর্থ না হইলে, সেইদিন আমি সমাধিযাত্রার একটি সংখ্যা বাড়াইয়া দিতাম।



পেরিস—ম্যাডিলে

আমাদের পেরিস দর্শন শেষ হইল। আজ ২৭শে মে; আগামী কল্য ২৮শে তারিখে আমরা পেরিস ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে যাইব। এই কয়দিন ফ্রান্সের রাজধানীতে আমরা কি দেখিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। পেরিস সম্বন্ধে আমার ধারণা কি, তাহা বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ অল্প কয়েকদিন দেখিয়া যে ধারণা করা যায়, তাহা অনেক সময় ঠিক হয় না। তবে উপর উপর দুই চারিটি কথা আমি এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে পেরিস নগরীকে কেহ সহজে পরাজিত করিতে পারিবে না। এখানকার অধিবাসীবৃন্দ খুব পরিশ্রমী; কিন্তু আমি ফরাসীজাতির মধ্যে দেখিতে খুব জোয়ান লোক অধিক দেখি নাই। পথেঘাটে হাটেবাজারে যে সমস্ত লোক দেখিলাম, তাহাদের সকলেরই মুখের ভাব ঐ যেন এক রকমের। প্রায় সকলকে দেখিলেই ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত বলিয়া মনে হয়; চক্ষু কোটরগত—কেমন একটা অবসন্নভাব; আমার মনে হয়, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারেই এই ভাব হইয়া থাকে। সহরময় নাট্যশালা, প্রমোদাগার, সঙ্গীত-শালা প্রভৃতি আড্ডা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, এ জাতি যেমন বিলাসী, তেমনই আমোদপ্রিয়। পেরিস নগরী যে বর্ত্তমান শতাব্দীর বিলাসের কেন্দ্র, তাহা এই স্থান দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারা যায়। দিবাভাগে শোভা-সৌন্দর্য্যে বিলাসিতায় এই রাজধানী একেবারে তাক্ লাগাইয়া দেয়। কিন্তু রাত্রি দশটার পর কেহ যদি ঘরের জানালা খুলিয়া, সহরের রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে, তখন তাঁহার মনে হইবে, এ কি সভ্যতার লীলাস্থল পেরিস, না ইহা নরকপুরী! সন্ধ্যার পর যদি রাস্তায় বাহির হইলে, তাহা হইলে দলে দলে সুবেশধারী

ভদ্র-আখ্যায় পরিচিত ব্যক্তি তোমার সঙ্গ লইবে। তাহারা আপনাদিগকে ইংরাজ বা আমেরিকাবাসী বলিয়া পরিচয় দিবে এবং তোমাকে নানা কুস্থানে লইয়া যাইবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে থাকিবে। ভারতীয় ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণ, এমন কি, অনেক রাজা-মহারাজও এই রাজধানীতে আসিয়া এমন চলাইয়া গিয়াছেন যে, সে সকল কথা শুনিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। আমি যে হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেলের ম্যানেজার মহাশয় আমার দেশের মহোদয়গণের কুকীর্ত্তির অনেক গল্প একদিন করিতেছিলেন। আমি সেই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করায় ভদ্রলোক যেন অবাক্ হইয়া গেলেন এবং আমি যে দলছাড়া মানুষ, তাহাই মনে করিয়া হয় ত আমাকে কৃপাপাত্র মনে করিতে লাগিলেন। আমার ত মনে হয়, আমাদের দেশে লোককে পাপের পথে লইয়া যাইবার জন্য যত প্রলোভন রহিয়াছে, য়ুরোপে তাহার শতগুণ প্রলোভন চারিদিকে হাঁ করিয়া রহিয়াছে। এই জন্যই য়ুরোপভ্রমণেচ্ছু আমার স্বদেশবাসী বড়লোকের ছেলেদিগকে আমি বলিতে চাই, দেশভ্রমণ ও সুশিক্ষা লাভের জন্য য়ুরোপে যাইবে বই কি; নানাবিধ কলা-শিল্প দেখিবার জন্য পেরিসে যাইবে বই কি; য়ুরোপের সমস্ত নগরে যাইবে বই কি; কিন্তু আমার অনুরোধ, কোথাও এমন কোন কাজ করিও না, যাহাতে তোমার স্বজাতীয়ের মুখে কলঙ্ককালিমা পড়ে, যাহাতে তোমাদের কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া অবনতমস্তক হইতে হয়। সত্যসত্যই একজন ভারতীয় মহারাজকে লোকে পৃথিবীর মধ্যে অতি জঘন্য পাপাসক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? পেরিসের লোকের দিকে একবার চাহিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বিলাসিতাই ইহাদের একমাত্র কার্য্য, ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগই ইহাদের জীবনের লক্ষ্য। ইহারা যে সমস্ত কাজ করিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা কল্পনাও করিতে পারে না। নাস্তিকতা ও দানবতাই এখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহা পেরিসবাসীদিগের এক দিকের চিত্র; অপর দিকে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, কলাশিল্প, সূক্ষ্মশিল্প, শোভা ও সৌন্দর্য্যের সম্ভার-সংস্থানে পেরিস অদ্বিতীয়। ভাল দিকের সঙ্গে সঙ্গে মন্দেরও কিছু কিছু নজরে পড়িয়াছিল বলিয়া কয়েকটি অপ্রিয় সত্য বলিলাম।


পেরিস—তৃতীয় আলেক্জাণ্ডারের পুল

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।